জুলাই ২০২০ ▪ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৭

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জাতীয় বাজেট ২০২০-২০২১ অর্থবছর

শতবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ: বহির্বিশ্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা

জনসংখ্যা: সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

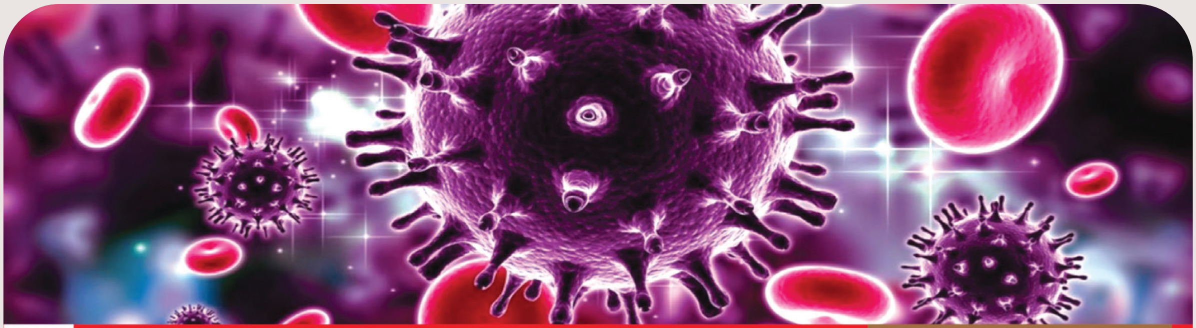

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
DFP
২০২০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জুলাই ২০২০ ▫ আষাঢ়–শ্রাবণ ১৪২৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই জুন ২০২০ জাতীয় সংসদে মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে বিশেষ মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটের অনুমোদন দেন–পিআইডি

সম্পাদকীয়

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ১১ই জুন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জাতীয় সংসদে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন। জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত চলতি অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট বড়ো ধরনের কোনো কাটছাঁট ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। এবারের বাজেটের শিরোনাম– 'অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা'। অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে প্রণীত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট সম্পর্কে আশা করা যাচ্ছে– এ বাজেটে সুফল পাবে দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। ফিরে আসবে নতুন গতি। ১লা জুলাই ২০২০ থেকে এ বাজেট কার্যকর হয়।

নারীবান্ধব বর্তমান সরকারের নানামুখী উদ্যোগ নারীর ক্ষমতায়নে দিয়েছে নতুন মাত্রা। দেশে নারীরা আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে বহির্বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছেন। জনসংখ্যা সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। এ বিষয়গুলো নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ।

শতবর্ষে পা দিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২১ সালের ৩০শে জুন একশ বছর পূর্ণ হবে। কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বল্প পরিসরে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। এ নিয়েও রয়েছে একটি নিবন্ধ। আষাঢ়-শ্রাবণ আসে চিরায়ত সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে। নানা বৈচিত্র্যে ভরে ওঠে প্রকৃতি। বৈচিত্র্য আসে মানুষের মনেও। বর্ষা এমনি এক ঋতু যা অকাব্যিক মানুষকেও কবি করে তোলে। প্রকৃতিতে বর্ষা আসে নানা ফুলের সমাহার নিয়ে। বর্ষা নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

কবিতা, গল্প ও নিয়মিত বিভাগতো রয়েছেই। আশা করি, এ সংখ্যাটি সবার ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান

সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

বাজেট অঙ্কের মারপ্যাঁচ নয় ৪
প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

শতবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭
ফারিহা রেজা

জাতীয় বাজেট ২০২০-২০২১ অর্থবছর ৯
এম এ খালেক

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন: বহির্বিশ্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা ১৫
রেহানা শাহনাজ

প্রকৃতি সংরক্ষণে সরকারের সাফল্য ১৭
সুস্মিতা চৌধুরী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক উদ্যোগ: পরাজিত হবে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস ১৯
শাফিকুর রাহী

জনসংখ্যা : সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত ২৩
মিজানুর রহমান মিথুন

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়: বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের সাফল্য ২৫
কে সি বি তপু

বাংলার ঐতিহ্য নৌকা বাইচ ২৭
মিয়াজান কবীর

রেমিটেন্স ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বাংলাদেশের রেকর্ড ২৯
সৈকত নন্দী সৌখিন

সৌন্দর্যে দ্রৌপদী বর্ষাকাল ৩১
ইমরুল কায়েস

বাঘ সংরক্ষণের গুরুত্ব ও সরকারের কার্যক্রম ৩৩
মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান

করোনা থেকে পরিত্রাণে সতর্কতা জরুরি ৩৬
ফারিহা হোসেন

রবীন্দ্র সাহিত্যে বর্ষা বন্দনা ৩৮
মঈনুল হক চৌধুরী

কোরবানির পশুর হাট ৩৯
শুভ আহমেদ

জন্ম নিবন্ধন শিশুর অধিকার ৪০
জেসিকা হোসেন

হেপাটাইটিস বি সংক্রমণে প্রতিরোধই একমাত্র উপায় ৪১
সুরাইয়া শিল্পী

গল্প

বেদনায় বিমূঢ় ৪৪
নাসিমা সুলতানা

কবিতাগুচ্ছ ৪২-৪৩

মুহাম্মদ ইসমাঈল, রুস্তম আলী
ইফফাত রেজা, সোহরাব পাশা
সৈয়দ শাহরিয়ার, ওয়াসীম হক, কামাল বারি
সুষমা ফাল্গুনী, রাবেয়া নূর, শাহনাজ
মো. সাঈদ হোসেন, মো. ফয়সাল আতিক

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি	৪৬
প্রধানমন্ত্রী	৪৭
তথ্যমন্ত্রী	৪৮
জাতীয় ঘটনা	৪৯
আন্তর্জাতিক	৫০
ডিজিটাল বাংলাদেশ	৫০
উন্নয়ন	৫১
শিল্প-বাণিজ্য	৫২
বিনিয়োগ	৫৩
শিক্ষা	৫৪
নারী	৫৪
পরিবেশ ও জলবায়ু	৫৫
কৃষি	৫৫
সামাজিক নিরাপত্তা	৫৬
বিদ্যুৎ	৫৭
নিরাপদ সড়ক	৫৭
কর্মসংস্থান	৫৭
স্বাস্থ্যকথা	৫৮
যোগাযোগ	৫৯
সংস্কৃতি	৫৯
চলচ্চিত্র	৬০
মাদক প্রতিরোধ	৬০
প্রতিবন্ধী	৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন	৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৬২
ক্রীড়া	৬৩
শ্রদ্ধাঞ্জলি: না ফেয়ার দেশে মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষাসৈনিক কামাল লোহানী	৬৪

হাইলাইটস

জাতীয় বাজেট ২০২০-২০২১ অর্থবছর

'অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা' শিরোনামের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট অনুমোদিত হয়েছে। এবারের বাজেটে মহামারি করোনা ভাইরাসের সংকট মোকাবিলায় মানুষের জীবন ও জীবিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাজেট উপস্থাপনকালে অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় প্রণীত আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের হাত ধরেই বাংলাদেশ হয়ত অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে পূর্বের উন্নয়নের ধারায় ফিরে আসবে। অর্থনীতিবিদগণও এ বাজেটকে দুঃসময়ে আশাবাদী বাজেট বলে আখ্যায়িত করেন। 'বাজেট অঙ্কের মারপ্যাঁচ নয়' ও 'জাতীয় বাজেট ২০২০-২০২১ অর্থবছর' নিয়ে প্রবন্ধ দুটি দেখুন পৃষ্ঠা–**৪** ও **৯**

শতবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বল্প পরিসরে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। শতবর্ষে পদার্পণ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পরবর্তী সকল সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। এ বিষয়ে রয়েছে 'শতবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক একটি নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা–**৭**

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন: বহির্বিশ্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী সিদ্ধান্তে এক দশকে নারীর ক্ষমতায়নে বহির্বিশ্বে আজ ঈর্ষণীয় অবস্থান বাংলাদেশের। বর্তমান সরকার নারীর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন করতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা পঞ্চাশে উন্নীত করা হয়েছে। সরাসরি নির্বাচনেও নারীর অংশগ্রহণ বেশি। নানান পেশায় নারীদের এগিয়ে নিতে সহায়তা করছে শেখ হাসিনার সরকার। এসব কারণে প্রধানমন্ত্রী বহির্বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছেন। 'বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন: বহির্বিশ্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা–**১৫**

জনসংখ্যা : সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

জনসংখ্যা সবসময় বোঝা নয়, অনেক ক্ষেত্রেই এটি একটি সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। কেননা, জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী করে সম্পদে পরিণত করা যায়। বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে নানামুখী কর্মসূচি পরিচালনা করছে। ১১ই জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে 'জনসংখ্যা: সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা–**২৩**

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৭১৯৪৭২০, ই-মেইল: rupaprinting@gmail.com

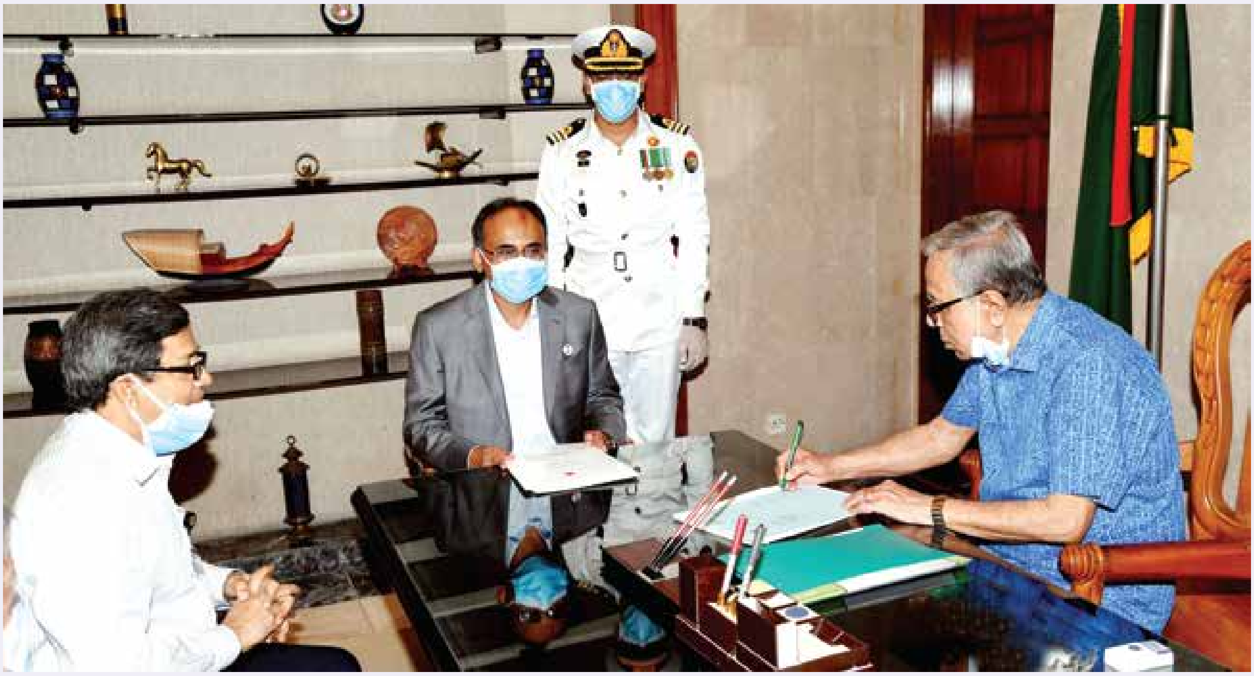

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১১ই জুন ২০২০ জাতীয় সংসদে তাঁর অফিসকক্ষে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বিলে স্বাক্ষর করেন–পিআইডি

বাজেট অঙ্কের মারপ্যাঁচ নয়

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

দারুণ এক সংকটকালে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। পুরো বিশ্বেই চলছে করোনার দাপট। জীবন ও জীবিকা হুমকির মুখে। ব্যাবসাবাণিজ্য স্থবির। নতুন করে মানুষ আয় হারিয়ে গরিব হয়ে যাচ্ছেন। মানুষ বাঁচানোই দায়। বাংলাদেশ এই বিশ্ব বাস্তবতার বাইরে নয়। এমনই প্রেক্ষাপটে ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট দিলেন অর্থমন্ত্রী। ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব প্রাপ্তির (যা সংশোধিত বাজেটের টার্গেটের চেয়ে ২০,০০০ কোটি টাকা বেশি) প্রত্যাশায় এই বাজেট দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে চলমান করোনাকালে এই পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা যাবে কি-না সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখ নাগাদ প্রকৃত আদায় ছিল ১,৩৭,০০০ কোটি টাকা। এপ্রিল-জুনে আদায় বেশি হয়। এবারে এই সময়টায় পুরো অর্থনীতি ছিল এক পায়ে দাঁড়িয়ে। তাই এনবিআর শত চেষ্টা করে মোট আদায় ২,৪০,০০০ কোটি টাকা থেকে আড়াই লাখ কোটি টাকার বেশি করতে পারবে বলে মনে হয় না। যদি ধরেও নিই আড়াই লাখ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হবে, তবুও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে তা প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার কম হবে। তাই রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নয়া বাজেটে রাখা হয়েছে প্রকৃত আদায় থেকে যা পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি হবে। নিঃসন্দেহে এটি সাহসী উদ্যোগ। আর সেই কারণেই নতুন বাজেটের ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রাও এতটা বড়ো রাখা হয়েছে। অবশ্য বাজেট ঘাটতিও বেশ খানিকটা বাড়িয়ে এই লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। বাজেট ঘাটতি আর একটু বাড়ালেও ক্ষতি ছিল না। কেননা, এই সময়টায় অর্থনীতি ঝিমিয়ে আছে। পণ্য বিকিকিনি কম। তেলের দাম তলানিতে। আমদানি পণ্যের পরিবহণ খরচ কম। তাই মূল্যস্ফীতির ভয়ও কম। চলতি অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি ৫.২ শতাংশ নিয়ে কেউ তেমন প্রশ্ন করছেন না। কেননা, এই অর্থবছরের প্রথম আট মাসে অর্থনীতি সচলই ছিল। শেষ চার মাসে চুপসে গেলেও গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এমনটিই হবার কথা। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির গতিময়তার ওপর ভর করেই অর্থনীতির সচলতা বজায় ছিল তা বললে ভুল হবে না। কবে টিকা মিলবে, কবে বিশ্ব বাণিজ্য আগের মতো চালু হবে, হলেও দ্রুত সব অনিশ্চয়তা কেটে যাবে কি-না এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও অনিশ্চিত, তাই জোর দিয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

বাজেট কিন্তু শেষ পর্যন্ত অঙ্কের মারপ্যাঁচ নয়। বাজেট সরকারের নীতি, কৌশল, উপলব্ধি, স্বপ্ন ও মনস্তত্ত্বেরও দলিল। গভীর সংকট থেকে উত্তরণের দলিল। সেই বিচারে কিন্তু এবারের বাজেটে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে যথার্থ বরাদ্দের চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের ৫.১% বা ২৯,২৪৬ কোটি টাকা (সংশোধিত বাজেটের ৫,৫৫৪ কোটি টাকা বেশি) বরাদ্দ দিয়ে সরকারের সদিচ্ছার প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া ১০ হাজার কোটি টাকার করোনা তহবিল থেকেও স্বাস্থ্য খাত সমর্থন পাবে বলে আমার বিশ্বাস। সামাজিক সুরক্ষাও এ থেকে সমর্থন পাবে। আগের সংশোধিত বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪.৯%। কৃষি খাতেও বরাদ্দ বেশ বেড়েছে। আগের ৪ শতাংশের কম থেকে ৫.৩ শতাংশ বরাদ্দ পেয়েছে কৃষি। সামাজিক সুরক্ষাতেও বরাদ্দ ৪.৯ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। করোনা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষা ও প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। সেজন্যই এই খাতে বরাদ্দ ১১.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৫.১ শতাংশ হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতেও বরাদ্দ বেড়েছে। নতুন বাস্তবতায় প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন নতুন জনশক্তি তৈরি এবং পুরোনোদের দক্ষতা প্রদান করে নয়া অর্থনীতি পরিচালনার জন্যেই তা করা হয়েছে। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ১১.২

শতাংশ বরাদ্দ দেখে হয়ত কেউ কেউ অবাক হয়েছেন। আমার মনে হয় এই খাতের মেগা প্রকল্পগুলো দ্রুত শেষ করে করোনা-উত্তর অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের জন্যে যে কানেকটিভিটি ও সাপ্লাই-চেইন পুনর্নির্মাণের দরকার হবে সেই কথা ভেবেই তা করা হয়েছে। বরাদ্দ যে অগ্রাধিকার পাবার মতো খাতেই দেওয়া হয়েছে সে কথা আর নতুন করে বলার দরকার নেই। প্রান্তজনের চোখে বরাদ্দের চেয়ে দুর্নীতিমুক্ত গুণমানের বাজেট বাস্তবায়নই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর ভালোভাবে বাজেট বাস্তবায়ন করতে হলে জাতীয় এবং স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শক্তিশালী ও সমন্বিত করার প্রয়োজন রয়েছে। ভারতের কেরালা রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় যে চোখ ধাঁধানো সাফল্য দেখতে পারছি তার পেছনে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর শক্ত অবস্থান। এ রাজ্যের শিক্ষার হার শতভাগ। স্বাস্থ্য বাজেট বিরাট অঙ্কের। একেবারে তৃণমূলের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোও জটিল রোগের চিকিৎসা দিতে পারে। স্থানীয় সরকার, শক্তিশালী ব্যক্তি খাতের হাসপাতালের সংখ্যাও বেশ। মানুষের সচেতনতা ও সংঘবদ্ধ আচরণ বাড়তি সামাজিক পুঁজি। রাজ্য সরকার, স্থানীয় সরকার, এনজিও ও কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানগুলো হাতে হাত রেখে কাজ করে। ব্যক্তি খাতের সামাজিক দায়বদ্ধতাও যথেষ্ট রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও সর্বদাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। এই অভিজ্ঞতার আলোকেই কোভিড মোকাবিলার জন্য আমাদের একটি সুসমন্বিত স্বাস্থ্যনীতি কৌশল এবং তা বাস্তবায়নে জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণসমৃদ্ধ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এই কৌশলের অধীনেই আমাদের কমিউনিটি হাসপাতাল, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা হাসপাতাল এবং বিভাগীয় পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, নানা ইনস্টিটিউটসহ একটি সুসমন্বিত জবাবদিহিমূলক স্বাস্থ্য কাঠামো গড়ে তোলার সুযোগ করে দিয়েছে চলমান মহামারি। সংকটকে সুযোগে পরিণত করার এই সময়টার সদ্ব্যবহার আমাদের করতেই হবে। স্বাস্থ্য খাতের খোল নলচে বদলে ফেলার এই সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। এখন থেকেই এ খাতের সক্ষমতা বাড়াতে মনোযোগী হতে হবে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বিত করে ব্যক্তি ও এনজিও খাতের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুক্ত করেই আমরা এ খাতের জাতীয় সক্ষমতা বাড়াতে পারি। স্বাস্থ্য খাত ছাড়াও কৃষি, সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের যুগোপযোগী উন্নয়নের জন্য বাজেট প্রস্তাবনাগুলোকে আরো দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা যায় কী করে সে বিষয়ে জনভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। বাজেট চলাকালে অনেক সৃজনশীল প্রস্তাব বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি গণমাধ্যমে ও সামাজিক মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। অর্থ মন্ত্রণালয় নিশ্চয় এসব আলাপ-আলোচনা খেয়াল করছে। প্রযুক্তির কল্যাণে এখন খুব সহজেই এসব প্রস্তাব এক জায়গায় করে নীতিনির্ধারকদের বিবেচনার জন্য সুবিন্যস্ত করা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটেই চলতি বাজেট পর্যালোচনাকে জনপ্রত্যাশার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখছি:

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে জুন জাতীয় সংসদে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট আলোচনায় সমাপনী বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

এক. আগে মানুষ বাঁচাতে হবে। বাজেটে দেওয়া স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ আরো বাড়িয়ে সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এরই অংশ হিসেবে একটি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি কৌশল গ্রহণ করা দরকার।

দুই. সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে স্বাস্থ্য খরচের পরিমাণ কমিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে।

তিন. নগরের দরিদ্রজনদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য স্থানীয় সরকার কাঠামোর উন্নয়ন ও নয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

চার. কোভিড-১৯ মোকাবিলায় 'টেস্টিং' কার্যক্রম আরো বেগবান ও উদ্ভাবনের সুযোগ রয়েছে (কালিহাতি উপজেলার ভ্রাম্যমাণ টেস্টিং পরিবহণ ও স্যাম্পল কালেকশনের উদাহরণ লক্ষ করুন)।

পাঁচ. সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম সুসমন্বিত করার জন্য দ্রুত একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা। চালু কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের সঙ্গে নতুন করে নগদ সহায়তা লাভকারী ব্যক্তিদের নাম যুক্ত করে একটা ডিজিটাল তথ্য ভাণ্ডার গড়তে পারলে যে-কোনো দুর্যোগেই দ্রুত সহযোগিতা পৌঁছানো সম্ভব হবে। বর্তমান চালু কর্মসূচিতে

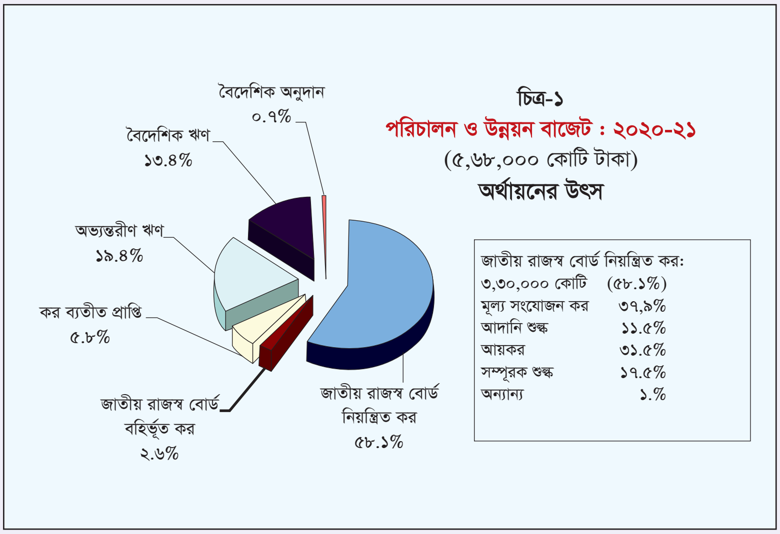

কারা সুবিধা পাচ্ছে তাদের নাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়মিত তার ওয়েবসাইটে/ফেইসবুকে প্রকাশ করবে। বিপর্যস্ত মানুষের জন্য নগদ সহায়তা মনে হয় আরো তিন মাস চালু রাখতে হবে।

ছয়. মায়ের হাসি প্রকল্পের আওতায় এক কোটি মাকে দেওয়া প্রণোদনা একশ টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচশ টাকা করা।

সাত. শিশুদের স্কুল টিফিন স্কুল বন্ধ থাকলেও চালু করা।

আট. প্রত্যেক শিশুকে সপ্তাহে অন্তত একটি করে সেদ্ধ ডিম প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া।

নয়. শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারনেট এখন অপরিহার্য বলে এই সেবার ওপর পাঁচ শতাংশ বিশেষ চার্জ তুলে নেওয়া হোক। ব্যাবসাবাণিজ্য, ই-কমার্সেও এই সেবা অপরিহার্য।

দশ. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য (যাদের প্রযোজ্য) শূন্য সুদে ল্যাপটপ, স্মার্ট ফোন, ট্যাব কেনার জন্য সুদে ভরতুকি দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেজন্য আলাদা তহবিল দিলে তারাই ব্যাংকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে। এক্ষেত্রে সিএসআর সংগ্রহের চেষ্টাও করা যেতে পারে।

এগারো. কৃষি খাতে প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন, ডিজিটাল মার্কেটিং সুবিধা এবং আধুনিকায়নের জন্য তহবিল বাড়ানো।

বারো. ফসলি কৃষির বাইরের কৃষি উপখাতে (পোলট্রি, মৎস্য এবং পানিসম্পদ) উপকরণ, প্রসেসিং, মার্কেটিং, পরিবহণ খাতে বাজেটারি সমর্থন প্রদান।

তেরো. ক্ষুদে ও মাঝারি খাতকে চাঙা রাখতে প্রণোদনা প্যাকেজগুলো বাস্তবায়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহী করতে আরো সস্তায় অর্থায়ন, ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করা এবং এমএফআইগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বের সুযোগ বৃদ্ধি করা। এজন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তার মনিটরিং তৎপরতা বাড়াতে হবে।

চৌদ্দ. রপ্তানি শিল্পের শ্রমিকদের জন্য অবিলম্বে সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা।

পনেরো. বাজেট প্রণয়ন ও মনিটরিং কার্যক্রমে জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ষোলো. আয়করের সর্বোচ্চ স্তরে ৩০ শতাংশ হার পুনরায় বহাল করে বাজেটকে সুষম করা দরকার।

সতেরো. কোভিড-উত্তর বাংলাদেশ যেন হয় আরো জলবায়ুবান্ধব। সেজন্য অর্থনীতিকে করতে হবে আরো সবুজ। রিনিউবেল এনার্জির ব্যবহার বাড়াতে রাজস্ব প্রণোদনা দিতে হবে। উপকূলের আবাসন হতে হবে ক্ষুদে আশ্রয়কেন্দ্র। জলবায়ু অভিঘাতে বিপর্যস্ত কৃষকের তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে অবিলম্বে।

আঠারো. প্রকৃতির অবকাঠামো সুন্দরবন, জলাভূমি, নদনদী, ম্যানগ্রোভ বন, পানির স্তর সংরক্ষণ করার জন্য বাড়তি বরাদ্দ দেবার প্রয়োজন রয়েছে।

উনিশ. অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে সরকারি ব্যয় কমানোর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। অনেক অদরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন পিছিয়ে দিয়েও খরচ কমানো সম্ভব।

সবশেষে প্রস্তাব করছি যে, এবার সংসদে যেহেতু বাজেট নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা সম্ভব হয়নি তাই গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে যেসব কথাবার্তা হচ্ছে সে সবই ভরসা। অর্থ মন্ত্রণালয় এসব জনবিতর্কের সারসংক্ষেপ তৈরি করবে। এসব প্রস্তাব জনপ্রত্যাশা সহায়ক হতে পারে। এই দুঃসময়ে জনগণের কথা বেশি মূল্য পাবে সেই প্রত্যাশাই করছি।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

শতবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফারিহা রেজা

শতবর্ষে পা দিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩০শে জুন ৯৯ বছর পূর্ণ হয়েছে ঐতিহ্যবাহী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বল্প পরিসরে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস’ উদ্‌যাপিত হয়। ১৯২১ সালের ১লা জুলাই স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের অন্যতম লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পরবর্তী সকল সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন– ‘শিক্ষা ও গবেষণা বিস্তার, মুক্তচিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ এবং সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নতুন ও মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২১ সালে আমাদের অস্তিত্বপ্রতিম এই প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ পূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীও একই বছর উদ্‌যাপিত হবে। তাই বছরটি হবে আমাদের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা, সম্মান, আবেগ, অনুভূতির সংশ্লেষে গৌরবদীপ্ত ও স্মৃতি ভাবুকতার বছর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল একটি বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখবার সুযোগ নেই বলে মনে করেন অনেকেই। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জাতির উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচন করার পাশাপাশি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে সব বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশেও এই জাতির যা কিছু অর্জন, তার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তবে এর ভিন্ন মতও রয়েছে। এখনো পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতি কেন্দ্রিক, প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারেনি আজও।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশের লক্ষ্যে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯১২ সালেয় ২রা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। এর মাত্র ৩ দিন আগে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, ধনবাড়ির নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং অন্যান্য মুসলিম নেতারা। ঐ বছরে ২৭শে মে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কমিটি গঠিত হয়। ব্যারিস্টার আর নাথানের নেতৃত্ব ডি আর কুলচার, ড. রাসবিহারী ঘোষ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব সিরাজুল ইসলাম, ঢাকার প্রভাবশালী আনন্দচন্দ্র রায়, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ডব্লিউ এ. টি. আর্চিবল্ড, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা মাদ্রাসার (বর্তমান কবি নজরুল সরকারি কলেজ) তত্ত্বাবধায়ক শামসুল উলামা আবু নসর মুহম্মদ ওয়াহেদ, মোহাম্মদ আলী (আলীগড়), প্রেসিডেন্সি কলেজের (কলকাতা) অধ্যক্ষ এইচ. এইচ. আর. জেমস, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক সি. ডব্লিউ. পিক এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সতীশ চন্দ্রআচার্য ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে ছিল নানা বাধা। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় নাথান কমিটির রিপোর্ট। ১৯১৭ সালে গঠিত স্যাডলার কমিশনও ইতিবাচক প্রস্তাব দিলে ১৯২০ সালের ১৩ই

কলা ভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ ভারতীয় আইনসভা পাস করে 'দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট, (অ্যাক্ট নং-১৩, ১৯২০)। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয় ১৯২১ সালের ১লা জুলাই। সে সময় ঢাকায় সবচেয়ে আভিজাত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত রমনা এলাকা প্রায় ৬০০ একর জমির ওপর পূর্ববঙ্গের ও আসাম প্রদেশ সরকারের পরিত্যাক্ত ভবনগুলো ও ঢাকা কলেজের (বর্তমান কার্জন হল) ভবনগুলোর সমন্বয়ে সবচেয়ে মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তিনটি অনুষদ ও বারোটি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু হয়। কলা, বিজ্ঞান ও আইন অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলো ছিল সংস্কৃত ও বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ, ফরাসি ও উর্দু, দর্শন, শিক্ষা, অর্থনীতি ও রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন গণিত এবং আইন বিভাগ।

প্রথম শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিভাগে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮৭৭ জন। শিক্ষক সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০ জন। যে সব প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা হলেন– হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এফ. সি. টার্নার, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জি. এইচ. ল্যাংলি, হরিদাস ভট্টাচার্য, ডব্লিউ এ জেনকিন্স, রমেশচন্দ্র মজুমদার, এ এফ রহমান, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অস্থিরতা ও দেশভাগের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা কিছুটা ব্যাহত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বা পরবর্তী সময়ের পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত প্রদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এ দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত হয় নতুন উদ্যমে। পূর্ব বাংলার ৫৫টি কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবার সুযোগ লাভ করে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৫টি নতুন অনুষদ, ১৬টি নতুন বিভাগ ও ৪টি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং পরবর্তী আন্দোলন ও সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। ফলে প্রাণ হারান বুদ্ধিজীবী শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রী।

আজকের গৌরবময় এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে কত না বিরোধিতার শিকার হয়েছে। অনেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে বঙ্গভঙ্গ রদের খেসারত হিসেবে দেখছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বিরোধিতা করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং রাজনীতিবিদ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। তৎকালীন ভাইসরয় হার্ডিঞ্জ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতার থেকে বিরত থাকার জন্য মূল্য জানতে চান। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ৪টি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির বিনিময়ে এই বিরোধিতা থেকে সরে আসার কথা জানান। কথাসাহিতিক ও প্রাবন্ধিক কুলদা রায় তাঁর আত্মস্মৃতিতে লেখেন– তিন ধরনের লোকজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। প্রথম শ্রেণি– পশ্চিমবঙ্গের একদল প্রতিষ্ঠিত মুসলমান, তারা মনে করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের কোনো লাভ হবে না। সুবিধা পাবে পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা। দ্বিতীয় শ্রেণি– পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় বুদ্ধিজীবীরা, যারা মনে করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মোট সরকারি বরাদ্দে বাজেট কমে যাবে এবং অর্থের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তৃতীয় শ্রেণি– পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়, যারা মনে করেছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত বাজেটও কমে যাবে।

কবি সুফিয়া কামাল হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শত বিরোধিতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শত গৌরবে, মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে আছে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩টি অনুষদ, ১৩টি ইনস্টিটিউট, ৮৪টি বিভাগ, ৬০টি ব্যুরো ও গবেষণা কেন্দ্র, এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৯টি আবাসিক হল, ৪টি হোস্টেল ও ১৩৮টি উপাদানকল্প কলেজ ও ইনস্টিটিউট রয়েছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪৬ হাজার ১৫০ জন। পাঠদান ও গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছে দুই হাজার আট জন শিক্ষক।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দিনের জন্য বাঙালি জাতির স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। ব্রিটিশ শাসকেরাও বিভিন্নভাবে বাঙালি মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ফলে জাতি হিসেবে বাঙালির উন্নতির ধারা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তবে এর পাশাপাশি বাঙালি সমাজের একটি অংশের শিক্ষিত হবার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এই শিক্ষিত সমাজই বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করে। বাঙালি জাতি ঐ সব উদ্যমী সাহসী মানুষদের কাছে আজ চিরঋণী।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ১১ই জুন ২০২০ জাতীয় সংসদে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল–পিআইডি

জাতীয় বাজেট ২০২০-২০২১ অর্থবছর

এম এ খালেক

জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট বড়ো ধরনের কোনো কাটছাঁট বা সংযোজন-বিয়োজন ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। এবারের বাজেটের শিরোনাম 'অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা'। মহামারি করোনা ভাইরাসের সংকট মোকাবিলায় মানুষের জীবন ও জীবিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে প্রণীত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট সম্পর্কে আশা করা হচ্ছে– এ বাজেটের সুফল পাবে দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিতে ফিরে আসবে নতুন গতি। এটা ছিল বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক তৃতীয় মেয়াদের দ্বিতীয় বাজেট। অর্থমন্ত্রী হিসেবে আ হ ম মুস্তফা কামালের ধারাবাহিক দ্বিতীয় বাজেট। পূর্ণাঙ্গ এবং সাময়িক মিলিয়ে এটা ছিল বাংলাদেশের ৫০তম বাজেট।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে ১১ই জুন ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন। ৩০শে জুন ২০২০ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশন বসে। অর্থমন্ত্রী নির্দিষ্টকরণ বিল উত্থাপন করলে তা পাসের জন্য ভোটে দেন স্পিকার। এ সময় তা কণ্ঠভোটে পাস করা হয়। এর মধ্য দিয়ে পাস হয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট। এরপর সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও সংসদ সদস্যগণ অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালকে অভিনন্দন জানান। ১লা জুলাই ২০২০ থেকে এ বাজেট কার্যকর হয়।

উল্লেখ্য, করোনা মহামারি সতর্কতায় এবারের বাজেট অধিবেশন সীমিত করা হয়েছিল। নিয়মিত ৫০ থেকে ৬০ জন সংসদ সদস্য অধিবেশনে অংশ নেন। এবারের মূল বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা হয়েছে মাত্র দুই দিন। এছাড়া সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনা হয়েছে এক দিন, যা সেদিনই পাস করা হয়। ১০ই জুন অধিবেশন শুরু হলেও ৩০শে জুন পর্যন্ত মাত্র সাত কার্যদিবস সংসদে চলে। এবার বাজেট অধিবেশন ছিল অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে ভিন্ন। এবারই সবচেয়ে কম সময়জুড়ে আলোচনা করে বাজেট পাস করা হয়।

এবার বাজেট উপস্থাপনেও ছিল ভিন্নধর্মী আয়োজন। প্রতিবছর অর্থমন্ত্রীকে তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে সংসদে বক্তব্য দিয়ে বাজেট উপস্থাপন করতে দেখা গেলেও এবার মাত্র ৫৭ মিনিটে বাজেট উপস্থাপন শেষ হয়। এর মধ্যে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল মাত্র ৬-৭ মিনিট। বাকি পুরো সময়টা ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাজেটের বিস্তারিত বিষয় তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা সব সময়ই চ্যালেঞ্জিং। তবে চলতি অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রণয়নের বিষয়টি ছিল আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং। প্রতিবছরই নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনে দেখা দেওয়া ভয়াবহ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে বিশ্ব অর্থনীতি এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় পার করছে। বিশ্বে একটি দেশও নেই যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে করোনা ভাইরাস দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কতদিন থাকবে তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে সরকারের নানামুখী তৎপরতার কারণে বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত এবং এতে মৃতের হার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় কিছুটা হলেও কম। করোনা মোকাবিলা করতে গিয়ে সব দেশকেই প্রাথমিকভাবে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে সরকারের বিশেষ উদ্যোগের ফলে ইতোমধ্যেই করোনা চিকিৎসা বিষয়ে স্থানীয় চিকিৎসাকর্মীরা অনেকটাই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। তবে এটা স্বীকার্য, করোনা সংক্রমণ জনিত কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিও মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান রয়েছে। উন্নয়নের সেই গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার বলেছেন, করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা এই সংকট কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হব। তিনি জীবনরক্ষার পাশাপাশি জীবিকারক্ষার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন। বাংলাদেশিরা বীরের জাতি। তারা স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিস্ময়কর নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বাঙালি হারতে জানে না। বাঙালি জাতি ফিনিক্স পাখির মতো ছাঁইভস্ম থেকে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে। বারবার এই প্রমাণ আমরা পেয়েছি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিষ্কার ভাষায় বলেন, করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে আমরা বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব।

বিশ্বব্যাংক বলেছে– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব অর্থনীতি আর কখনোই এতটা মন্দাবস্থার মধ্যে পতিত হয়নি। এ বছর বিশ্ব অর্থনীতি ৫ দশমিক ২ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে। অবশ্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে কিছুটা হলেও আশার বাণী শুনিয়েছে। তারা বলেছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ ৪ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে, যা হবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি। একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার মতে, ইউরোপের দেশগুলো কঠোরভাবে লকডাউন মেনে চলায় অন্তত ৩০ লাখ মানুষের জীবন বেঁচে গেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব জিডিপি প্রবৃদ্ধি এ বছর সাংঘাতিকভাবে কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল চীনের জিডিপি প্রবৃদ্ধি এ বছর অনেকটাই কমে যাবে। চীন প্রতিবছরই উচ্চ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। সেক্ষেত্রে তারা এ বছর জিডিপি প্রবৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক কোনো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২০-২১
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	২৭
জাতীয় সংসদ	৩৩৫
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩,৮৩৯
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২৫৮
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট	২২২
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১,৭১৭
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩,৩৩০
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	১০৪
অর্থ বিভাগ	১৫৬,০৭৮
বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	২৬৫
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩,০৯৪
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২,৩৭৯
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৫,৮৭৬
পরিকল্পনা বিভাগ	১,২৪৮
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১৪৮
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৩৮৩
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬১৯
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,৬৩৩
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৪,৮৪২
সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	৪১
আইন ও বিচার বিভাগ	১,৭৩৯
জননিরাপত্তা বিভাগ	২২,৬৫৮
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৪০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪,৯৩৭
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩৩,১১৮
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৭,৯৪৬
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২২,৮৮৩
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১,৪১৫
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৭,৯১৯
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩,৮৬০
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩৫০
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৬,৯৩৬
তথ্য মন্ত্রণালয়	১,০৩৯
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৭৯
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,৬৯৩
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১,৪৭৪
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৬,১০৩
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২,২৩৫
শিল্প মন্ত্রণালয়	১,৬১৪
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৬৪২
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৭১৪
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১,৯০৫
কৃষি মন্ত্রণালয়	১৫,৪৪২
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩,১৯৩
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১,২৪৬
ভূমি মন্ত্রণালয়	২,০১৪
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৮,০৮৯
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬,০৪৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৯,৮৩৬
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২৯,৪৪২
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৬,৩৩৮
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	৪,০০০
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩,৬৮৮
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৩,১৪০
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,২৩৫
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৪,৮৫৩
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪,৫০৫
দুর্নীতি দমন কমিশন	১৫০
সেতু বিভাগ	৭,৯৭৯
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৮,৩৪৫
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৩,৮৫৮
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৬,৩৬২
সর্বমোট	**৫৬৮,০০০**

করেনি। গত অর্থবছরে সরকারি হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো রেকর্ড ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল।

অর্থমন্ত্রী এবার বাজেট উপস্থাপনকালে জাতিকে আশার বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় প্রণীত আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের হাত ধরেই বাংলাদেশ হয়ত অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে পূর্বের উন্নয়নের ধারায় ফিরে আসবে। তিনি আরো বলেন, বাজেট কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক ভিত্তি রচনা করবে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ চলতি অর্থবছরের বাজেটকে দুঃসময়ে আশাবাদী বাজেট বলে আখ্যায়িত করেন। অনেকেই বাজেটের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ মুহূর্তে এর চেয়ে ভালো বাজেট কীভাবে প্রণীত হতে পারে তা নিয়ে তারা কিছু বলতে পারেননি। আসলে সমালোচনা করা যত সহজ মাঠে বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবিলা করে কার্য সম্পাদন করা ততটাই কঠিন। করোনা ভাইরাস সংকটকালে অর্থমন্ত্রী জাতীয় বাজেটে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য ৮ দশমিক ২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে যে বাজেট পেশ করেন তাতে মূল্যস্ফীতির হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ২ শতাংশ অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্ণিত সময়ে বাংলাদেশের জিডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ৩১ লাখ ৭৮ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, জনগণের বার্ষিক গড় মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২২৬ মার্কিন ডলার সমতুল্য ১ লাখ ৮৯ হাজার ২১০ টাকা, যা এযাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ।

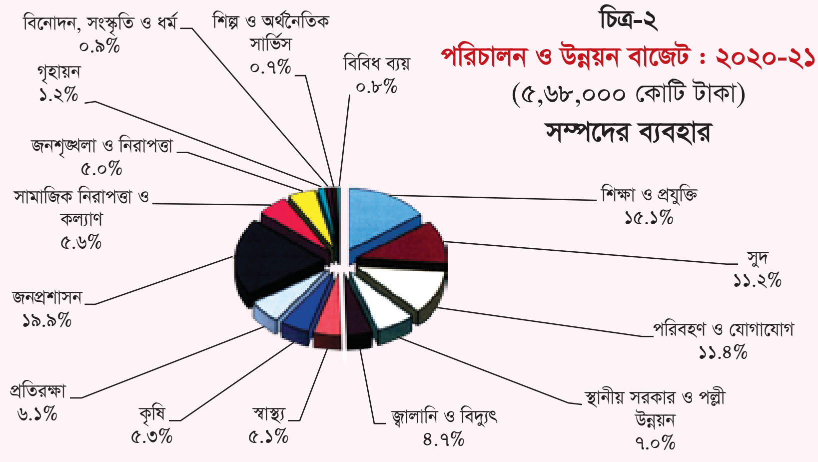

চিত্র-২
পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট : ২০২০-২১
(৫,৬৮,০০০ কোটি টাকা)
সম্পদের ব্যবহার

খাতভিত্তিক সম্পদ বিভাজন (ভরতুকি ও প্রণোদনা এবং পেনশনসহ)

বঙ্গবন্ধু দেশের জন্য কল্যাণ অর্থনীতি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করেছিলেন। গ্রামের মানুষ যাতে সহজে এবং শহরের মানুষের চেয়ে তুলনামূলক কম সুদে ব্যাংক ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ পুনরায় গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ইউরোপ এবং কোনো কোনো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিতে কল্যাণ অর্থনীতির দেখা পাওয়া যায়। বর্তমান সরকার গ্রাম ও শহরের দরিদ্র মানুষের কল্যাণে অনেক ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বলয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এসব কল্যাণমূলক আর্থিক পদক্ষেপের সুফল ইতোমধ্যেই দেশের মানুষ পেতে শুরু করেছেন। গ্রামীণ অর্থনীতি আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে চাঙা রয়েছে। কিন্তু এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র প্রত্যক্ষ করা গেছে। করোনা সংকট সৃষ্টির পর শহরের মানুষের মধ্যে গ্রামে ফিরে যাবার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। কয়েক বছর আগে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। আগে যেখানে দেশটির ১২ শতাংশ পরিবার কার্যকর মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল এখন তা ২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যারা প্রবাসী বাংলাদেশি আছেন তাদের প্রায় ৯০ শতাংশই গ্রামীণ জনপদের মানুষ। বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিটেন্স প্রেরণের হার গত অর্থবছরেও ব্যাপক হারে বেড়েছে। জুন মাসে মোট ১৮৩ কোটি মার্কিন ডলার রেমিটেন্স দেশে এসেছে। কোনো একক মাসে এটাই সর্বোচ্চ রেমিটেন্স আহরণ। সদ্য সমাপ্ত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রায় এক হাজার ৮২০ কোটি ৩০ লাখ (১৮.২০৩ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার রেমিটেন্স আহরণ করে। রেমিটেন্স আহরণে এই বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে যে কারণটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে তা হলো, সদ্য সমাপ্ত অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবাসী আয়ের ওপর ২ শতাংশ নগদ আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে। আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের কারণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে হুন্ডির মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণের প্রবণতা কমে গেছে। তারা এখন ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ করছেন।

চলতি অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রণীত হয়েছে তার আকার বা আয়তন হচ্ছে ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। গত ৪৯ বছরে জাতীয় বাজেটের আকার বেড়েছে ৭২৩ গুণ। চলতি অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে তা নানা কারণেই উল্লেখের দাবি রাখে। বিশেষ করে করোনা পরিস্থিতিতে প্রণীত এই বাজেট নিয়ে সাধারণ মানুষের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। অর্থমন্ত্রী চেষ্টা করেছেন গণপ্রত্যাশা যতটা সম্ভব পূরণ করতে। যদি করোনা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হয় তাহলে বাজেটে গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী নিজেও এই বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। বাজেটে মোট ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ সার্বিক ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। গত অর্থবছরের (২০১৯-২০২০) জন্য প্রণীত মূল বাজেটের আয়তন ছিল ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। যদিও সংশোধিত বাজেটে এর পরিমাণ কিছুটা হ্রাস করে ৫ লাখ ১ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরের জন্য প্রণীত বাজেটের আকার সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরের মূল বাজেটের তুলনায় ৪৪ হাজার ৮১০ কোটি টাকা

জাতীয় বাজেট ২০২০-২০২১

বাজেট	৫০তম
বাজেট ঘোষণা	১১ই জুন ২০২০
বাজেট ঘোষক	অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল
বাজেট পাস	৩০শে জুন ২০২০
বাজেট কার্যকর	১লা জুলাই ২০২০ থেকে
মোট বাজেট	৫,৬৮,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৭.৯১%)
সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ)	৩,৮২,০১৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.০৪%; বাজেটের ৬৭.২৬%)
রাজস্ব আয়	৩,৭৮,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৯২%; বাজেটের ৬৬.৫৫%)
বৈদেশিক অনুদান	৪,০১৩ কোটি টাকা (জিপিপি'র ০.১৩%; বাজেটের ০.৭১%)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	২,০৫,১৪৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৪৭%; বাজেটের ৩৬.১২%)
মোট ব্যয়	৫,৬৮,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৭.৯১%) ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে পরিচালন ব্যয় (আবর্তক ও মূলধন ব্যয়), খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম (নিট) এবং উন্নয়ন ব্যয়।
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	১,৮৫,৯৮৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৪৭% ও বাজেটের ৩২.৭৫%
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	১,৯০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.০% ও বাজেটের ৩৩.৪৮%)
অর্থসংস্থান	১,৮৫,৯৮৭ কোটি টাকা।
বৈদেশিক ঋণ (নিট)	৭৬,০০৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৪০% ও বাজেটের ১৩.৩৮%)
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১,০৯,৯৮৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৪৭% ও বাজেটের ১৯.৩৭%)
মোট জিডিপি	৩১,৭১,৮০০ কোটি টাকা
অনুমিত বিষয়	জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৮.২%
মূল্যস্ফীতি	৫.৪%

এবং সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৬৬ হাজার ৪২৩ কোটি টাকা বেশি। চলতি অর্থবছরের বাজেটের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এতে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

বাজেটে মোট আয় দেখানো হয়েছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। যেসব খাত থেকে এই অর্থ আসবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– মূল্য সংযোজন কর ১ লাখ ২৫ হাজার ১৬২ কোটি টাকা, আয়কর ও মুনাফা ১ লাখ ৩ হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা, সম্পূরক শুল্ক ৫৭ হাজার ৮১৫ কোটি টাকা, আমদানি শুল্ক ৩৭ হাজার ৮০৭ কোটি টাকা, এনবিআর এর বাইরে থেকে আসবে ১৫ হাজার কোটি টাকা, কর ব্যতীত অন্যান্য সূত্র থেকে আসবে ৩৩ হাজার কোটি টাকা।

বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করা হবে, যার পরিমাণ ৮৫ হাজার ৭৬০ কোটি টাকা। অন্যান্য খাতের মধ্যে বিভিন্ন সেক্টরে ভরতুকি ও প্রণোদনা বাবদ ব্যয় হবে ৩৮ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা, প্রতিরক্ষা সেক্টরে ৩০ হাজার ৮৯৯ কোটি টাকা, কৃষি খাতে ২০ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য খাতে ২৯ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ২৬ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকা, যোগাযোগ ও পরিবহণ ৬৩ হাজার ৪২৩ কোটি টাকা, সামাজিক নিরাপত্তায় ২৬ হাজার ৭৪২ কোটি টাকা, স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন ৩৯ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা।

বাজেটে প্রাক্কলিত ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতির মধ্যে স্থানীয় ব্যাংকিং সেক্টর থেকে ৮৪ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা, বিদেশি ব্যাংক থেকে ২৫ হাজার ৩ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া বিদেশি অন্যান্য উৎস থেকে ৭৬ হাজার ৪ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হবে। বিদেশি অনুদান পাওয়া যাবে ৪ হাজার ১৩ কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যক্তি খাতে আয়কর মুক্ত সীমা ৩ লাখ টাকা এবং মহিলা ও বয়স্ক লোকদের জন্য এটা সাড়ে তিন লাখ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

করোনা মোকাবিলায় ১০ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্য খাতে আরো অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

করপোরেট ট্যাক্সের হার আড়াই শতাংশ কমানো হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে নতুন করে ৫ লাখ মানুষকে করের আওতায় আনা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যদি তাদের নির্ধারিত কর আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চায় তাহলে তাদেরকে চলতি অর্থবছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি কর আদায় করতে হবে। উচ্চ হারে ট্যাক্স ধার্য করার চেয়ে ট্যাক্সের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করা যেতে পারে। কর আদায় ব্যবস্থাকে অধিকতর স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করা প্রয়োজন।

বাজেটে কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমাদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, কালো টাকা তৈরির উৎসগুলো বন্ধ করতে না পারলে অভ্যন্তরীণভাবে কালো টাকা সাদা করার সুযোগদানের কোনো বিকল্প নেই।

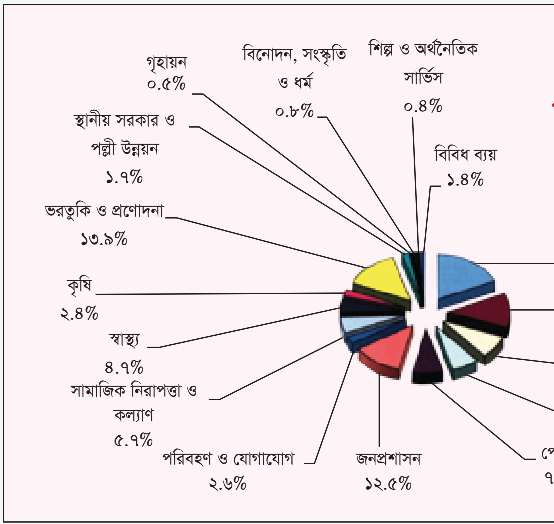

চিত্র-৩
পরিচালন বাজেট : ২০২০-২১
(৩,৫২,৯৫৭ কোটি টাকা)
খাতওয়ারি বরাদ্দ বিভাজন

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক এক চেয়ারম্যান বলেছেন, আমরা সাধারণভাবে যাকে কালো টাকা বলে থাকি তার সবই কিন্তু কালো টাকা নয়। কালো টাকা দুই প্রকারের। প্রথমত, কালো টাকা হচ্ছে সেই অর্থ যা অবৈধভাবে উপার্জিত এবং দেশের ট্যাক্স নেটওয়ার্কের বাইরে থাকে। আর এক শ্রেণির টাকা আছে যাকে অর্থনীতির ভাষায় অপ্রদর্শিত অর্থ বলা হয়। অপ্রদর্শিত অর্থ হচ্ছে সেই অর্থ যা বৈধভাবে উপার্জিত কিন্তু ট্যাক্স নেটওয়ার্কের বাইরে থাকে। কালো টাকার মালিকগণ দুটি অপরাধ করে থাকেন। তারা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করেন এবং দেশের প্রচলিত আইনে ট্যাক্স প্রদান করেন না। আর অপ্রদর্শিত অর্থের মালিকগণ একটি অপরাধ করেন। তারা বৈধভাবে অর্থ উপার্জন করেন কিন্তু দেশের প্রচলিত আইনে ট্যাক্স প্রদান করেন না। অতীতে অনেকবারই অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সরকার কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দানের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে কালো টাকা যাতে সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দেশে বর্তমানে ৭০ লাখ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা আছেন যাদের বেশিরভাগই করোনা সংক্রমণ জনিত কারণে মারাত্মক সমস্যায় আছেন। এদের জন্য কিছু আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মতো স্বল্প পুঁজির জনসংখ্যাবহুল একটি দেশের দ্রুত এবং সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। সরকার এসএমই খাতের সুষম বিকাশের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাগণ যাতে এ খাতে বেশি পরিমাণে অবদান রাখতে পারে সে ব্যবস্থা করেছে। গত বছর বাংলাদেশ ব্যাংক এক সার্কুলারের মাধ্যমে এসএমই খাতের সংজ্ঞায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের নতুন সার্কুলারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে এসএমই খাতের আওতাভুক্ত করে এই খাতের নতুন নামকরণ করেছে কটেজ, মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টরপ্রাইজ সেক্টর (সিএমএসএমই)। এসএমই শিল্পের সংজ্ঞায় এই পরিবর্তনের ফলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পও এখন থেকে এসএমই খাতের সুযোগ-সুবিধা পাবে। এছাড়া সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বৈঠকে এসএমই উদ্যোক্তাদের বিনা জামানতে ব্যাংক ঋণ প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাগণ লাভবান হবেন। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করে উন্নয়নের চাকা সচল করতে হলে এসএমই খাতে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপের কোনো বিকল্প নেই।

আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী একটি দেশের মোট জিডিপি'র অন্তত ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়ার কথা। এই মান অনুযায়ী, আমাদের দেশের শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ এখনো অনেক কম। সরকার প্রতিবছরই চেষ্টা করছে এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য। প্রতিবছরই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করা হবে, যার পরিমাণ ৮৫ হাজার ৭৬০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষার হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে বেশ সফলতা অর্জন করেছে।

এ অর্থবছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রবৃদ্ধির জন্য যেসব সূচক প্রভাবক হিসেবে কাজ করে তার প্রতিটিই বর্তমানে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। পণ্য ও সেবা রপ্তানি, জনশক্তি রপ্তানি, ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ, স্থানীয় উৎপাদন কার্যক্রম ইত্যাদি প্রতিটি খাতই বর্তমানে বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

কৃষি উৎপাদন এ বছরও ভালো হয়েছে এবং আগামীতে এটা অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। আর কৃষি খাতে উৎপাদন ভালো হলেও তা উচ্চ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অনেকটাই অবদান রাখতে পারবে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশ করোনা বিপর্যয়ের মধ্যেও তার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে।

ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ এমনিতেই কাঙ্ক্ষিত মাত্রার চেয়ে অনেক কম। বর্তমানে জিডিপি'তে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের অবদান ২৩ শতাংশের নিচে। প্রতিবছরই দেশের অর্থনীতির আকার বড়ো হচ্ছে। জিডিপি'র আকার বাড়ছে, সেইসঙ্গে বাড়ছে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ২৮ শতাংশ। আগামীতে দেশের অর্থনীতিকে দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হলে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। ব্যক্তি পর্যায়ে উৎপাদনশীল সেক্টরে বিনিয়োগ বাড়ানো না গেলে বেকার সমস্যা সমাধান করা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই সরকার ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাক সেক্টরের অবদান প্রায় ৯০ শতাংশের মতো। তৈরি পোশাক সামগ্রীর ৬০ শতাংশই যায় ইউরোপীয় ইউনিয়নে। এটা সম্ভব হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বাংলাদেশকে দেওয়া জিএসপি সুবিধার কারণে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভিয়েতনাম তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিযোগী। তারা এতদিন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে জিএসপি সুবিধা পেত না। সম্প্রতি স্বাক্ষরিত এক চুক্তির আওতায় এখন থেকে ভিয়েতনাম ইউরোপীয় ইউনিয়ন

থেকে জিএসপি সুবিধা পাবে। ফলে তারা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করবে। আগামীতে পণ্য রপ্তানির উর্ধ্বগতি ধরে রাখতে হলে আমাদের নতুন নতুন রপ্তানি অঞ্চল খুঁজে বের করতে হবে। এছাড়া অধিক স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর পণ্য উৎপাদনের ওপর জোর দিতে হবে।

আগামীতে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অগ্রগতি ধরে রাখাটাই হবে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। কারণ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে দেশের প্রতিটি উৎপাদন সেক্টর বর্তমানে স্থবির হয়ে আছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের শীর্ষ বাণিজ্যিক অংশীদার চীনের নিকট থেকে একটি বড়ো ধরনের সুসংবাদ এসেছে। অনেক দিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে চীন তার বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত অবাধ রপ্তানি সুবিধা দিতে চলেছে। ১লা জুলাই ২০২০ থেকে এই শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা কার্যকর হয়েছে। চীন বাংলাদেশকে একটি চমৎকার বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে চীন বাংলাদেশকে সর্বাধিক বাণিজ্য সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের মর্যাদা দিয়েছে। এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ রপ্তানি বাণিজ্য চাঙা করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশ চীনে রপ্তানিকৃত ৯৭ শতাংশ পণ্যের ওপর শুল্ক ছাড় পাবে। এতে মোট ৫ হাজার ১৬১টি দেশীয় পণ্য বিনা শুল্কে চীনের বাজারে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে চীন থেকে। বাংলাদেশ চীন থেকে প্রতিবছর যে বিপুল সংখ্যক পণ্য আমদানি করে সে তুলনায় খুব সামান্য পরিমাণ পণ্য চীনে রপ্তানি করে। ফলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক ভারসাম্য বরাবরই চীনের অনুকূলে রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ মাত্র ৮৩ কোটি ১২ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য চীনে রপ্তানি করে। অথচ ঐ বছর বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার।

গত অর্থবছরে বাংলাদেশ যে ৪ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেছিল তার মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩২ হাজার ৬৮ কোটি মার্কিন ডলার। চীন কর্তৃক বাংলাদেশকে দেওয়া শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দেশটিতে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বেশির ভাগ কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। ক্যাপিটাল মেশিনারিও আমদানির মাধ্যমেই জোগান দেওয়া হয়। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প কার্যত পরনির্ভর একটি খাত। ফলে এই খাতে অর্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার একটি বড়ো অংশই পুনরায় বিদেশে চলে যায়। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৬০ থেকে ৬৪ শতাংশ জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করে। অবশিষ্ট অর্থ কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানিতে চলে যায়। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হচ্ছে সীমিত সংখ্যক দেশ ও সামান্য পরিমাণ পণ্যের ওপর নির্ভর করে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টিকে থাকার চেষ্টা করছি। আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মূলত তৈরি পোশাক নির্ভর। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমৃদ্ধির পেছনে মূল ভূমিকা পালন করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেওয়া জিএসপি সুবিধা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া কোটা সুবিধা।

বাজেটে ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। এই ঘাটতির মধ্যে ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ নেবে ৮৪ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা। এটা গত অর্থবছরের (২০১৯-২০২০) সংশোধিত বাজেটের চেয়ে আড়াই হাজার কোটি টাকা বেশি।

করোনা ভাইরাস দুর্যোগকালেও দেশের অর্থনীতির জন্য একটি উৎসাহব্যাঞ্জক খবর নিয়ে এসেছে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের রেকর্ড। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, রিজার্ভের পরিমাণ ৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সংরক্ষণ করছে তা দিয়ে দেশের থেকে ৯ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। স্ফীত বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ একটি দেশের মর্যাদার প্রতীকও বটে।

বাজেটের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক

এবারের বাজেটে বেশ কিছু ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য ৭টি খাতে ১০ বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এসব খাতে বিনিয়োগ করলে প্রথম ২ বছর কোনো কর প্রদান করতে হবে না। পরবর্তী ৮ বছর হ্রাসকৃত হারে কর প্রদানের সুবিধা থাকবে। কর অবকাশ সুবিধাপ্রাপ্ত খাতগুলো হচ্ছে– তৈরি পোশাক খাতের জন্য ম্যান মেইড ফাইবার, গাড়ির যন্ত্রাংশ উৎপাদন, চতুর্থ বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অটোমেশন-রোবোটিকস ডিজাইনসহ এ ধরনের যন্ত্রাংশ উৎপাদন ইত্যাদি।

বাংলাদেশের কৃষি খাত আগামীতে দেশের অর্থনীতিতে আরো বেশি হারে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে চলতি অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতের জন্য ২৯ হাজার ৯৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত অর্থবছরে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৭ হাজার ২৩ কোটি টাকা। কৃষি খাতে ভরতুকির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য ৩ হাজার ১৯৮ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে বলেন, আগামীতে দেশে একটি শক্তিশালী বন্ড মার্কেট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এজন্য উৎসে কর সমন্বয় করা হবে। চলতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা বাড়ানো হবে। ৫ লাখ মানুষকে নতুন করে বয়স্ক ভাতার আওতায় নিয়ে আসা হবে। নতুন করে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতার আওতায় আসবে সাড়ে তিন লাখ মানুষ। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৮ লাখে উন্নীত করা হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ওভার ইনভয়েসিং এবং আন্ডার ইনভয়েসিং ধরা পড়লে তার উপর ৫০ শতাংশ হারে জরিমানা করা হবে। অর্থমন্ত্রী মুদ্রা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ভাষণে বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে অন্তত ২২ হাজার ইতোমধ্যেই দেশে ফিরে এসেছেন। স্থানীয়ভাবে এদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বিশেষ করে তারা যাতে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হবে। একইসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যেসব দেশে বাংলাদেশি শ্রমিকরা কাজ করেন তাদের যাতে দেশে ফেরত পাঠানো না হয়– সে বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে।

বিশেষ করে এমন এক দুর্যোগময় মুহূর্তে এর চেয়ে ভালো বাজেট আশা করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। দেশের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বাজেটকে অভিনন্দিত করা হয়েছে। আগামী ২/১ মাসের মধ্যে যদি করোনা সংক্রমণ কমে আসে তাহলে এই বাজেট দিয়েই অর্থনীতির চাকা সচল করা সম্ভব।

লেখক: বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার ও অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে এপ্রিল ২০১৮ অস্ট্রেলিয়ার সিডনি আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'গ্লোবাল উইমেন সামিট'-এর প্রেসিডেন্ট Irene Natividad-এর কাছ থেকে 'গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করছেন–পিআইডি

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন: বহির্বিশ্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা

রেহানা শাহনাজ

বর্তমান সরকারের নানামুখী উদ্যোগে বাংলাদেশের নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে। নারী আজ ঘরে বাইরে মত প্রকাশের অধিকার রাখছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী সিদ্ধান্তে এক দশকে নারীর ক্ষমতায়নে বহির্বিশ্বে আজ ঈর্ষণীয় অবস্থান বাংলাদেশের। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এই তিনটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে সরকারের কার্যকরী ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠে। বর্তমান সরকার নারীর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন করতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে। সরাসরি নির্বাচনেও অন্যান্য দেশের সংসদের চেয়ে বাংলাদেশের সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বেশি। ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৯৯৬ সালে আইন পরিবর্তন করে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো হয়েছে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ১২ হাজার নারী প্রতিনিধিত্ব করছেন। ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন ৫০০ জন। তৃণমূল পর্যায়ে বড়ো ধরনের ক্ষমতায়ন হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের নারীরা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, সচিব, অতিরিক্ত সচিবসহ প্রশাসনিক পর্যায়েও দায়িত্ব পালন করছেন। জাতীয় সংসদে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদ– সংসদ নেতা, উপনেতা, বিরোধী দলের নেতার পদে রয়েছেন নারী। শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীর অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। উচ্চশিক্ষায় নারী এগিয়ে আছে। নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়ায় শ্রমবাজারের প্রবেশ করছে

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংসদ ভবনের শপথকক্ষে মহিলা আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান-পিআইডি

নারী। কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী আজ নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। সরকারি নানামুখী উদ্যোগই নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করছে। সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর বড়ো অংশ জুড়ে আছে নারীর সুরক্ষা। আইন পরিবর্তন করে নারীর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রকাশিত বৈশ্বিক লিঙ্গ বিভাজন সূচক (গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স) ২০১৮ অনুযায়ী বিশ্বে লিঙ্গ বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। এমনটি সম্ভব হয়েছে অর্থনৈতিক সুবিধা ও সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায়। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর *ভারত উন্নয়ন ও বঞ্চনা* (২০১৫ সালে প্রকাশিত) বইতে লিখেছেন ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি অনেক বেশি। বাংলাদেশে ৫৭ শতাংশ নারী কর্মজীবী। ভারতে এর হার মাত্র ২৯ শতাংশ। তিনি তার বইতে লেখেন নারীর ক্ষমতায়নে ও শিক্ষায় বাংলাদেশ এগিয়ে। সাউথ এশিয়া উইমেন শেখ হাসিনাকে 'লাইফ টাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করেন। তিনি স্বাস্থ্য খাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষ অবদানের জন্য 'সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক উদ্যোগে বিশেষ অবদানের জন্য 'গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ' পেয়েছেন।

বর্তমান সরকার নারীদের অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করতে কোনো জামানত ছাড়াই ২৫ হাজার টাকা এসএমই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। নারী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ ব্যাংক ও এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে ১০ শতাংশ হারে ঋণ নিতে পারছেন। স্কুল, কলেজে মেয়েদের উপবৃত্তি দেওয়ার মাধ্যমে নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই প্রদান করায় অভিভাবকদের নারী শিক্ষা বিমুখতা ঘুচেছে। নিয়োগ বিধিমালা পরিবর্তন করায় নারীর অংশগ্রহণ সবক্ষেত্রেই বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সদিচ্ছায় প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। আর্থিকভাবে সক্ষম হওয়ায় বাল্যবিয়ে রুখতে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এক সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নারী নিয়োগ দিলে অনেক সংসদ সদস্য আপত্তি জানাতেন। নারী ইউএনও অনেকেই মানতে পারতেন না। এখন সে যুগের অবসান হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ২০১২ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন, ২০১২। নারীর সুরক্ষার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। হিন্দু নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। অনেক ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নারীদের এগিয়ে নিতে সহায়তা করছে শেখ হাসিনার সরকার।

লেখক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

প্রকৃতি সংরক্ষণে সরকারের সাফল্য

সুস্মিতা চৌধুরী

প্রকৃতি সংরক্ষণ বলতে বুঝায় নৈসর্গিক বস্তুর সংরক্ষণ, যা মানুষের পক্ষে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ব্যাপক বিশ্লেষণধর্মী। তবে সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি বা যেসব উপাদান বা বস্তুসম্ভার অবলোকন করি এবং যা প্রকৃতির সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্ক ও সহাবস্থানসহ আমাদের ভালো-মন্দ ও সুখ-দুঃখের ওপর কর্তৃত্ব করে, তাই আমাদের পরিবেশ। বনভূমি ও বন্য পশুপাখি প্রকৃতির শোভাবর্ধক।

প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের অস্তিত্ব। সেই অস্তিত্ব রক্ষাই মানুষ প্রকৃতি সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়ে উঠছে। পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার জন্য আন্তর্জাতিক বন দিবস, বিশ্ব জীববৈচিত্র্য দিবস, আন্তর্জাতিক নেচার সামিট, বাঘ দিবস, পরিবেশ দিবস, ব্যাঙ সংরক্ষণ দিবস, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবস হিসেবে পালিত করা হয়ে থাকে এবং বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন, ধরিত্রী সম্মেলন করা হয়। ২৮শে জুলাই 'বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস'। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ দিবসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এ দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়।

প্রতিবছর শীতকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে। এসব পাখি সমৃদ্ধ করছে এদেশের জীববৈচিত্র্যের ভাণ্ডার। অনিন্দ্য সুন্দর এ পাখিগুলো আমাদের প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে এসব পাখি হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের দেশে আসে। পাখিরা ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, মাটিকে উর্বর করাসহ জলজ পরিবেশকে সুন্দর রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা এবং আমাদের মতো কৃষিভিত্তিক দেশে ফসলের ক্ষতিকর পোকা দমনে উভচর প্রাণী ব্যাঙেরও গুরুত্ব রয়েছে। ব্যাঙ যেমন ক্ষতিকর পোকা দমন করে, সেই সাথে ব্যাঙ থেকে মানুষের জন্য অনেক ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে। জীববিজ্ঞানীদের মতে, ব্যাঙ ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতেও সক্ষম।

আমাদের জাতীয় বন সুন্দরবনকে ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। বলা হয়ে থাকে, 'করলে রক্ষা সবুজ বন, থাকবে পানি, বাঁচবে জীবন'। দেশের মোট আয়তনের মাত্র ১৭ ভাগ বনাঞ্চল। আমাদের বনাঞ্চলগুলো প্রাকৃতিক সম্পদের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিটি বনেই রয়েছে বন্যপ্রাণী ও অন্যান্য সম্পদ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি বন ও বনজ সম্পদের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে এদেশের কোটি মানুষ। সুন্দরবনের সম্পদের ওপর সরাসরি নির্ভর করে জীবিকানির্বাহ করছে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ।

বন ও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের জীবন ও জীবিকার যেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, তেমনি বন রক্ষার সঙ্গে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশ্বব্যাপী নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংসের পাশাপাশি শিল্পোন্নত দেশগুলো কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের মাধ্যমে অবাধে কার্বন নিঃসরণের ফলে শুধু জলবায়ু পরিবর্তনই হয়নি, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বন ও বন্যপ্রাণী হুমকির মুখে পড়েছে। বন হুমকির মুখে পড়ায় বন্যপ্রাণী বিশেষ করে হাতি, বাঘসহ অনেক প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তির হুমকির মুখে পড়েছে। পাশাপাশি শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে একের পর এক প্রাকৃতিক বনাঞ্চল উজাড় করায় ক্রমশ

মুজিববর্ষ উপলক্ষে এক কোটি গাছ রোপণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী এক কোটি গাছের চারা রোপণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই জুলাই গণভবনে একটি তেঁতুল গাছ, একটি ছাতিয়ান গাছ ও একটি চালতা গাছের চারা রোপণ করার মাধ্যমে এ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। এর আগে ১২ই জুলাই মুজিববর্ষ উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়ে এক অনলাইন সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন জানান, ১৬ই জুলাই থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ মৌসুমে সুবিধাজনক সময়ে দেশের ৪৯২টি উপজেলার প্রতিটিতে ২০ হাজার ৩২৫টি করে গাছের চারা রোপণ করা হবে। তিনি জানান, জাতির পিতা এদেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় মুজিববর্ষে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশীয় ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণের কর্মসূচিতে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি থাকবে ফলজ গাছ।

এ মহতী কর্মসূচি সফল করার জন্য সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা কামনা করেছেন পরিবেশ মন্ত্রী। প্রতিটি গাছ রোপণের পর নিয়মিত খোঁজখবর রাখা এবং যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন মন্ত্রী।

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে সার্বিকভাবে কৃষি বিশেষ করে ধানসহ পানিনির্ভর কৃষির রোপণ প্রক্রিয়া এবং উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ফলে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সমগ্র বিশ্বের পরিবেশের ধারণাকে একটি জায়গায় নিয়ে এসেছে সেটা হলো টেকসই উন্নয়ন।

শহরেও প্রকৃতির ছোঁয়া

বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি সংরক্ষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় হচ্ছে প্রায় ৭০০ কোটি মানুষ এবং মানুষের ভোগ। পৃথিবীতে এমন কোনো সমস্যা নেই, যার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান মানুষের সম্পৃক্ততা নেই। গত ৫০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৩২০ কোটি থেকে ৭০০ কোটি হয়েছে। প্রকৃতি সংরক্ষণের ব্যাপারে এই বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াবে এক হাজার কোটি বা তারও বেশি। এই সংখ্যা বৃদ্ধির বিশাল প্রভাব পড়বে প্রকৃতির ওপর। জনসংখ্যা প্রতিরোধ করা খুব সহজ নয়। তবে প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

বর্তমান সরকার প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ জারি করেছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন' নামে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। নদীদূষণ রোধসহ নদীগুলোর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২০০৯ সালে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান' বা জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। যার অধীনে ৪৪০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতীয় বাজেটের ৬-৭ শতাংশ ব্যয় করা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায়। ডিসেম্বর ২০১৫ সালে 'ইউনাইটেড নেশন ফ্রেইমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ'-এর ২১তম সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি সর্বোচ্চ ২ ডিগ্রির অনেক নিচে, সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ধরে রাখার লক্ষ্যে 'প্যারিস চুক্তি' গৃহীত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় দেশের সকল সিটি করপোরেশনসহ পৌরসভাসমূহের জৈব আবর্জনা থেকে গ্রিন হাউজ গ্যাস উদ্‌গিরণ হ্রাসের লক্ষ্যে প্রোগ্রামেটিক সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পরিবেশসম্মতভাবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার 3R (Reduce, Reuse & Recycle) স্ট্রাটেজি এবং কঠিন আবর্জনা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ রোধের জন্য বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৪৬.০৪৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ (পরিবেশ অধিদপ্তর অঙ্গ) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সরকারি নির্দেশনায় পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে দেশের ইটভাটাগুলোতে ইট পোড়ানোর ফলে বায়ুদূষণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। ইতোমধ্যে দেশে ৪২৭৭টি জিগ জ্যাগ, ৬০টি হাইব্রিড হফম্যান, ৫৭টি টানেল কিলন এবং ৫টি ভার্টিক্যাল শ্যাফ্‌ট ক্রয় করা হয়েছে। গত ১০ বছরে সরকারের পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুফল হিসেবে দেশের ২০১৭টি ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্পকারখানার মধ্যে ১৬১৯টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, যা বেপরোয়া দূষণ প্রশমন সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপনসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করেছে।

বাংলাদেশ সংবিধানে ১৮(ক) অনুচ্ছেদে বলা আছে 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবে'। তাই সংবিধান রক্ষার অঙ্গীকার সবার মাঝে থাকতে হবে।

২০৩০ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ১৫-এর মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন উজাড় রোধ করার মাধ্যমে মরুকরণ রোধ এবং ভূমিক্ষয় হ্রাসে জোর প্রদান করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য, কৃষিকাজ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মানুষের জীবন-জীবিকার সুরক্ষা ও বিকাশে বনভূমিসহ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনকে রক্ষা, খাবার পানির অন্যতম উৎস নদী, খালবিল রক্ষার পাশাপাশি কার্যকর জলবায়ু অভিযোজনের জন্য চাহিদা জোরদার করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য জলাভূমি, সুন্দরবনসহ সব বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুসারে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়ে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ বিশেষ করে 'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩' প্রয়োগের মাধ্যমে সব ধরনের জলাধার দূষণ ও দখল রোধে বর্তমান সরকার নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি ও বাণিজ্যিকভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জাতীয় 'সেচ আইন' প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামোর যথোপযুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে সরকার বিশেষ ভূমিকা রাখছে। পরিবেশ দূষণ রোধ সংক্রান্ত আইনের পাশাপাশি শিল্পবর্জ্য নির্গমন সংক্রান্ত বিধিমালার কঠোর প্রয়োগ ও শিল্প দূষণ রোধে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বর্তমান সরকার।

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের অবাধ ব্যবহার বন্ধ এবং গাড়ির কালো ধোঁয়া নিঃসরণ রোধে জানুয়ারি ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে, ৮৭৬.২১ টন পলিথিন জব্দ করা হয়েছে এবং ৪৭টি অবৈধ পলিথিন কারখানা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে উঠা নতুন চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নসহ এসব বনায়নের ফলে দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। গাজীপুরে প্রায় ৪ হাজার একর এলাকাজুড়ে ৩২৫.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের নেওয়া উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সরকার পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে আর্টিক্যাল ১৮(ক) সংযোজন করায় এরই বাংলাদেশ 'The Global Green Award-2014' অর্জন করেছে।

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক উদ্যোগ

পরাজিত হবে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস

শাফিকুর রাহী

বিজ্ঞানের আকাশচুম্বী উত্থানে আধুনিক সভ্য দুনিয়াতে মানুষের জীবনমান অনেক সহজ ও সাবলীল হয়েছে বটে কিন্তু এ বিজ্ঞানের সাফল্যের সঙ্গে মহাবিপর্যয়ের করুণ কান্নাও আমাদের শুনতে হচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব বিপর্যয়ের সংক্রামক ব্যাধি করোনা মহামারির দানবীয় তাণ্ডবে মাটি ও মানুষের কান্নায় স্তব্ধ আকাশ-বাতাস সমুদ্রের উর্মিমালা। তবে আমরা আশাবাদী– অচিরেই এ বৈশ্বিক মহামারির নিরাময় ওষুধ আবিষ্কারের গৌরব রচনা করবে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা। আজকে বিশ্বব্যাপী যে প্রাণঘাতী করোনার ভয়াল অন্ধকার ডানা বিস্তার করছে, এর থেকে মুক্তির পথ অবশ্যই আমরা পাবো। জ্ঞানীর কথায় আছে– রাত যত গভীর হয়, সকাল তত নিকটে জানবে। মানুষ আবার বাঁচার স্বপ্নে নির্মাণ করবে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুরক্ষিত মানবীয় উদ্যান।

রহস্যময় প্রাণঘাতী সংক্রামক ভাইরাস করোনার ভয়াবহ আগ্রাসনে অস্থির গোটা দুনিয়া। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে বিশ্বের ক্ষমতাধর পরাশক্তি– উন্নত রাষ্ট্রগুলো। আক্রান্ত ও মৃত্যুর মিছিলে প্রতিদিন যোগ হচ্ছে নতুন নতুন দেশ। ধনী-গরিব রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধানসহ বিশ্বের সর্বস্তরের মানবসমাজে মৃত্যুর হিম শীতল নিঠুর আক্রমণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

করোনা মহামারিতে মানবতার জননীখ্যাত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবল প্রজ্ঞা-মেধা ও মননশীল কর্মকৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে এ প্রাণ হননকারী ব্যাধির নির্মম আক্রমণ থেকে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর ব্যাপক কর্মোদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দূরদর্শী ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় দেশ-বিদেশের বিবেকবান বিদগ্ধজন ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা আজ বিশ্ব মডেলও বটে, কারণ তিনি লোকজনের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই মার্চ ২০২০ গণভবন থেকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে অভিন্ন কৌশল গ্রহণে সার্কভুক্ত দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন– পিআইডি

জানমালের সুরক্ষাই শুধু করেননি তাঁর বিচক্ষণতায় ও বাস্তবমুখী ব্যবস্থাপনায় কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে রাখার সক্ষমতাও অর্জন করেছেন।

আশার কথা হলো– বিজ্ঞানীরা কিন্তু বসে নেই, তারা প্রতিনিয়ত আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন কায়দায় নানাভাবে সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন ভ্যাকসিন আবিষ্কারের। অচিরেই এ রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের সফলতা পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বিশ্ববাসী যখন এ প্রাণঘাতী ভাইরাসের তাণ্ডবে কম্পিত, তখন বাংলাদেশের সরকারপ্রধান, আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার বিচক্ষণতা ও মানবিক উদ্যোগের ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। তিনি বারবার একটি কথা দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন– বাঙালি বীরের জাতি, আমাদের এমন দুর্যোগ মোকাবিলা করার শক্তি ও সাহস রয়েছে, বাঙালির অতীত ইতিহাসও তাই বলে। তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণেও বলেছেন যে, আপনারা ধৈর্য হারাবেন না, আমরা এ করোনা যুদ্ধে বিজয়ী হবো ইনশাল্লাহ। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করেছি, এসব মহামারি থেকেও শক্তিশালী দানবীয় সন্ত্রাসের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করে বিজয় অর্জন করেছি। তাছাড়াও বাঙালি চিরকাল প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেসব অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধেও সাফল্যের সঙ্গে তা মোকাবিলা করে বিজয় অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে কিংবা সরকারিভাবে যেমন করে দেশের অসহায় দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের প্রাণরক্ষায় উদারনীতি গ্রহণ করেছেন। তা বিশ্বের কাছে এক অনুকরণীয় বিরল ইতিহাস। সভ্য দুনিয়ার মানুষদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের মহানুভবতা ও মানবিকতা বিশ্বের সবার থেকে আলাদা ও বীরত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই এপ্রিল ২০২০ গণভবনে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব ও উত্তরণের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেন– পিআইডি

করোনা মহামারিতে মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও তাদের প্রাণরক্ষার তাগিদ অনুভব করে সরকারপ্রধান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন হওয়ার আহ্বানেই শুধু নয়, তাদের ভালো-মন্দ খোঁজখবর জানার মাধ্যমে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা মানুষের কল্যাণ সাধনের বিপ্লবী উদ্যোগই প্রমাণ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তা-চেতনায় বাঙালি জাতি আবার করোনা যুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে। তাঁরই প্রেরণায় শক্তি ও সাহস সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে এ মহামারি থেকে মুক্তি পাবে মানুষ। অতঃপর ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশে। তিনি অর্থনীতির চাকা সচল রাখার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতি বাড়ানোর কাজে মানুষকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিষয়ে জোর দিয়ে যাচ্ছেন। এ ক্ষুদ্র আয়তনের দেশে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যাপক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসনের মতো অতীব জরুরি বিষয়েও নজর রাখতে হয় আমাদের সরকারপ্রধান, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার প্রমাণ করেছেন যে, নিজের ভোগবিলাসের চিন্তা না করে মাটি ও মানুষের কল্যাণের কাজ করার ভেতর যে আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে, তা অন্য কোনো লোভ-লালসার মাঝে তিনি নিজেও কখনো খুঁজে পান না। এমন অনেক উদাহরণ শেখ হাসিনা সম্পর্কে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লিখেও শেষ করা যাবে না। আজ সেটিই আমাদের চলার পথের একমাত্র পাথেয়। মানুষের প্রতি তাঁর এমন শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত অনুপ্রাণিত করে, বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় আত্মবিশ্বাস এবং আমাদের আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত করে।

বিশ্বের মানবসভ্যতার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ কেটে যাবে একদিন। নতুন দিনের সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যাকুল রোদনধ্বনি বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। মানুষ আবার ভালোবাসার অফুরন্ত আলোতে স্নান করে নিজেকে জানান দেবে 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। সে প্রতীক্ষার প্রহর গুণে মহৎ মহান বিশ্ববিধির উদার মনোকাশে আকুল আরাধনায় মশগুল সকল বিবেকবান মানুষ। রাব্বুল আলামিনের পরম ভালোবাসায় গড়া এ অনন্য সুন্দর মানববসতি ধ্বংসকারীদের তুমি হেদায়েত করো প্রভু। আর তোমার প্রিয় বান্দাদের তুমি শাফায়াত দান করো হে মহান মালিকুল রাজ্জাক। আজ সমগ্র বিশ্বজুড়ে সকল ধর্ম-বর্ণের কল্যাণকামী মানুষের এটাই একমাত্র আকুতি– তুমি ক্ষমা করো আমাদের সকলকে। মানুষ জন্মিলে মৃত্যুবরণ করবে এটা অত্যন্ত অনিবার্য সত্য। তারপরও কথা থাকে, এমন মহামারির নিদারুণ নিদানের দুঃসহ দুর্গতিকালে তুমি রক্ষা করো তোমার প্রিয় বান্দাদের। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আপনারা কেউ অহেতুক ঘরের বাইরে যাবেন না, বিনা কারণে রাস্তায় ঘুরাঘুরি না করে ঘরে বসে নামাজ আদায় করুন, নিজের জীবনের ভুলত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এ মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ হলো– সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। এসব নিয়ম মেনে চললে প্রাথমিকভাবে আপনি নিরাপদ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর আরাম আয়েশ ত্যাগ করে মানবতার অনন্য নজির স্থাপন করে জগৎবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন– বাঙালি বীরের জাতি, তা প্রমাণ করে আমাদের অতীতের উজ্জ্বল বীরত্বগাথা। তিনি প্রাণবিনাশী কোভিড-১৯ ভাইরাসের ভয়ানক আক্রমণ থেকে দেশবাসীকে রক্ষায় বিভিন্নভাবে কর্মপ্রয়াস চালিয়ে ইতোমধ্যেই দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর দূরদর্শী চিন্তা-চেতনা ও মানবিকতা প্রমাণ করে এমন জনদরদি নেতা বর্তমান বিশ্বে বিরল। তিনি বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের উত্তম উত্তরসূরি, তাঁর মেধা-প্রজ্ঞায় আজকের আকাশচুম্বী উত্থানের পেছনেও রয়েছে জাতির পিতার অমর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে এপ্রিল ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় আঞ্চলিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক অ্যাকশন গ্রুপের ভার্চুয়াল উদ্‌বোধনী সভায় অংশ নেন–পিআইডি

আত্মত্যাগের মহিমান্বিত অধ্যায়। বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা মানবদরদি নেতা হিসেবে সভ্য দুনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানদের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছেন, অনেক সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করে দেশবাসীকে করেছেন গৌরবান্বিত।

তাছাড়া জগতের প্রায় সকল দেশের প্রজ্ঞাবান বিদগ্ধজনও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং বিশ্বশান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে বাঙালির অতীত ইতিহাস ঐতিহ্যকেও বিকশিত করছেন– তার প্রশংসা করেছেন। একজন সফল সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসব কর্মময় উপাখ্যানও প্রশংসার দাবি রাখে।

আজকের লেখার বিষয়– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক উদ্যোগে পরাজিত হবে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস। সমগ্র বিশ্ববাসী যখন দিশেহারা মরণঘাতী সংক্রামক ব্যাধি করোনার দানবীয় থাবায়, তখন বাংলাদেশের মতো অতি ঘনবসতিপূর্ণ ক্ষুদ্র আয়তনের এদেশে বিপর্যয় কতটা ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারে তা অনুমান করাও বড়ো মুশকিল। এ গুপ্তহন্তারকের ছোবল থেকে রক্ষায় কীভাবে দেশের সাধারণ মানুষকে সচেতন করা যায় তারই রূপরেখা নির্ণয় করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে না তাকিয়ে প্রথমেই নিজ উদ্যোগে নিজের মতো করে একে একে পদক্ষেপ নিতে লাগলেন যে, কখন কোথায় কীভাবে কী কী করতে হবে। তারই আলোকে ধীরেসুস্থে চিন্তা-ভাবনা করে কর্মসূচি প্রণয়ন শুরু করলেন। এ দেশের মানুষ কখনো চিন্তাও করেনি যে, প্রধানমন্ত্রী এমন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের খেটে খাওয়া নিরন্ন মানুষদের পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং উদার নীতি গ্রহণ করে সাহায্যের হাত বাড়াবেন। তিনি ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকদের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণসচেতনতার পাশাপাশি সকল মানুষজনকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যা রীতিমতো এ ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দেশের সচেতন সুধীমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।

তিনি দুর্দশাগ্রস্ত গণমানুষের কল্যাণে বিপ্লবী উদ্যোগ গ্রহণের ভেতর দিয়ে জানান দিলেন যে, এ দেশের মানুষ কেউ না খেয়ে মারা যাবে না ইনশাল্লাহ। তাঁর এমন মানবিক দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বেজে উঠল কোটি কোটি দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রাণভরে বাঁচার আনন্দ-আবেগের মর্মবাণী। তিনি বারবার দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, দলমত, ধর্ম-বর্ণের সকল মানুষ আমার দেশের মানুষ, তাদের ভালো-মন্দ দেখা আমাদের কর্তব্য, আমরা সকল মানুষের ঘরে ঘরে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। যারা স্বল্প আয়ের গরিব লোকজন কিংবা মধ্যবিত্ত যারা লজ্জায় কারো কাছে কিছু চাইতে বা বলতে পারে না, তাদেরও নামের তালিকা করে খাদ্যসামগ্রী পাঠাতে হবে। এমনি অবস্থায় তিনি এ বৈশ্বিক মহামারির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নানা পদক্ষেপের পাশাপাশি বিশ্ববাসীকে একসঙ্গে করোনা মোকাবিলা করতে আহ্বান জানালেন ২৩শে এপ্রিল অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সম্মেলনে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্ব সম্ভবত গত ১০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো দুর্যোগ মোকাবিলা করছে। এ সংকট থেকে উত্তরণে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই।

এ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মানব জাতিকে রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। করোনা ভাইরাসের মহামারির প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ওপর অর্থনৈতিক প্রভাব ও তা কাটিয়ে উঠতে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে এই ভার্চুয়াল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আয়োজনে এ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নেওয়া স্বাস্থ্যবিধিগুলো তুলে ধরেন। সেইসঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের জন্য সরকারি প্রণোদনা ও অন্যান্য উদ্যোগের কথাও জানান। বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে লড়াই করছে। এখন করোনা ভাইরাস আমাদের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করছে। বিশ্বায়নের বর্তমান পর্যায়ে একটি দেশকে পুরো বিশ্ব থেকে আলাদা রাখা সম্ভব নয় এবং এখানে বিচ্ছিন্নতার নীতি আর কাজ করবে না। ইতোমধ্যে বিশ্ব অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এর উদ্ধারের নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে জরুরিভাবে। অর্থনীতি, ব্যবসা ও সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জুন ২০২০ গণভবনে করোনা পরিস্থিতি বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন– পিআইডি

ফিরিয়ে আনতে হবে; ভয় এবং শঙ্কা কাটাতে জনগণকে সহযোগিতা করতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

পাঁচটি বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, **প্রথমত–** সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে দারিদ্র্য বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। গেল এক দশকে আমরা আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধেক দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করে এনেছিলাম। তাদের অনেকে এখন আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে যেতে পারে। সুতরাং বিশ্বকে মানবকল্যাণ, বৈষম্য দূরীকরণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা এবং কোভিড-১৯ এর পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে নতুন করে ভাবতে হবে। **দ্বিতীয়ত–** আমাদের জি-৭, জি-২০ এবং ওইসিডির মতো সংগঠনগুলো হবে দৃঢ় ও পরিকল্পিত বৈশ্বিক নেতৃত্ব প্রয়োজন। জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন বহুপক্ষীয় ব্যবস্থাকেও এগিয়ে আসতে হবে। আমি অধ্যাপক সোয়াইবকে (বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা) প্রশংসা করছি। কারণ তিনি সংক্রামক রোগগুলোকে ২০২০-এর বৈশ্বিক ঝুঁকি সম্পর্কিত প্রতিবেদনে অন্যতম মধ্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং ফোরাম এবং জাতিসংঘের উচিত সরকার এবং বিশ্ববাসীকে এ বিষয়ে একত্রিত করা এবং নেতৃত্ব দেওয়া। **তৃতীয়ত–** আমরা ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক কাজ এবং উৎপাদনে পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছি। কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে, নতুন নীতি, স্ট্যান্ডার্ড ও পদ্ধতি দেখব। ইতোমধ্যে আমরা দেখছি সরবরাহ চেইনে থাকা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড যথাযথ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিচ্ছে না। সুতরাং আমাদের এমন কৌশল ও বাস্তবমুখী সহায়তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেন বাংলাদেশের মতো দেশগুলো টিকে থাকতে পারে। **চতুর্থত–** অভিবাসী কর্মীরা বেকারত্বসহ অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি পার করছেন। এটি দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। সুতরাং বোঝা যায় এ দায়িত্ব শেয়ার করার মতো আমাদের এমন একটি অর্থপূর্ণ বৈশ্বিক কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। **পঞ্চমত–** এই মহামারির সময়ে আমরা কার্যকরীভাবে বেশ কিছু ডিজিটাল প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার করছি। যেমন, বুদ্ধিমত্তা এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংক্রমণ চিহ্নিত করা। ভবিষ্যতের প্রস্তুতির জন্য আমরা বিভিন্ন সেক্টরে এই রকম উদ্ভাবনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন এ বৈশ্বিক মহামারির আগ্রাসন থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরু থেকেই বহুমুখী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এ প্রাণঘাতী ভাইরাস থেকে জনমানুষকে রক্ষা করে বিশ্ববাসীর কাছে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন।

বিশ্বের জনপ্রিয় ফোর্বস ম্যাগাজিনে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সফল নারী নেতৃত্বের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে বলা হয়, বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরুতেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় ফোর্বস ম্যাগাজিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের প্রশংসা করে লিখেছে, প্রায় ১৬ কোটিরও বেশি মানুষের বসবাস বাংলাদেশে। সেখানে দুর্যোগ কোনো নতুন ঘটনা নয়। আর এই করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেননি তিনি। তাঁর এই ত্বরিত সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বিষয়টিকে 'প্রশংসনীয়' বলে উল্লেখ করেছে। ফোর্বস আরো লিখেছে, বাংলাদেশে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা শেখ হাসিনা ফেব্রুয়ারির শুরুতেই চীনে থাকা বাংলাদেশিদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মার্চের শুরুতে প্রথম সংক্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন এবং কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনলাইনে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেন।

দেশের সব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রোগী শনাক্ত করতে স্ক্রিনিংয়ের জন্য মেশিন ব্যবহার করেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতির প্রশংসা করেছেন।

সমাজের সকল অন্ধকার অবক্ষয়ের পথকে পরিহার করে বাঙালির হাজার বছরের গর্বিত ইতিহাস-ঐতিহ্যকে লালন করে আমরাও গাই সাম্য আর শান্তির মরমী সংগীত। আজ অনেক কালো মেঘ আকাশজুড়ে, আগামীকাল এই মেঘ নাও থাকতে পারে, তাই আর দ্বিধা নয়– সবাই মিলে নেমে পড়ি উজ্জ্বল আগামীর দারুণ প্রত্যাশায়। সবাই একসঙ্গে গাই– আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, ক্ষুদ্রপ্রাণ মুজিব সৈনিক

জনসংখ্যা : সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

মিজানুর রহমান মিথুন

রাষ্ট্র গঠনে 'নির্দিষ্ট ভূখণ্ড', 'জনসমষ্টি', 'সরকার' ও 'সার্বভৌমত্ব'– এ চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ চারটি উপাদানের মধ্যে জনসমষ্টি বা জনসংখ্যা অন্যতম। জনসংখ্যা ছাড়া একটি দেশ বা রাষ্ট্র গঠন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। জনসংখ্যা রাষ্ট্র গঠনে অপরিহার্য। মূলত জনগণই রাষ্ট্র গঠন করে। এই জনসংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও হবে। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে জনসংখ্যা বিষয়ে আলোচনা হবে। তবে এ আলোচনা জনসংখ্যা বিষয়ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনা নয়।

বিশ্বব্যাপী ১১ই জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয়। প্রতিবছর বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও ১১ই জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে। সরকারিভাবে দিবসটি বিশেষ আয়োজনে পালিত হয়ে থাকে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন এনজিও ও সামাজিক সংগঠনও দিবসটি পালন করে থাকে।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে একটি কাম্য জনসংখ্যা অপরিহার্য। নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসম্পদকে দেশের উন্নয়নের ধারার সাথে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে ১৯৯০ সাল থেকে প্রতিবছর ১১ই জুলাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করছে। বিভিন্ন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। প্রতিবছর এই জনসংখ্যা দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য প্রচার ও সরবরাহের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও মানব উন্নয়ন। এছাড়াও সারা দেশের মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যেন সুস্বাস্থ্য নিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের সঙ্গে ভাতা ও নিশ্চিত চাকরি শীর্ষক SEIP-এর আওতায় প্রশিক্ষণ

বর্তমান সরকার পরিকল্পিত পরিবার গঠন, মা ও শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধি, এইচআইভি (এইডস) প্রতিরোধ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নকে যথেষ্ট অগ্রাধিকার দিচ্ছে। নিরাপদ মাতৃত্ব, কিশোরকিশোরীর স্বাস্থ্য, তথ্য ও সেবার অধিকারসহ নারী শিক্ষা ও নারী কর্মসংস্থানের জন্য সরকার নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

একটি রাষ্ট্রে সম্পদের নিরিখে জনসংখ্যা 'সম্ভাবনা' ও 'সমস্যা' হিসেবে আলোচনায় আনা হয়। তবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে পৃথিবীর সব দেশের জনসংখ্যা বোঝা নয়, এটি একটি সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। কেউ কেউ বলেন, বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিশাল জনসংখ্যা বাংলাদেশের কাছে একটি বোঝা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তবে বিশাল এই জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী করে সম্পদে পরিণত করা যায়। বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে নানামুখী কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সেগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের উন্নতি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

বাংলাদেশের জন্য এখন 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বা জনসংখ্যা থেকে 'লভ্যাংশ' পাওয়ার সময়। জনমিতির পরিভাষায় ডিভিডেন্ড বলতে বোঝায় ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সি মানুষের আধিক্য। জনসংখ্যার বোনাসকাল যাকে বলে। এ বয়সি মানুষই সবচেয়ে কর্মক্ষম, যারা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া, জাপানসহ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ যেখানে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী স্বল্পতায় শঙ্কিত, বাংলাদেশে সেখানে ৬৫ শতাংশ মানুষের বয়স ১৫ থেকে ৫৯-এর মধ্যে। বাংলাদেশ এ বোনাসকালে প্রবেশ করেছে। এ সময়টাতে সবচেয়ে কম থাকে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী। আর সবচেয়ে বেশি থাকে কর্মক্ষম জনসংখ্যা। একটি রাষ্ট্র জনসংখ্যার এ সুযোগ সাধারণত একাধিকবার খুব কমই পেয়ে থাকে।

অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, একটি জাতির জীবনে এই অবস্থা একবারই আসে। আবার কারো কারো মতে, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থা একটি জাতির জীবনে হাজার বছরে একবার আসে। এই অবস্থার সুফল যারা কাজে লাগাতে পারে তারাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের চূড়ায় উঠতে পারে। বাংলাদেশ ২০০০ সালে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করেছে। আগামী ২০৩০/২০৩৫ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নয়নশীল দেশের জন্য 'রোল মডেল'-এ পরিণত হয়েছে।

দেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, দেশে প্রতিবছর ২০ লাখ তরুণ শ্রমবাজারে ঢুকছেন। তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা তরুণও রয়েছেন। কিন্তু যোগ্যতা অনুযায়ী তারা চাকরি পাচ্ছেন না। বিদেশে শ্রমবাজারে রয়েছে প্রায় ৭০ লাখেরও বেশি বাংলাদেশি। বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করে রেমিটেন্স আয় করে। তাদের আরো দক্ষ করে বিদেশে পাঠাতে পারলে অনেক বেশি বৈদেশিক

প্রতিবন্ধীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। উল্লেখ্য, গত অর্থবছরের শেষ মাস জুনে রেকর্ড সংখ্যক রেমিটেন্স এসেছে। এতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও রেকর্ড হয়েছে। বাড়তি জনসংখ্যাকে কীভাবে উৎপাদন ও উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় সে ব্যাপারে শেখ হাসিনা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এরই অংশ হিসেবে বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে সরকার।

জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, সরকার তার জন্য চেষ্টা করছে। বর্তমান সরকার দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি জোর দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তিনির্ভর কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন।

জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে সবার আগে প্রয়োজন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। আর এজন্য বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এছাড়া নারীর কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপের পাশাপাশি সব ধরনের অসাম্য দূর করতে হবে। এজন্য সরকার প্রয়োজনীয় কাজ করছে।

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো দেশের দক্ষ জনসংখ্যা। দেশের সুষম উন্নয়ন আর সুদৃঢ় অগ্রযাত্রা অনেকাংশে নির্ভর করে জনসংখ্যার সঠিক কর্মকাণ্ডের ওপর। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘনবসতিপূর্ণ অধিক জনসংখ্যার দেশ বলে বিশ্বে স্বীকৃত বাংলাদেশকে একটি কাঠামোর মধ্যে রেখে উন্নয়নের সড়কে নিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অধিক জনসংখ্যাকে কীভাবে জনসম্পদে পরিণত করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি তার পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছেন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গৃহীত নানামুখী বাস্তবসম্মত নীতিমালা তৈরি ও তা সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন অধিক জনসংখ্যাকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তা দেশের জন্য আশীর্বাদ হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে বড়ো আশার কথা হলো– বর্তমান সরকার দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে সব সময়ে চেষ্টা করছে। সেই লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা হোক সম্ভাবনাময় জনশক্তিতে রূপান্তরিত।

লেখক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

কোরবানির হাটে যেসব স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে

আবার এসেছে কোরবানি ঈদ। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে পশুর হাটগুলোতে মানতে হবে বাড়তি কিছু নিয়মকানুন। হাটের প্রবেশ পথে টিভি স্ক্রিনযুক্ত থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে প্রবেশকারীর শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয় করতে হবে। গায়ে জ্বর থাকলে কাউকে হাটে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। হাটে প্রত্যেক প্রবেশকারীকে হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক, হেডক্যাপ ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে হাটে প্রবেশ করতে হবে। হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক ও হেড কভার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং এ কাজ তদারকির জন্য মনিটরিং টিম রাখতে হবে। করোনা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি সংবলিত ব্যানার পোস্টার টানানোসহ এ বিষয়ে মাইকে ধারাবাহিকভাবে প্রচার করতে হবে। জীবাণুনাশক দিয়ে হাটের সর্বত্র ও আশপাশের সংশ্লিষ্ট জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

ক্রেতা, বিক্রেতা ও ইজারাদারের নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে মাস্ক, গ্লাভস, হেড কভার পরে হাটে আসতে হবে। হাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাবান, পানির ড্রাম ও বেসিন রাখতে হবে। হাটে প্রবেশ এবং বাহিরের জন্য পৃথক পৃথক গেট বরতে হবে এবং নির্ধারিত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে হাটে প্রবেশ-বাহির হতে হবে। একাধিক প্রবেশ পথ হলে প্রত্যেক প্রবেশ পথেই টিভি স্ক্রিন থার্মাল স্ক্যানার বসাতে হবে। বয়স্ক, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তিকে হাটে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্তে করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়গুলো স্ক্রিনে সার্বক্ষণিকভাবে দেখাতে হবে। ইজারা গ্রহীতাকে হাটের জন্য প্রশিক্ষিত ও স্বেচ্ছাসেবক টিম তৈরি করতে হবে। ক্রয়কারীর সাথে করে অনেক লোক নিয়ে হাটে আসতে পারবে না এবং ক্রেতাকে নির্ধারিত দূরত্ব থেকে পশু দেখতে হবে। ক্রেতা-বিক্রেতাকে অনলাইনে পশু ক্রয়-বিক্রয়ে উৎসাহিত করাতে হবে। হাটে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিন স্থাপন করতে হবে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত মেডিকেল বর্জ্য যেমন– গ্লাভস, মাস্ক, হেড কভার, স্যানিটাইজার বোতল রাখার জন্য পৃথক ডাস্টবিন রাখতে হবে, ডাস্টবিন কোথায় তা তীর চিহ্নিত স্টিকার দিয়ে দেখাতে হবে। সর্বোপরি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পালন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিবেদন: ফরিদা পারভীন

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের সাফল্য

কে সি বি তপু

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে সত্তরের সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইলফলক। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাকে বলা হয় বাঙালির মুক্তির সনদ। আর সত্তরের সাধারণ নির্বাচন হলো বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারে ছিল ছয় দফা। বঙ্গবন্ধু ভোটারদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ছয় দফা কার্যকর হলেই বাঙালির স্বাধিকার অর্জন সম্ভব। এই সাধারণ নির্বাচনে বাংলার জনগণ ছয় দফার পক্ষে অবস্থান নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করায় আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয় অর্জিত হয়। সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিজয় অর্জন এবং বিজয়ী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রহসন বাঙালির মুক্তি ত্বরান্বিত করে। এর ধারাবাহিকতায় আসে মহান স্বাধীনতা।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বাঙালির প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং বাঙালি জাতির অধিকারের প্রশ্নে প্রবলভাবে সচেতন ছিলেন। বাঙালির আত্মমর্যাদা জাগরণে সারা বাংলায় করেছেন সভাসমাবেশ। বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু ভেবেচিন্তে সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁর সেই সময়োপযোগী চিন্তার ফসলই ছিল ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতারা এই ছয় দফাকে বাঙালির বাঁচার দাবি হিসেবে অভিহিত করে প্রচার করেন সারা বাংলায়। এই ছয় দফা দেশে অসামান্য গণজাগরণ সৃষ্টি করে। বাঙালি জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত বাংলাদেশের 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবে খ্যাত ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের ফলে বাংলার জনগণের মধ্যে 'জাতীয় চেতনা' সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা

ঢাকার তেজগাঁওয়ে সত্তরের নির্বাচনি প্রচারণাসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দাবি থেকে আসে সত্তরের নির্বাচন। নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে ছয় দফার প্রথম দফা প্রাসঙ্গিক। ছয় দফা দাবির প্রথম দফার

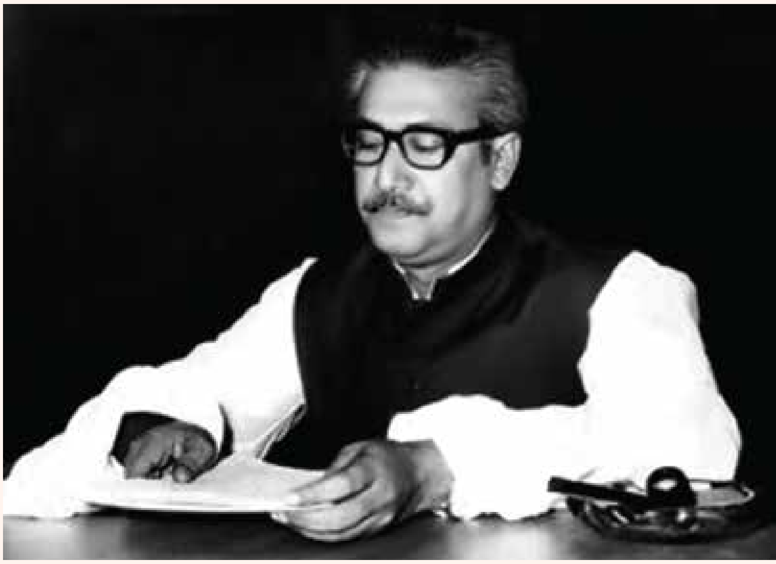

সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ দিচ্ছেন

সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো–

> **প্রথম দফা: শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি–** ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন রূপে গড়তে হবে। সরকারের বৈশিষ্ট্য হবে ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয় পদ্ধতির। সকল নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের জনপ্রতিনিধির সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখলের পর সামরিক শাসক আইয়ুব খান পাকিস্তানে কোনো সাধারণ নির্বাচন দেননি। তিনি ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আর একজন সামরিক ব্যক্তি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করে বিদায় নেন। ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তিনি দ্রুত সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরবেন।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর ঘোষণা করেন– সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর। জারিকৃত রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। সর্বজনীন ভোটাধিকার ও জাতীয় পরিষদে জনসংখ্যাভিত্তিক আসন স্বীকৃত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটের ধারণা থেকে রেহাই দিয়ে পূর্বতন চারটি প্রদেশ পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ১৯৭০ সালের ৩০শে মার্চ ঘোষিত লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনকে স্বাগত জানানো হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে ৩০০ আসনে সরাসরি নির্বাচিত এবং নারীদের জন্য ১৩টি সংরক্ষিত আসন রাখা হয়। প্রাদেশিক পরিষদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ৩০০+১০; পাঞ্জাব ১৮০+৪, সিন্ধু ৬০+২; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৪০+২ হিসেবে আসন নির্ধারণ করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা পরিস্থিতির অবনতির কারণে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তোলে। নতুন

তফশিল ঘোষণা করা হয়, তাতে সত্তরের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ধার্য করা হয়।

১৯৭০ সালের ১২-১৩ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণের উপকূলীয় এলাকায় ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় হয়। এই ঘটনায় প্রায় ১০ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। শাসকগোষ্ঠী সে সময় এই ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি এবং রিলিফ পাঠানোর বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিদেশ থেকে

সত্তরের নির্বাচনের ফলাফল শোনেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাশে তাজউদ্দীন আহমদ এবং আওয়ামী লীগের সাত নারী নেত্রী

রিলিফ সামগ্রী এলেও সেসব দুর্গত এলাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন দেরিতে। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসের পর পাকিস্তান সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সাড়া দিতে ব্যর্থতা পূর্বাঞ্চলের উপেক্ষিত হওয়ার বিষয়টিকে আরো প্রকট করে তোলে। বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের কর্মীদের নিয়ে ত্রাণ কাজে নিজেকে যুক্ত করেন।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গত এলাকার নয়টি আসন ব্যতীত জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আসনগুলোর নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। ফলাফল ছিল পাকিস্তানি শাসকচক্রের জন্য অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর। আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতি একাত্ম হয়ে যায়। বিপুল ভোটের ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে।

আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে প্রথমে ১৫১টি আসনে এবং পরে নয়টি আসনে (সর্বমোট ১৬০টি আসনে) বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩১৩ আসনের মধ্যে নারী সংরক্ষিত আসন ৭টিসহ মোট ১৬৭টি (১৬০+৭) আসনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৩১০ আসনের মধ্যে ১০টি নারী সংরক্ষিত আসনসহ ২৯৮টি (২৮৮+১০) আসনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়।

সামরিক শাসন এবং পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণতন্ত্রবিরোধী অপশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনের পথ বেয়ে আসে ঐ নির্বাচন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ছিল গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলন। সত্তরের নির্বাচনের তাৎপর্য হলো– সাম্প্রদায়িকতার পরাজয়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবেগ সত্তায় ধারণ করে স্বাধিকারের চেতনায় জেগে ওঠেছিল এ নির্বাচনে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭০-এর নির্বাচন পর্যন্ত বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে ছিলেন সোচ্চার। ১৯৬৬ সালে সে লক্ষ্যেই ঘোষণা করেন ঐতিহাসিক ছয় দফা। ছয় দফা আন্দোলনের সঙ্গে যোগ হয় ছাত্র সমাজের এগার দফার আন্দোলন। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাজানো হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। আন্দোলনের মুখে অন্যান্য বন্দিসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদান এবং মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হয় সরকার। এসব কারণে বঙ্গবন্ধু তখন বাঙালির একক নেতার আসন লাভ করেন। জনগণ তাঁকে মুক্তির দিশারী হিসেবে গ্রহণ করে। এরই প্রতিফলন ঘটে নির্বাচনে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে বিজয়ী হয় আওয়ামী লীগ।

বঙ্গবন্ধু সত্তরের নির্বাচনের পটভূমি রচনা করেন ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার সমর্থনে সর্বাত্মক রায় ঘোষিত হয় সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে। আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করলে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। এসব আন্দোলন বাঙালি জাতিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখা, সর্বোপরি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের পর পরই গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণাতেও ছিল তাঁর দূরদর্শিতা। তদুপরি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাঁর সহকর্মীদের সত্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন এবং এ সরকার পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধ পেয়েছে বৈশ্বিক ও আইনগত বৈধতা। এতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় সহজতর হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্থান করে নেয়। জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ নেতৃত্বে সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাৎপর্যময়।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

বাংলার ঐতিহ্য নৌকা বাইচ

মিয়াজান কবীর

বাংলাদেশে মাকড়শার জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে হাজারো নদী। নদীর মোহনায় গড়ে উঠেছে বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এদেশের মানুষের জীবন আর নদী যেন সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে। এই নদীমাতৃক দেশে চলাচলে সেই প্রাচীনকাল থেকে নৌকা হয়ে উঠেছে জীবনসঙ্গী। নদী পারাপারে কিংবা দূরে কোথাও পথ চলতে নৌকা ছিল এক সময় প্রধান বাহন। নদীপথ ধরে ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল এই বাংলাদেশে। বাংলার সওদাগর বাণিজ্যের উদ্দেশে সপ্তডিঙা মধুকর কিংবা ষোলদাড়ের পানসি নৌকা নিয়ে ছুটে যেত দূর-দূরান্তে। আবহমান বাংলায় বাণিজ্যের জীবনধারার চিত্র ফুটে উঠেছে লোকগানে:

ষোলইদাড়ের পানসিলো কমলা
তোর ঘাটে রইছে বান্ধা
চল যাই মোর দেশে।

প্রতি উত্তরে শাশ্বত বাংলার অবলা নারীর কণ্ঠে শোনা যায়:

তোমার দেশে যামুরে সাধু
আমার নাক যে রইছে খালি
কেমনে যামু তোমার দেশে।

এছাড়া প্রাচীনকাল থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্রেও নৌকা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইছামতি নদীর তীরে যাত্রাপুর, ডাকছড়া দুর্গ থেকে নৌকা যোগে মুসা খাঁ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে। বাংলার নৌসেনারা বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিলেন মোগল বাহিনীর সুবেদার ইসলাম খার সঙ্গে। ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল স্বদেশি আন্দোলন। এই স্বদেশি আন্দোলনের আত্মত্যাগী তরুণেরাও নৌকা নিয়ে মুনাফাখোর মহাজনদের কাছ থেকে ডাকাতের ছদ্মাবরণে অর্থ সংগ্রহ করতেন। সেই সব লুণ্ঠিত অর্থ দিয়ে অনুশীলন, যুগান্তর নামে স্বদেশি সংগঠনকে করেছেন শক্তিশালী।

নদী আর নৌকা নদীমেখলা এদেশের মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে। কালের প্রবাহে নদী হারিয়ে যাচ্ছে। মরা গাঙ পোড়া ফসলে বিবর্ণ হয়ে পড়েছে শ্যামল বাংলাদেশ। দিন দিন নদী তার নাব্যতা হারিয়ে ফেলছে। সেই সাথে কালের প্রবাহে নৌকাও বিলীন হওয়ার পথে। তবুও এই দেশে এখনো ভাটি অঞ্চলে কিংবা নদীঘেরা জনপদে পারাপারে নৌকার প্রচলন দেখা যায়।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরী, ইছামতি, কালিগঙ্গা, কান্তাবতী, বংশাই এখনো ক্ষীণ ধারায় বহমান। এসব নদীর যেমন রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, তেমনি ছিপ, জলকা, ঘাসি, ছান্দি, খেলনা, পানসি, বজরা, গয়না, ময়ূরপঙ্খি, ডিঙি, কোশা, সপ্তডিঙ্গা মধুকর নৌকার নামগুলো হয়ে উঠেছে কাব্যময়।

লোক ঐতিহ্যে বাংলাদেশ ভরপুর। আর এই লোক ঐতিহ্য বাঙালির কাছে অতি প্রিয়। তাই বুঝি বারোমাসে তেরো পার্বণ পালিত হয়ে থাকে এই লোক বাংলায়।

বর্ষায় শ্রমজীবী মানুষেরা অবসর সময় কাটায়। কেননা, এই সময় চাষবাস কিংবা সাংসারিক কাজকর্ম তেমন থাকে না। ধানকাটা মৌসুম চলে যায়। অবসর সময়ে বাংলার খেটে খাওয়া মানুষ নৌকা বাইচের উৎসবে মেতে ওঠে। বর্ষায় নদীর বুকে পানি যখন শীতল ধারায় বয়ে চলে, তখনই শুরু হয় নৌকা বাইচের আয়োজন। বাংলার কৃষক-শ্রমিক-মজুর-মাঝি-মাল্লা নৌকা আর বৈঠা নানা রঙে সাজায়। অপেক্ষায় থাকে কবে হবে তাদের কাঙ্ক্ষিত নৌকা বাইচ। তারপর দিনক্ষণ মতে নির্দিষ্ট জায়গায় সারি গান গেয়ে বৈঠার তালে তালে নৌকা বেয়ে ছুটে যায় নৌকা বাইচ দিতে।

মানিকগঞ্জ অঞ্চলেও রয়েছে অসংখ্য নদীনালা, খালবিল। এক সময় এসব নদীনালা, খালবিলে নৌকা বাইচের উৎসব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হতো। কালের বিবর্তনে নৌকা বাইচে ভাটা পড়লেও এখনো হেলাচিয়া, বালিরটেক, ধল্লা, ঢাকিজোড়া, তরা, বাচামারা,

বাঘুটিয়া, বাঘুলি এসব গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনা, বংশী, ধলেশ্বরী, কান্তাবতী, কালিগঙ্গা নদীতে নৌকা বাইচের উৎসব দেখা যায়। এর মধ্যে নৌকা বাইচের জন্য ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে পারিল গ্রামটি। এই পারিল গ্রামে প্রায় একশো বছর ধরে নৌকা বাইচ হয়ে আসছে। পারিল অনেক প্রাচীন একটি সমৃদ্ধ জনপদ। সুলতানি আমলে শাহ মোবারক উজিয়াল পরগণার তপ্পে পারিল নামে ইতিহাসের পাতায় আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। ছোটো ছোটো মাটির উঁচু ঢিবির ওপর ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে। বর্ষায় এই গ্রামের ডোবা-নালা ভরে যায়। তখন থই থই পানির ওপর ভাসমান গ্রামটির দৃশ্য খুবই দৃষ্টিনন্দন। তাই পারিল গ্রাম নিয়ে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা মনের উল্লাসে ছড়া কাটে:

ডোবা-নালা গাড়া,
নওয়াধা-পারিল বলধারা।

লোকজধারায় পারিল গ্রামটি আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। পারিল গ্রামে বহুকাল ধরে নৌকা বাইচের উৎসব হয়ে আসছে। নৌকা বাইচে অংশ নিতে দূর-দূরান্ত থেকে আসে সৌখিন মাঝিমাল্লারা। তারা হেইও হেইও বলে তালে তালে নৌকা বেয়ে চলে আসে এই পারিল গ্রামে। মনের আনন্দে মাঝি মাল্লারা গায় সারি গান:

বৈঠা টান দিওরে বেলা বইয়া গেল,
পাছের নাও আগে চইলা গেল,
বৈঠা টান দিওরে, হেইও হেইও..... ।

কিংবা

বাইচ দিবারও গেছিলাম পারিলাগো খালে,
পারিলারা বইসা রইছে বৈন্যা গাছের তলে-
আহা বেশ বেশ.... ।

বয়াতিরা মাথার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ঢোল-ডুগি, খোল-করতাল বাজিয়ে নেচে নেচে গায় সারি গান:

ধলেশ্বরীর সেই ছেলেটি নামটি মিয়াচাঁন,
বাইচা নায়ে নাইচা নাইচা গায় যে সারি গান॥
বাইচা নায়ের আগায় বইসা
কোমরে গামছা কইষা
হেইও হেইও কইয়া সেতো
দেয় যে বৈঠা টান॥

নৌকা বাইচের শেষে মাঝি মাল্লারা বৈঠার তালে তালে গান গেয়ে ছুটে আপন ঠিকানায়। সেসব গানের কথায় ছড়ায় সুরের মায়াজাল। জীবনের সঙ্গে নৌকার সাদৃশ্য খুঁজে ফিরে বাউল বয়াতি। তাই সুরে সুরে ঝঙ্কৃত হয়:

মালো মা, ঝিলো ঝি, করলাম কি রঙে,
ভাঙা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙে।
নদী করে কলকল
বাইন চুঁয়াইয়া উঠে জল

বাংলার নদীনালায় এক সময় নৌকা বাইচের উৎসবে সারা দেশের মানুষ আনন্দে মেতে উঠত। নদী তার নাব্যতা হারিয়ে মরা গাঙে পরিণত হয়েছে। বিবর্ণ হয়ে উঠেছে সবুজ বাংলাদেশ। তবুও এদেশের উৎসব প্রিয় মানুষ সুবর্ণ দিনের অতীত স্মৃতি ধরে রাখতে আয়োজন করে নৌকা বাইচের। পারিলের নৌকা বাইচ আজও বাংলার লোক ঐতিহ্যের কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। লোক ঐতিহ্যে অবগাহনে আগামী প্রজন্ম বাঙালি চেতনায় গড়ে উঠবে মন ও মননে, শিক্ষাদীক্ষায়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসবে ঐতিহ্য প্রিয় বাঙালি এইতো কালের দাবি।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

ঈদুল আজহার নামাজ আদায়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ১৩ নির্দেশনা

আসন্ন ঈদুল আজহার নামাজ ঈদগাহের পরিবর্তে নিকটবর্তী মসজিদে আদায় করাসহ ১৩ দফা নির্দেশনা দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। ১৪ই জুলাই ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে এসব নির্দেশনা দিয়ে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, জনপ্রতিনিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটি নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন করবে বলে জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব অপরিবর্তিত থাকায় আসন্ন ঈদুল আজহার নামাজ আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে দেশের শীর্ষ স্থানীয় আলেম, ওলামাগণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে ১২ই জুলাই জুম ক্লাউড ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভার আয়োজন করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জামাত অনুষ্ঠানের বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের জামায়াত মসজিদে আদায়ের জন্য আহ্বান জানানো হয়। শর্তগুলো নিম্নরূপ–

১. বর্তমানে সারা বিশ্বসহ আমাদের দেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিজনিত কারণে মুসল্লিদের জীবনঝুঁকি বিবেচনা করে এ বছর ঈদুল আজহার জামায়াত ঈদগাহ বা খোলা জায়গার পরিবর্তে নিকটস্থ মসজিদে আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে একই মসজিদে একাধিক জামায়াত আদায় করা যাবে।
২. ঈদের নামাজের জামায়াতের সময় মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের আগে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। মুসল্লিরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসবেন।
৩. প্রত্যেককে নিজ নিজ বাসা থেকে অজু করে মসজিদে আসতে হবে এবং অজু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।
৪. করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে অজুর স্থানে সাবান/হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে।
৫. মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে।
৬. ঈদের নামাজের জামায়াতে আগত মুসল্লিকে অবশ্যই মাস্ক পরে মসজিদে আসতে হবে। মসজিদে সংরক্ষিত জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না।
৭. ঈদের নামাজ আদায়ের সময় কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দাঁড়াতে হবে এবং এক কাতার অন্তর অন্তর কাতার করতে হবে।
৮. শিশু বৃদ্ধ, যে-কোনো ধরনের অসুস্থ ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি ঈদের নামাজের জামায়াতে অংশগ্রহণ করবেন না।
৯. সর্বসাধারণের সুরক্ষার নিমিত্তে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।
১০. করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ কল্পে মসজিদে জামায়াত শেষে কোলাকুলি এবং পরস্পর হাত মেলানো পরিহার করতে হবে।
১১. করোনা ভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করার জন্য খতিব ও ইমামদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।
১২. খতিব, ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং
১৩. পশু কোরবানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদন: মিঞ্জু মান্নান

রেমিটেন্স ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বাংলাদেশের রেকর্ড

সৈকত নন্দী সৌখিন

করোনার ভয়াল থাবায় বিধ্বস্ত বিশ্ব। বৈশ্বিক এই মহামারিতে অর্থনীতির সব সূচক নিম্নমুখী। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করোনা মোকাবিলায় নানামুখী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে বাস্তবায়িত হচ্ছে নানা ধরনের প্রণোদনা প্যাকেজ। করোনা মহামারির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সুখবর হলো বাংলাদেশি প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে রেকর্ড। বাংলাদেশের এই সাফল্য করোনার দুঃসময়ে বিরাট সুখবর। এই রেকর্ড বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্বস্তি এনেছে নিঃসন্দেহে। এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রমাণক।

২০২০ সালের জুন মাসে প্রবাসীরা ১৮৩ কোটি ৩০ লাখ (১.৮৩৩ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার আয় পাঠিয়েছেন। এর আগে কোনো একক মাসে এত আয় আসেনি। সব মিলিয়ে সদ্য সমাপ্ত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রবাসীদের এক হাজার ৮২০ কোটি ৩০ লাখ (১৮.২০৩ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার আয় দেশে এসেছে। এই আয়ের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছাড়িয়েছে ৩৬ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের মাইলফলক। এর ফলে তিনটি রেকর্ড হয়েছে। এক মাসে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়, রিজার্ভ নতুন উচ্চতায় ও প্রবাসী আয়ে ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। একক মাস জুনে রেকর্ড ১৮৩ কোটি ৩০ লাখ ডলারের সমপরিমাণ অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এটি গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ৩৯ শতাংশ এবং আগের মাসের চেয়ে প্রায় ২২ শতাংশ বেশি।

জুনে প্রবাসী আয়ে বড়ো উল্লম্ফনে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ছাড়িয়েছে ৩৬ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শেষ দিন ৩০শে জুন পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৬.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিগত বছরের একই সময়ে এ রিজার্ভ ছিল ৩২ দশমিক ৭১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রিজার্ভের এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে রেমিটেন্সের প্রবাহ। এ অভূতপূর্ব সাফল্যে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ অর্জন সেই সকল প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে একক মাসে এর আগে কখনো এত পরিমাণ রেমিটেন্স আসেনি। সব মিলে সদ্য সমাপ্ত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এক হাজার ৮২০ কোটি ৩০ লাখ (১৮.২০৩ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারের বেশি রেমিটেন্স এসেছে, যা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ বেশি। এক অর্থবছরে এটিও বাংলাদেশের ইতিহাসে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ রেমিটেন্স।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, একটি দেশের কাছে অন্তত তিন মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকতে হয়। আমাদানি ব্যয়ের সাম্প্রতিক গতিধারা বিবেচনায় নিলে এই রিজার্ভ দিয়ে প্রায় ৯ মাসের আমদানি ব্যয় মিটানো সম্ভব।

করোনার মধ্যেও প্রবাসী আয়ে ভালো প্রবৃদ্ধির জন্য কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন ব্যাংকাররা। এর মধ্যে রয়েছে ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সুবাদে দ্রুত প্রবাসী আয় বিতরণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. সিরাজুল ইসলাম একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদককে বলেন, '২ শতাংশ নগদ প্রণোদনাসহ সরকারের নানা পদক্ষেপের কারণে বৈধপথে রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান হিসেবেও বেশ কিছু পরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা পেয়েছে বাংলাদেশ। এতে রিজার্ভ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে'।

রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ বলেন, 'প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সে সরকার যে নগদ প্রণোদনা দিয়েছে তাতে অনেক উপকার হয়েছে সবার। এ সংকটের সময় প্রবাসীরা আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আর্থিক লেনদেনে অবৈধ চ্যানেল ঝুঁকিপূর্ণ। এটাও একটি কারণ রেমিটেন্স বৃদ্ধিতে। এ কারণে বাজারে ডলার সংকটও কেটে গেছে'।

উল্লেখ্য, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ১লা জুলাই থেকে বৈধপথ ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠানো উৎসাহিত করতে ২ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। সে অনুযায়ী ২০১৯ সালের ১লা জুলাই থেকে প্রবাসীরা বাংলাদেশে ১০০ টাকা পাঠালে ২ টাকা নগদ প্রণোদনা পাচ্ছেন। এজন্য ৩ হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে। আবার মোবাইল ব্যাংকিংয়ে দিনে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা প্রবাসী আয় উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রবাসী আয় বিতরণ সহজ করতে বিকাশ, রকেটের মতো মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ সুযোগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। অনেক ব্যাংক রেমিটেন্স বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও রকেটের মাধ্যমেও প্রবাসী আয় বিতরণ করে থাকে। আবার প্রবাসী আয়ের বড়ো অংশ এখন এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে বিতরণ হচ্ছে। সব মিলিয়ে রেমিটেন্স বিতরণ ব্যবস্থা আগের চেয়ে সহজ ও দ্রুত হয়েছে।

জানা যায়, প্রণোদনা দেওয়ার ফলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শুরু থেকে প্রতি মাসেই রেমিটেন্স বাড়তে থাকে এবং ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আট মাসে রেমিটেন্সের প্রবৃদ্ধি ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। তবে চীনের উহান প্রদেশ থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া মহামারি করোনার প্রভাবে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিলে রেমিটেন্সের গতি নিম্নমুখী হয়ে পড়ে। তবে ঈদের মাস মে থেকে আবার ঊর্ধ্বমুখী ধারায় ফিরে রেমিটেন্স প্রবাহ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ফেব্রুয়ারি মাসে রেমিটেন্স আসে ১৪৫ কোটি ২২ লাখ ডলার। এর পরের মাস

মার্চে তা কমে দাঁড়ায় ১২৭ কোটি ৬২ লাখ ডলার। আর এপ্রিলে আরো কমে নেমে আসে ১০৯ কোটি ২৬ লাখ ডলারে। এতে করে অর্থবছর শেষে রেমিটেন্সের প্রবৃদ্ধি ব্যাপক হারে কমে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছিল। তবে ঈদের মাস মে থেকে রেমিটেন্সে আশানুরূপ গতি ফেরায় অর্থবছর শেষে প্রায় ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শেষ মাস জুনে রেকর্ড ১৮৩ কোটি ৩০ লাখ ডলারের রেমিটেন্স এসেছে। সেখানে আগের অর্থবছরের জুন মাসে এসেছিল ১৩৭ কোটি ডলার। আর গত মে মাসে রেমিটেন্স আসে ১৫০ কোটি ৩৪ লাখ ডলার। সব মিলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রেকর্ড এক হাজার ৮২০ কোটি ৩০ লাখ (১৮.২০৩ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারের রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

এর আগে এক অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১৬ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রমের রেকর্ড ছিল ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে। ওই অর্থবছরে প্রবাসীরা মোট এক হাজার ৬৪২ কোটি ডলার সমপরিমাণ অর্থ দেশে পাঠিয়েছিলেন। এটি তার আগের অর্থবছরের চেয়ে ৯ দশমিক ৫৯ শতাংশ বেশি ছিল। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দেশে রেমিটেন্স এসেছিল ১ হাজার ৪৯৮ কোটি ১৬ লাখ ডলার।

বাংলাদেশে প্রবাসী আয় আসার দিক থেকে শীর্ষ ১৫টি দেশের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), যুক্তরাষ্ট্র, কুয়েত, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, ইতালি, বাহরাইন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়া ও জর্ডান।

রেমিটেন্সে প্রণোদনা দিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে ৩ হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। এবারের বাজেটেও প্রণোদনা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এর ফলে আগামীতে রেমিটেন্সে আরো গতি ফেরার আশা করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরেও এ খাতে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা দেওয়া হবে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বাজেট বক্তৃতায় বলেন, 'প্রবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টি এবং ওই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকার কাজ করছে'।

অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় আরো জানান, 'বর্তমানে বিশ্বের ১৭৪টি দেশে এক কোটি ২০ লাখের অধিক অভিবাসী কর্মী কর্মরত। গত ১০ বছরে পেশাজীবী, দক্ষ, আধাদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ ক্যাটাগরিতে মোট ৬৬ লাখ ৩৩ হাজারের বেশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে, যা এ পর্যন্ত মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৬০ শতাংশ। এর মধ্যে ২০১৯ সালে ৭ লাখের বেশি মানুষের বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে'।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও রেমিটেন্স প্রবাহের এ উল্লম্ফনে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা প্রবাসীদের যথেষ্ট মাত্রায় অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক নীতি সহায়তাও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। প্রবাসীবান্ধব নীতির কারণে প্রবাসীরা এ বছর ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করেছেন। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমদানি দায় পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সরকারি ও বেসরকারি খাত বিশেষ করে জ্বালানি খাতের সার্বিক আমদানি ঋণপত্র (এলসি) খোলা হ্রাস পাওয়ার কারণেও রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস এবং দেশের অভ্যন্তরে তেলের চাহিদা হ্রাসও রিজার্ভ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

বাঙালি বীরের জাতি। করোনা মোকাবিলায় সবাইকে হতে হবে সচেতন, সতর্ক ও দায়িত্বশীল। করোনা সংকটকালে দেশের অর্থনীতি গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের ইতিবাচক ভূমিকা জরুরি। বাংলাদেশ সফল হবে– এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের। এই চলমান বৈশ্বিক মহামারিতেও রেমিটেন্স ও রিজার্ভের রেকর্ড আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে করোনায় বৈশ্বিক অর্থনীতির পরিস্থিতি অবনতি না হলে রেমিটেন্স আরো বেশি হতো বলে মনে করেন বিশিষ্টজনরা। আমাদের প্রতীতি হলো– সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই রেকর্ডের ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক সক্ষমতায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি টেকসই ও সমৃদ্ধ হোক।

লেখক: ব্যাংকার ও প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশের জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড অর্জন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ভূমি মন্ত্রণালয় সকল ভূমিসেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই জটিল কর্মযজ্ঞ দেশের তৃণমূল পর্যায়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ-এর নেতৃত্বে। উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত 'ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল' সম্প্রসারণ ও উচ্চ গতির ইন্টারনেট সহজলভ্য করার কারণে। ভূমিমন্ত্রী'র নেতৃত্বে এবং ভূমিসচিব-এর তত্ত্বাবধানে ২০১৯ সালের জুলাই মাস থেকে তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশে ই-মিউটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কাজে কারিগরি সহায়তা করছে আইসিটি বিভাগের এটুআই প্রকল্প। ভূমি সংস্কার বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের মাধ্যমে ই-নামজারি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত ই-মিউটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বীকৃতি হিসেবে প্রথমবারের মতো 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' ক্যাটগরিতে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করে বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয়, যা দেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ বলেন, এই পুরস্কার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ ও জাতির সম্মিলিত অর্জন। জাতিসংঘ পুরস্কার প্রাপ্তির পর আমাদের ওপর দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। এ স্বীকৃতি ধরে রাখতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগামী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে যেসব প্রতিষ্ঠান কার্যকর এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম জনপ্রশাসন গঠনে অবদান রাখে সেসব প্রতিষ্ঠানকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

৫ই জুন জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমি মন্ত্রণালয়কে জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জনের বিষয়টি জানায়; ১৬ই জুন জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী ৭টি দেশের প্রতিষ্ঠান কিংবা উদ্যোগের নাম ঘোষণা করে। প্রতিবছর এই দিনকে সামনে রেখে জাতিসংঘ 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে ৭টি ক্যাটাগরিতে। ২৩শে জুন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় (যুক্তরাষ্ট্র ইএসটি সময় সকাল ৯টা) জাতিসংঘ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস দিবস' উদ্‌যাপন করে। এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল– 'ON THE FRONTLINES: Honouring public servants in the COVID-19 pandemic response'।

প্রতিবেদন : এস এম মহিয়ান

সৌন্দর্যে দ্রৌপদী বর্ষাকাল

ইমরুল কায়েস

রূপসি বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ আষাঢ়কে বলেছেন, 'ধ্যানমগ্ন বাউল-সুখের বাঁশি'। বৃষ্টি ঝেঁপে আসুক বা ঝিরঝিরে নামুক, আষাঢ়ে কদম ফুল ফুটবেই। যেমন করে বিশ্বকবি তাঁর আবেগময় গানে বর্ষার কদম ফুলের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে– 'বাদল দিনের প্রথম কদমফুল করেছ দান, আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান'। আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে নতুন সাজে বহুরূপে পালাবদলের পরিক্রমায় গ্রীষ্মের শেষে আগমন ঘটে বর্ষার। ঋতুচক্রে বর্ষার স্থান দ্বিতীয়। ছয়টি ঋতুকে কেন্দ্র করেই প্রকৃতি তার রূপ, যৌবন যেন বদলে নেয়। ষড়ঋতুর আলিঙ্গনে রূপসি বাংলার প্রকৃতি হয়ে উঠে সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার–'দ্রৌপদী'। কখনো মেঘ, কখনো বৃষ্টি বা রংধনু, কখনো সূর্যের অতীব তীব্র কিরণ! সবই যেন প্রকৃতির লীলাখেলা।

দুই মাসে একটি ঋতু। আষাঢ়-শ্রাবণে বাংলার প্রকৃতির মাঝে মনোহর রূপে আগমন করে ঋতুরানি 'বর্ষা'। ষড়ঋতুর লীলার মাঝে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এ ঋতু। বর্ষায় প্রকৃতি উর্বরা হয়– নব নব বৃষ্টির জলে স্নান করে গত বছরের সকল দূষণকে দূর করে সাজে স্নিগ্ধ লাবণ্যে। তাই বর্ষা লগনে চির রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ গেয়ে উঠেন– 'আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখোরো বাদলো দিনে/ জানি নে, জানি নে/ কিছুতে কেন যে মন লাগে না...'।

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বর্ষার সৌন্দর্য ব্যক্ত করেন এভাবে– 'শ্রান্ত বরষা, অবেলায় অবসরে প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া; স্বর্ণ সুযোগে লুকোচুরি খেলা করে গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া'। বর্ষায় আকাশের রঙ-রূপ বৈচিত্র্যে ভরপুর থাকে। আকাশে যেন বিভিন্ন বর্ণের মেঘের খেলা চলে। দিগন্ত বিস্তৃত ধূসর কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের ঘনঘটা সবাইকে মুগ্ধ করে, কাছে টানে অন্য এক অজানা আকর্ষণে। চারপাশের ঘন কালো মেঘের বাদ্য-বাজনার তালে তালে বৃষ্টির লীলা-নৃত্যে নিরাবেগী যে কেউ অতিশয় আবেগী হয়ে গুনগুন করে উঠে–'রিমঝিম বৃষ্টিরো ছন্দে মন আজি উছলে উঠে অজানা আনন্দে'। রিমঝিম বৃষ্টির মিষ্টিমাখা সুর শুনতে কার না ভালো লাগে। বর্ষার দিনে টিনের চালে ঝাপুর ঝুপুর, গাছের ডালে টাপুরটুপুর, পুকুর জলে রিনিঝিনি বৃষ্টির ছন্দে উদাস হয় মন। দলবেঁধে ডেকে ওঠে কোলাব্যাঙ- মেঘ হ মেঘ হ, নবজীবনের আনন্দমেলা শুরু হয়। ঝুমুর ঝুমুর বৃষ্টিতে ক্ষেত-পাথার ডুবে যায়। টইটম্বুর পানিতে ঢেউ ওঠে ছলাৎ ছলাৎ। চারদিকে থৈ থৈ পানি। যেন নতুন সমুদ্র জেগেছে গ্রামজুড়ে। দুষ্টু ছেলেরা কলাগাছ কেটে ভেলা বানায়। কলার ভেলায় চড়ে আনন্দে মেতে ওঠে দুরন্ত কিশোরের দল। ঝাঁপ দেয় পানিতে, ডুব সাঁতারে হার মানায় পানকৌড়িকেও। ছোটো ছোটো খালবিলে শাপলা ফুটে হাসতে থাকে। ছেলে-মেয়েরা শালুক কুড়ায় ডুবিয়ে আর শাপলা তুলে নৌকায় করে। বৃষ্টি ঝরে হাটে-মাঠে-নদী ও পাহাড়ে। হেসে ওঠে সবুজরঙা গাছপালা, পুকুর জলে টুপ টুপ ডুব দিয়ে আনন্দে খেলা করে হাঁসের ছানা। মাছেরা ছুটে বেড়ায় বৃষ্টির নতুন পানিতে। লাঙল কাঁধে চাষি পা বাড়ান ক্ষেতের দিকে। নরম মাটিতে হাল দেন। আউশের চারা লাগান। জেলেরা জাল ফেলে নদীতে। জাল ভরে উঠে আসে নানা রুপালি মাছ।

বর্ষা ঋতু যেন ফুলের জননী। বর্ষা ও তার ফুল যেন বাংলার প্রকৃতির আত্মা। বৃষ্টিস্নাত ফুলের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের মন রাঙিয়ে দেয়। বর্ষার যে ফুলগুলো আমাদের আকৃষ্ট করে– শাপলা, কেয়া, কলাবতী, পদ্ম, দোলনচাঁপা, চন্দ্রপ্রভা, ঘাসফুল, পানাফুল, কলমি ফুল, কচুফুল, ঝিঙেফুল, কুমড়াফুল, হেলেঞ্চাফুল, কেশরদাম, পানিমরিচ, পাতা শেওলা, কাঁচকলা, পাটফুল, বনতুলসী, ক্যাজুপুট, গগনশিরীষ, নাগেশ্বর, মিনজিরি, সেগুন, সুলতান চাঁপা, স্বর্ণচাঁপা, নলখাগড়া, ফণীমনসা, উলটকম্বল, কেওড়া, গোলপাতা, শিয়ালকাঁটা, কেন্দার, কামিনী, রঙ্গন, অলকানন্দ, বকুল এবং এছাড়া নানা রঙের অর্কিড। পুকুর পাড়ে কদম গাছে ফুটে থাকে কদম ফুল। কদমের পাতাগুলো যেমন সুন্দর, ফুলগুলোও তেমনি আকর্ষণীয়। এছাড়া বাহারি জবা ফুলতো আছেই।

বর্ষণ মুখর প্রকৃতি হৃদয়ে শিহরণ জাগায়। তখন প্রেমিক মনও জেগে ওঠে। তরুণ-তরুণীদের হৃদয়েও বর্ষা যেন নতুন মাত্রা যোগ করে তা এ গানটি শুনলেই উপলব্ধি করা যায়– 'শ্রাবণের মেঘগুলো ঝড়ো হলো আকাশে, অঝরে নামবে বুঝি শ্রাবণে ঝড়ায়ে/আজ কেন মন উদাসী হয়ে, দূর অজানায় চায় হারাতে।' হুমায়ূন আহমেদও গেয়েছেন– 'যদি মন কাঁদে চলে এসো, চলে এসো এক বরষায়...'।

বর্ষার ফল করমচা, পানিফল। বৃষ্টিভেজা করমচা ফল, পাতা ও গাছ দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর। বর্ষাকালের ফলগুলো পুষ্টিগুণে ভরা থাকে। পেয়ারা, লটকন, আমড়া, জাম্বুরা, জামরুল, ডেউয়া, কামরাঙা, কাউ, গাব ইত্যাদি বর্ষার ফল।

'নাইয়র' গ্রাম্য বধূদের বাপের বাড়ি যাওয়ার উৎসব এই বর্ষাতে হয়– উদাস করা পল্লিবধূ নৌকায় ঘোমটা পরা রাঙামুখ টেনে ছই নৌকায় বাপের বাড়ি নাইয়র যায়। আর ফিরে ফিরে চায় ফেলে আসা পথ পানে। পাল তোলা নৌকা কল কল করে চলতে থাকে আপন মনে।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসজুড়েই নৌকা বাইচের আয়োজন হয়। নৌকাগুলোকে লোকশিল্পের মোটিভ দিয়ে চিত্রিত করা হয় এবং রঙিন কাগজের সাহায্যে চমৎকার করে সাজানো হয়। বাইচের সওয়ারিদের সাজসজ্জাও দেখার মতো। নৌকার মাঝখানে দাঁড়ানো মূল গায়েন হাতে রঙিন রুমাল, পায়ে ঘুঙ্গুর, কাঁধে থাকে গেরুয়া রঙের উত্তরীয় বেঁধে উৎসাহমূলক লোকগীতি গাইতে থাকেন–'কোন মিস্তরি নাও বানাইলো কেমন দেখা যায়?/ ঝিলমিল ঝিলমিল করে আমার ময়ূরপঙ্খি নাও'। নৌকার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নদীর পাড় ধরে ছুটতে থাকে শিশু-কিশোরের দল। নৌকার গতি অনুসারে অনেকে নৌকার সুন্দর সুন্দর নাম–ঝড়ের পাখি, পঙ্খিরাজ, সাইমুন, তুফান মেল, ময়ূরপঙ্খি, অগ্রদূত, দীপরাজ, সোনার তরী ইত্যাদি।

বর্ষায় ছন্দময় বৃষ্টি

হাওর অঞ্চল পানিতে ফুলে ফেঁপে যেন সাগর–যেদিকে চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। কয়েক গ্রাম মিলে আয়োজন করে যাত্রাপালা–সিরাজ-উদ-দৌলা, সোহরাব-রুস্তম, বেহুলা-লক্ষীন্দর, রূপবান ছাড়াও ভাটি অঞ্চলে মনসার ভাসান নিয়ে গীত পরিবেশনের আসর বসে রাতের বেলা কোনো কৃষকের বাড়ির উঠোনে। বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিম বলেন– 'বর্ষা যখন আইতো, গাজির গান হইতো, রঙে ঢঙে গাইতো আনন্দ পাইতাম।' এভাবে বর্ষার সঙ্গে সারা বাংলার লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মিশে রয়েছে।

গ্রামের নারীদের সৃজনশীলতার উৎসবের অন্যতম সময় এই বর্ষাকাল। সেলাইয়ের ফোঁড়ে, ফোঁড়ে পুরনো কাপড়ের পরতে পরতে উঠে আসে জীবনের কথকতা। সুঁচ আর হাতের জাদুতে হেসে ওঠে সুন্দর সুন্দর নকশিকাঁথা; মনের কল্পনাগুলো ছড়িয়ে দেন নকশিকাঁথায়। এটিও বাংলাদেশের বর্ষার উৎসবের একটা অত্যন্ত প্রাণময় এবং বর্ণিল অংশ।

পুঁথিপাঠ ও গল্পের আসর বসে দলিজায় ও বৈঠকখানায় সঙ্গে থাকে– চালভাজা ও মুড়ি-মুড়কি। এ সময় দাদিরা গল্পের ঝুলি খোলেন। ছোটোদের জড়ো করে রূপকথার রাজ্য, দৈত্য-দানব-ডাইনি বুড়ি আর রাক্ষসের গল্প শোনান কেউ কেউ।

বর্ষার উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয় রকমারি মুখরোচক সব খাবার–সুগন্ধী চিনিগুড়ি চালের ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে কলাপাতায় মোড়ানো পদ্মার ভাপা ইলিশ, সরষে-বাটা ইলিশ, কাঁচা তেঁতুল দিয়ে নতুন বর্ষার জলের চকচকে চেলা অথবা পাবদা মাছের ঝোল, শেষ পাতে পায়েস অথবা চন্দ্রপুলী পিঠা! শহুরে সারা দিনের ব্যস্ততা শেষে প্রিয়জনের সঙ্গে বসে গরম গরম খিচুড়ি আর মাংস ভুনা খাওয়ার আনন্দও ঘটে এই বর্ষায়।

গ্রামের মতো শহরে বর্ষার সৌন্দর্য খুব একটা ফুটে ওঠে না। তবুও ইট-পাথরে ঘেরা শহুরে লোকজনও বর্ষার সৌন্দর্য উপভোগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঝুম বৃষ্টিতে কেউ কেউ গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায় বর্ষার পরশ পেতে। কেউ ছাদে উঠে বৃষ্টির ছোঁয়া নিয়ে জুড়িয়ে নেয় দেহ-মন। যান্ত্রিক শহুরে জীবনে বর্ষাকে কাছ থেকে অনুভব করার সুযোগ আসে না। শোনা যায় না সেই টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার রিমঝিম শব্দ। তবু ভীষণ রৌদ্রে পোড়া পিচঢালা পথ যখন ভিজে যায় শান্তির বর্ষায়, সেই রূপও সাধারণ নয়! শহরের মানুষরা বর্ষার রূপ উপলব্ধি করতে পারি বা না পারি, বর্ষা ঠিকই আসে তার রূপের ডালি সাজিয়ে। বর্ষায় ধুয়ে যায় শহরের ময়লা-আবর্জনা। ধুয়ে যায় জীবনের শত ক্লান্তি। প্রশান্তিতে ভরে ওঠে মন।

আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে প্রতিবছর 'বর্ষা উৎসব' অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায়। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী। এ উৎসবে বর্ষা ঋতুর ওপর দেশের অগ্রগণ্য দলগুলো ও বরেণ্য শিল্পীদের বর্ষা কথন পর্ব, নৃগোষ্ঠীদের পরিবেশনা, যন্ত্র সংগীত, দলীয় আবৃত্তি, দলীয় সংগীত ও দলীয় নৃত্য, একক আবৃত্তি, একক সংগীতানুষ্ঠান হয়। বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ঢাকা মহানগর সংসদের আয়োজনে হয় বর্ষা উৎসব।

বর্ষায় কিছুটা বিপদের ঝুঁকিও রয়েছে। ভারি বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে ভেসে যেতে পারে গ্রামের পর গ্রাম। ভেসে যেতে পারে বেড়িবাঁধ, মাছের ঘের। সে কারণে বন্যাপ্রবণ সমতল এলাকার মানুষ আতঙ্কে পার করে বর্ষাকাল। তলিয়ে যায় আবাদি ফসলের জমি। অতিবৃষ্টির কারণে শহুরে নাগরিকের রয়েছে জলাবদ্ধতার শিকার হওয়ার ঝামেলা। দিনমজুর; বস্তিতে থাকা মানুষদেরও কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কর্মজীবীরা বৃষ্টি উপেক্ষা করে ছুটে যান কর্মস্থলে। কিছু বিপদের কথা বাদ দিলে সব মিলিয়েই বর্ষা নিয়ে আসে স্বস্তি ও শান্তির অনুভূতি। ফুলে-ফলে কিংবা সবুজ বৃক্ষে ছড়িয়ে পড়ে অপরূপ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য।

কবিদের ভাবনায় বর্ষা এক অনিন্দ্য সুন্দর সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যের কবি সাহিত্যিক সবাই বর্ষার রূপ-ঐশ্বর্যে মোহিত মুগ্ধ–বৃষ্টির মিষ্টি সুরে রচিত হয়েছে শত শত ছড়া, কবিতা, গান ও গল্প। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুল নাচের ইতিকথা*, *পদ্মা নদীর মাঝি*, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী*, জহির রায়হানের *হাজার বছর ধরে* বা হুমায়ূন আহমেদের *শ্রাবণ মেঘের দিন*- এ বর্ষা অনবদ্য। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও বলেছিলেন–'রিমঝিম রিমঝিম ঘন দেয়া বরষে/.../কুহু পাপিয়া ময়ূর বোলে/ মনের বনের মুকুল খোলে/ নট-শ্যাম সুন্দর মেঘ পরশে'। বর্ষার অপরূপ প্রকৃতি সব কিছুকে ছাপিয়ে একে করে তোলে মানবিক এবং সর্বজনীন ঋতু।

লেখক: গল্পকার ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, এনবিআর

দেশে বন্যা পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণে কন্ট্রোল রুম চালু

বর্ষা মৌসুমে সারা দেশে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অতি বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহে 'কন্ট্রোল রুম' চালু করেছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। এই কন্ট্রোল রুমের মোবাইল নম্বর: ০১৩১৮২৩৪৫৬০। সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সার্বক্ষণিকভাবে চালু থাকবে নম্বরটি। ৩০শে জুন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ এহেতেশাম রেজা স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। উল্লেখ্য, কন্ট্রোল রুমে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাকে বন্যা পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জাতীয় দুর্যোগ মনিটরিং সেল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করতে বলা হয়েছে।

প্রতিবেদন : অর্পি হোসেন

বাঘ সংরক্ষণের গুরুত্ব ও সরকারের কার্যক্রম

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সমুদ্র উপকূলবর্তী প্রায় ৬ হাজার ১৭ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জীব পরিবেশের এক অনন্য নিদর্শন এই বনভূমি। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্য এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, সাইক্লোন, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ইত্যাদির কারণে সুন্দরবনের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। তদুপরি, এই বনভূমির উপর প্রায় ১২ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু। উল্লেখ্য, পৃথিবীর ১৩টি দেশে বাঘ রয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশগুলো হলো– ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভুটান, নেপাল, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম ও রাশিয়া।

বাংলাদেশের বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের প্রধান আবাসস্থল সুন্দরবন হলেও জলবায়ু পরিবর্তনে পানি-মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, শিকারি ও দস্যুদের দৌরাত্ম্য, অবাধ চলাচলে বাধা সৃষ্টি ও খাদ্য সংকটসহ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বেশ কিছু কারণে বাঘের বাসযোগ্য পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে।

বাঘের সংখ্যা হ্রাসের কারণসমূহ

যদিও পৃথিবীর প্রায় সব দেশে বাঘের চামড়া, হাড় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হতে তৈরি পণ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন প্রণয়ন করেছে, কিন্তু তবুও চোরাপথে বাঘের চামড়া পাচার ও কালো বাজারে বিক্রি হচ্ছে। বাঘ ও শিকার প্রাণী (হরিণ, বুনো মহিষ, সাম্বার, শুকর ইত্যাদি) গোপনে নিধন ও পাচার হচ্ছে। বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চল ধ্বংস করে গড়ে উঠছে ভারী শিল্পকলকারখানা, রাস্তাঘাট, জনবসতি, হাটবাজার ইত্যাদি। বাঘের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখনো সনাতনী ওষুধ (Traditional Medicine), শ্যাম্পু ও টনিকের জন্য বিশাল বাজার আছে চীনে। বাঘ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন সারা বিশ্বে বাঘের সংখ্যা হ্রাসের কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১। বাঘ শিকার ও দেহাবশেষ (চামড়া, হাড় ইত্যাদি) পাচার;
২। বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চল ধ্বংস করে রাস্তাঘাট নির্মাণ, খনিজদ্রব্য আহরণ, জবরদখল, জনবসতি ও হাটবাজার স্থাপন;
৩। বাঘের আবাসস্থলে ও আশপাশে শিল্পকারখানা স্থাপন করে পরিবেশ দূষণ;
৪। বাঘ শিকার ও নিধনের জন্য ফাঁদ, বিষটোপ ইত্যাদি ব্যবহার;
৫। বাঘের খাদ্য শিকার-প্রাণী নিধন ও মাংস বাজারজাতকরণ;
৬। বাঘ-মানুষ দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি এবং
৭। বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যানবাহন ও নৌ চলাচল বৃদ্ধি।

বাঘ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

প্রকৃতি থেকে বাঘ বিলুপ্তি রোধকল্পে ১৯৯৪ সালে মার্চ মাসে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে Global Tiger Forum (GTF) গঠিত হয়। GTF হচ্ছে বাঘ অধ্যুষিত এবং বাঘ সংরক্ষণ বিষয়ে সহায়তাদানকারী দেশসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা। বাংলাদেশ এর সদস্য।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী বাঘ ও বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চলসমূহ সংরক্ষণে সম্মিলিত উদ্যোগের সহায়তাদান করছে বিশ্বব্যাংক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউএসএইড, GTI (Global Tiger Initiative) ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত Tiger Summit-এ বাঘসমৃদ্ধ ১৩টি দেশের (Tiger Range Country) রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে বাঘ সংরক্ষণকে বেগবান করার জন্য ঘোষণাপত্র তৈরি হয়।

বাঘ একটি বনের জীববৈচিত্র্যের অবস্থা নিরূপণের ইন্ডিকেটর (Indicator) প্রজাতি। যে বনের অবস্থা ভালো সেখানে বাঘের সংখ্যা বেশি থাকে। বাঘ কমে যাওয়ার অর্থ বনাঞ্চলের অবস্থা/বাঘের আবাসস্থল বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন। তাই মহা বিপদাপন্ন প্রজাতির বাঘ রক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে বাঘের আবাসস্থল হিসেবে বিবেচিত ১৩টি টাইগার রেঞ্জ দেশে বাঘ সংরক্ষণের জন্য National Tiger Recovery Program (NTRP) ও Global Tiger Recovery Program (GTRP) বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বাঘ সংরক্ষণের গুরুত্ব

বাঘ বনের Flagship species হিসেবে কাজ করছে। বাঘ বনের খাদ্যশৃঙ্খলের শীর্ষে অবস্থান করছে এবং এর উপর নির্ভর করছে ঐ বনের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য। সেজন্য বাঘ সংরক্ষণের অর্থ কেবলমাত্র একক প্রজাতি ব্যবস্থাপনা নয়, এর সঙ্গে অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে তাদের আবাস, খাদ্য নিরাপত্তা ও প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করা।

২০১০ সালে থাইল্যান্ডে মন্ত্রী পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী সভা 1st Asian Ministerial Conference on Tiger Conservation (1st AMC) অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সের ঘোষণাকে সংক্ষেপে Hua Hin Declaration on Tiger Conservation নামে অভিহিত করা হয়। এই যৌথ ঘোষণায় প্রতিটি দেশে মহাবিপন্ন বাঘ ও বাঘের আবাসস্থল সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে পরিবর্তিত উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য টেকসই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

Tiger Summit ঘোষণাপত্র

২০১০ সালের ২০-২৪শে নভেম্বর রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে Summit অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৩টি

বাঘসমৃদ্ধ দেশের সরকার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত ঘোষণার মূল বিষয়গুলো হলো–

১. আগামী ২০২০ সালের বাঘের সংখ্যা বর্তমান সংখ্যা থেকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে হবে;
২. বাঘ ও বাঘের আবাসস্থল হিসেবে চিহ্নিত বনাঞ্চলসমূহকে সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে;
৩. বাঘের আবাসস্থলসমূহকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মূল আধার হিসেবে চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;
৪. বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চলে কোনো শিল্পকারখানা স্থাপন, খনিজ পদার্থ উত্তোলন বা পরিবেশ দূষণের মতো কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যাবে না;
৫. বনাঞ্চলের চলমান টহল ব্যবস্থা উন্নত করে বাঘ ও বাঘের শিকার প্রাণীর নিধন বন্ধ করতে হবে;
৬. বাঘ সংরক্ষণের মাধ্যমে ইকোট্যুরিজম সম্প্রসারিত করে উক্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে হবে;
৭. বাঘ ও মানুষের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নিরসনের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ প্রদান ও সময়োপযোগী বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
৮. দুই দেশের সীমান্ত সংলগ্ন বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চলে বাঘের চলাচল যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য ট্রান্সবাউন্ডারি ইস্যু নিয়ে যৌথ প্রটোকল স্বাক্ষর করতে হবে;
৯. বাঘ, বাঘের দেহাবশেষ ও চামড়া পাচার রোধ করার জন্য CITES, INTERPOL, ASIAN-WEN ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করতে হবে;
১০. বাঘ ও বাঘের শিকার প্রাণী নিধনের জন্য চলমান বন্যপ্রাণী আইনসমূহে শাস্তির বিধান বৃদ্ধি করে আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;
১১. বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে হবে;
১২. বনাঞ্চলে বাঘ ও শিকার উপযোগী প্রাণীর অবস্থা ও সংখ্যা নির্ধারণের জন্য নিয়মিতভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও উন্নত বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করতে হবে;
১৩. বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চলে বনজদ্রব্য আহরণ সীমিত ও হ্রাস করতে হবে এবং এর বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাছ থেকে Forest Carbon Financing যেমন REDD+, PES GER ইত্যাদি সহায়তা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে;
১৪. প্রতিটি দেশকে বাঘ সংরক্ষণে কর্মপরিকল্পনা (Tiger Action Plan) প্রণয়ন বাস্তবায়ন করতে হবে;
১৫. সরকার অনুমোদিত জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্মসূচি (National Tiger Recovery Programme) বাস্তবায়ন করতে হবে এবং
১৬. প্রতিবছর ২৯শে জুলাই 'বিশ্ব বাঘ দিবস' উদ্‌যাপন করে বাঘ সংরক্ষণে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

ঢাকা ঘোষণাপত্র (Dhaka Recommendations)

২০১৪ সালের ১৪-১৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় বাঘসমৃদ্ধ দেশ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বাঘ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসমূহের সম্মিলিত প্রয়াসে Second Stocktaking Conference of Global Tiger Recovery Programme (GTRP) অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত সম্মেলন উদ্‌বোধন করেছিলেন এবং বাঘ সংরক্ষণে ঢাকা ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়।

বাঘ সংরক্ষণ দিল্লি ঘোষণা ২০১৬

২০১৬ সালের ১৪ই এপ্রিল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাঘ সংরক্ষণ সম্মেলনে বাঘসমৃদ্ধ ১৩টি দেশের মন্ত্রী, বাঘ বিশেষজ্ঞ ও ঊর্ধ্বতন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বাংলাদেশ সরকার বাঘ সংরক্ষণে বিশেষ অগ্রাধিকার কর্মসূচি ও আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরিত প্রটোকল অনুসারে সুন্দরবনের বাঘ রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যেমন–

১. বাঘ নিধন ও হরিণ শিকার বন্ধের জন্য অধিকতর শাস্তির বিধান রেখে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ প্রণয়ন করেছে।
২. বন বিভাগ ইতোমধ্যে Bangladesh Tiger Action Plan প্রণয়ন করেছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ২০১০ প্রণয়ন এবং আইনে বাঘ শিকারের জন্য ১২ বছরের জেল এবং দ্বিতীয়বার অনুরূপ অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।
৩. বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সুন্দরবনসহ সারা দেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য 'Strengthening Regional Co-operation for Wildlife Protection' প্রকল্পের ৫০ জন দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বন বিভাগের ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট, র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি, কোস্টগার্ড-এর যৌথ উদ্যোগে নিয়মিতভাবে মাঠপর্যায়ে অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী পাচার, বিক্রি ও প্রদর্শন রোধ প্রকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় অসুস্থ

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৬ই জুলাই সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বঙ্গবন্ধুর স্মারক বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০ উদ্‌বোধন করেন। এ উপলক্ষে সেনাপ্রধান ঢাকা সেনানিবাসের 'আল্লাহু মসজিদ' প্রাঙ্গণে একটি কাঠগোলাপের চারা রোপণ করেন। এর মাধ্যমে ঢাকা সেনানিবাসে বৃক্ষরোপণ অভিযান কর্মসূচির উদ্‌বোধন করা হয়। একইসঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেনারেল আজিজ আহমেদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল সেনানিবাসে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। এ অভিযানের প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'সবুজ বৃক্ষ–নির্মল পরিবেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'।

বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০ এ ফলজ, বনজ ওষধি প্রজাতির বৃক্ষসহ সৌন্দর্যবর্ধক বিভিন্ন প্রকার গাছের চারা রোপণ করা হবে। সকল সেনানিবাস, স্বর্ণদ্বীপসহ প্রশিক্ষণ এলাকা ও ফায়ারিং রেঞ্জ, ডিওএইচএস এবং জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এই কর্মসূচি মাসব্যাপী চলমান থাকবে। এ বছর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তিন লক্ষাধিক বৃক্ষরোপণ করা হবে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো– বনজ সম্পদ বৃদ্ধি ও পরিবেশগত ভারসম্য রক্ষা। এলক্ষ্যে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীকে বিশেষ অর্থবহ করে তুলতে সকলকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করা হয়েছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

প্রতিবেদন: তারান্নুম সাদিকা

বাঘকে সেবাদানের জন্য খুলনায় একটি 'Wildlife Rescue' স্থাপন করা হয়েছে।

৪. সুন্দরবনের চারপাশের গ্রামগুলোতে বন বিভাগ, WildTeam ও স্থানীয় জনসাধারণের সমন্বয়ে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় একটি 'Tiger Response Team' এবং সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রাম এলাকায় ৪৯টি 'Village Tiger Response Team (VTRT)' গঠন করেছে। এই উদ্যোগটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। সাম্প্রতিককালে লোকালয়ে চলে আসা বাঘ মারার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণকে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার জন্য সুন্দরবনের আশপাশের উপজেলায় ৪টি CMC (Co-Management Committee) গঠন করা হয়েছে। জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. বন্যপ্রাণী দ্বারা নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আলোকে ২০১১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে।

৬. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উভয় সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ, বাঘ ও শিকারি প্রাণী পাচার বন্ধ, দক্ষতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ইত্যাদির জন্য একটি প্রটোকল ও একটি এমওইউ স্বাক্ষর করা হয়েছে। এছাড়া বাঘ রক্ষায় নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ।

বন বিভাগ জানিয়েছে, সুন্দরবনের বাঘের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও প্রবৃদ্ধির প্রধান বাধাগুলোকে চিহ্নিত করে অবাধ বিচরণ ও আবাসস্থলকে নির্বিঘ্ন করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিরাপদ প্রজনন পরিবেশ তৈরির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যে-কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপে সুন্দরবনে দস্যুতা এবং চোরা শিকারিদের তৎপরতা কমেছে। সেই সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। এসব কারণে সুন্দরবনে আগের তুলনায় বাঘ অনেকটা সুরক্ষিত এবং বাঘের বিচরণক্ষেত্রও নিরাপদ হওয়ার ফলে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২১শে মে ২০১৯ সুন্দরবনের বাঘ জরিপের ফল প্রকাশ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের জরিপে সুন্দরবনে ১১৪টি বাঘের সন্ধান পাওয়া গেছে। ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই তিন বছরে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮টি। ২০১৫ সালে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি। জরিপের এ ফল প্রকাশ করেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন। ২১শে মে ২০১৯ শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০১৬ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত মোট চারটি ধাপে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা, খুলনা, শরণখোলা রেঞ্জের তিনটি ব্লকের ১,৬৫৬ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিশেষ এক ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২৪৯ দিনব্যাপী পরিচালিত এ জরিপ কার্যক্রমে ৬৩টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ, ৪টি জুভেনাইল বাঘ এবং ৫টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাঘের মোট ২,৪৬৪টি ছবি পাওয়া যায়। সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, সুন্দরবনে বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র ৪,৪৬৪ কিলোমিটার এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুণ করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে। ইউএসএইডের অর্থায়নে বেঙ্গল টাইগার কনজারভেশন অ্যাক্টিভিটি (বাঘ) প্রকল্পের আওতায় এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। এসইসি আর মডেলে তথ্য বিশ্লেষণ করে সুন্দরবনে প্রতি ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাঘের আপেক্ষিক ঘনত্ব পাওয়া গেছে ২.৫৫+০.৩২। সুন্দরবনের বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র চার হাজার ৪৬৪ কিলোমিটার এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুণ করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ১১৪টি। জরিপে দেখা গেছে, বাগেরহাটের শরণখোলা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশি, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১.২১টি বাঘ রয়েছে। জরিপে বন বিভাগকে সহযোগিতা করেছে ওয়াইল্ড টিম, যুক্তরাষ্ট্রের স্মিথ সোনিয়ান কনজারভেশন বায়োলজি ইনস্টিটিউট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সুন্দরবনের বাঘের শিকার-প্রাণীর মধ্যে চিত্রা হরিণ, শুকর, বানর প্রভৃতি রয়েছে। বাঘের সংখ্যা বাড়াতে হলে বাঘের শিকার-প্রাণীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। বাঘ সংরক্ষণে সরকারের নেওয়া গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মেনে চলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যার ফলে বাংলাদেশ বিগত ১০ বছরে ৪টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে এগুলোর মধ্যে– বন ব্যবস্থাপনায় ইকুয়েটর প্রাইজ, উপকূলীয় বনায়নের জন্য আর্থ কেয়ার অ্যাওয়ার্ড, বন সংরক্ষণের জন্য ওয়াঙ্গারি মাথাই অ্যাওয়ার্ড অন্যতম।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

গ্লোবাল সিটিজেন তহবিলে ৫০ হাজার মার্কিন ডলার প্রদানের ঘোষণা বাংলাদেশের

করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে 'গ্লোবাল সিটিজেন' তহবিলে ৫০ হাজার মার্কিন ডলার প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ– ২৮শে জুন এ তথ্য জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। নিরাপদ ও কার্যকর ভ্যাকসিন উদ্ভাবন এবং সহজ প্রাপ্যতার জন্য বাংলাদেশ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ মোকাবিলা এবং ন্যায্য ও সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এই অর্থ সহায়তা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন, পরীক্ষা ও চিকিৎসার উন্নয়নে অতিরিক্ত তহবিল যোগাড়ের লক্ষ্যে ইউরোপীয় কমিশন ও গ্লোবাল সিটিজেন আয়োজিত 'গ্লোবাল গোল: ইউনাইট ফর আওয়ার ফিউচার–দ্য সামিট'–এ এই অর্থ প্রদানের ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সব সময়ই সাম্য, ন্যায় ও জাতীয় মালিকানার নীতিকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। যাদের এই সেবার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তারা যেন তা পান, একজনও যেন বাদ না পড়েন তা নিশ্চিত করতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই প্রয়াস। বিশ্বের সবাই যেন সমতার ভিত্তিতে সেবা পায় সেলক্ষ্যেই এই সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন : আবিদ হোসেন

করোনা থেকে পরিত্রাণে সতর্কতা জরুরি

ফারিহা হোসেন

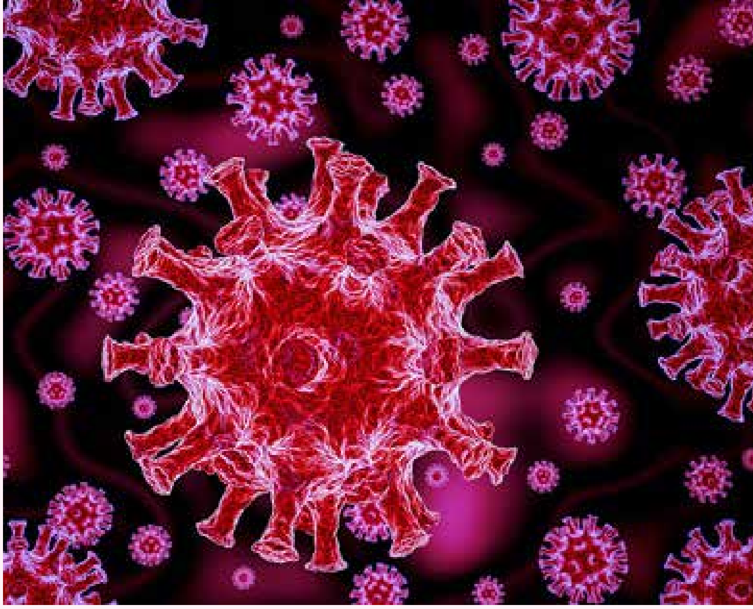

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস একটি সংক্রামক ভাইরাস। বিশ্বব্যাপী করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর কার্যকর কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার করা এখনো সম্ভব হয়নি। পুরো মানবজাতি এক অর্থে অসহায় এ ভাইরাসের কাছে। নভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-২০১৯ অনেক রকম প্রজাতি আছে, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ছয়টি প্রজাতি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সাধারণত জ্বর, কাশি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা প্রধান লক্ষণ হিসেবে দেখা দেয়। এটি ফুসফুসে আক্রমণ করে। সাধারণত শুষ্ক কাশি ও জ্বরের মাধ্যমেই শুরু হয় এর উপসর্গ, পরে শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা দেখা দেয়। উপসর্গগুলো প্রকাশ পেতে গড়ে পাঁচ থেকে ১৪ দিন সময় নেয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ভাইরাসটির ইনকিউবেশন পিরিয়ড ১৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। তবে কিছু কিছু গবেষকের মতে, এর স্থায়িত্ব ২৪ দিন পর্যন্তও হতে পারে। এ ভাইরাসে আক্রান্ত ও সংক্রমিত মানুষ অন্যদের সংক্রমিত করে। তবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত উপসর্গহীন মানুষরাও অন্যের দেহে ভাইরাসটি সংক্রমিত করতে পারে। জ্বর দিয়ে ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়, এরপরে শুকনো কাশি দেখা দিতে পারে। প্রায় এক সপ্তাহ পরে শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে। সমস্যা জটিল হলে অনেক রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দিতে হয়। এই রোগে ৬ ভাগ কঠিনভাবে অসুস্থ হয়– এক্ষেত্রে ফুসফুস বিকল, সেপটিক শক, অঙ্গ বিকলাঙ্গ এবং মৃত্যুর আশঙ্কা তৈরি হয়। ১৪ ভাগের মধ্যে তীব্রভাবে উপসর্গ দেখা দেয়। তাদের মূলত শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা তৈরি হয়। ৮০ ভাগের মধ্যে হালকা উপসর্গ দেখা যায়– জ্বর এবং কাশি ছাড়াও কারো কারো নিউমোনিয়ার উপসর্গও দেখা যেতে পারে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে। বয়স্ক ব্যক্তি এবং যাদের কোনো ধরনের অসুস্থতা যেমন- অ্যাজমা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসে মারাত্মক অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, এ রোগে নারীদের চেয়ে পুরুষদের মৃত্যুর আশঙ্কা বেশি। আক্রান্ত ব্যক্তি যেন শ্বাসপ্রশ্বাসে সহায়তা পায় এবং তার দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেন ভাইরাসের মোকাবিলায় সক্ষম হয়, তা নিশ্চিত করাই থাকে চিকিৎসকদের উদ্দেশ্য। গ্রীষ্মের তুলনায় শীতের মাসগুলোতে সর্দি এবং ফ্লু বেশি দেখা যায়।

বিশ্বজুড়ে এখন একটাই আতঙ্ক আর তার নাম এই করোনা ভাইরাস। এ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতেই কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। 'কোয়ারেন্টাইন' অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথক থাকা। কারো মধ্যে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে, তাকে জনবহুল এলাকা থেকে দূরে রাখতে এবং ভাইরাসটির প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে অন্তত ১৪ দিন আলাদা থাকতে বলা হয়। নিরাপদ স্থানে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কোয়ারেন্টাইনের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে কোয়ারেনটাইনে থাকা মানুষদের অবজারভেশনে রাখা না হলে, এ রোগ আরো ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলেশন শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারো মধ্যে যখন জীবাণুর উপস্থিতি ধরা পড়ে অথবা ধরা না পড়লেও যদি উপসর্গ থাকে, তখন তাকে আলাদা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হয়। এ প্রক্রিয়াকে আইসোলেশন বলে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আইসোলেশন হচ্ছে অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য, আর কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে সুস্থ বা আপাত সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য। আইসোলেশনে কতদিন রাখা হবে তার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আইসোলেশনে রাখা হয়।

কোনো ব্যক্তি যখন বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনের সকল নিয়ম মেনে বাইরের লোকজনের সঙ্গে ওঠাবসা বন্ধ করে আলাদা থাকেন, তখন সেটিকে হোম কোয়ারেন্টাইন বলা হয়। কোনো ব্যক্তি যদি কোভিড-১৯ আক্রান্ত দেশ থেকে ফেরেন তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও কমপক্ষে ১৪ দিন তাকে কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তি মুখে মাস্ক পরবেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন, ঘরে আলাদা থাকবেন। তার ব্যবহার্য জিনিস অন্য কেউ ব্যবহার করবেন না। তার ঘরে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সতর্কতা ছাড়া কেউ প্রবেশ করবেন না। কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির কাছে খাবার ও অন্যান্য সেবা যিনি পৌঁছে দেবেন তিনিও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন। কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যদের অন্তত ১ মিটার দূরে থাকতে বলা হয়। মুখে মাস্ক পরা, অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, হাঁচি-কাশির সময় রুমাল-টিস্যু ব্যবহার করা ও ব্যবহারের পর মাস্ক, টিস্যু ঢাকনাযুক্ত পাত্রে ফেলে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি। কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তি ও তাকে সেবা প্রদানকারীকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এমন খাবার খেতে হবে এবং সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা মানেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এই ভাবনাটি ভুল। যারা করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে ফিরেছেন, করোনা রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন অথবা সন্দেহ করা হচ্ছে তিনি করোনায় আক্রান্ত হতে পারেন, এমন ব্যক্তিকেই হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়ে থাকে।

কোয়ারেন্টাইনে থাকা মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন। এমনকি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মা তার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন। মায়ের বুকের দুধ পানে শিশু আক্রান্ত হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ হলো করোনায় আক্রান্ত মা তার শিশুকে বুকের দুধ চালিয়ে যেতে

পারবেন। তবে মাস্ক ব্যবহার এবং ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তারপরে শিশুর কাছে যেতে হবে। কাশি, সর্দি, বমি ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে সঙ্গে সঙ্গে মাস্ক খুলে নতুন মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের পর মাস্ক ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলতে হবে এবং সাবান পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে। অপরিষ্কার হাতে কখনোই চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করা যাবে না। অবশ্যই হাঁচি-কাশির সময় টিস্যু পেপার বা বাহুর ভাঁজে মুখ ও নাক ঢেকে হাঁচি-কাশি দিতে হবে। হাঁচির পর হাত পরিষ্কার করতে হবে। ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র অন্য কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা যাবে না কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালে। ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, আইশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সংবাদকর্মী যারা করোনা রোগীর সংস্পর্শে আসেন তাদের অবশ্যই পিপিই ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা রয়েছে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রতিদিন বাড়িঘর ভালো মতো পরিষ্কার করাও জরুরি। পাশাপাশি জীবাণুনাশক হ্যান্ডওয়াশের মতো কিছু স্বাস্থ্য উপকরণও ঘরে রাখা জরুরি। প্রতিবার খাবার রান্না বা তৈরি করার আগে ও পরে, খাবার খাওয়ার আগে ও পরে, টয়লেট ব্যবহারের পরে, বাইরে থেকে বাসায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ভালোভাবে ধুতে হবে অথবা জীবাণুনাশক ব্যবহার করে হাত পরিষ্কার করতে হবে। রান্নাঘরসহ বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যকর রাখতে জীবাণুনাশক ক্লিনিং স্প্রেও ব্যবহার করা জরুরি। খাবার তৈরির আগে ও পরে জীবাণুনাশক ক্লিনিং স্প্রে ব্যবহার করে রান্নাঘর এবং বাথরুমসহ বাসার অন্যান্য ঘর পরিষ্কার করতে হবে, যাতে কোনো রোগজীবাণু খাবারে যেতে না পারে। হাড়ি-পাতিল ধোয়া, টয়লেট পরিষ্কার বা ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করার মতো গৃহস্থালি কাজের জন্য রাবার গ্লাভস ব্যবহার করলে ভালো। বাড়ির প্রতিটি ঘরে টিস্যু রাখা উচিত, যাতে কাশি বা হাঁচির সময় হাত বাড়ালেই টিস্যু পাওয়া যায়। ভেজা টিস্যু, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং পকেট টিস্যু জীবাণুনাশক ভেজা টিস্যু এবং স্যানিটাইজার ঘরে বা বাইরেও ব্যবহার করা যায়। যখন সাবান বা পানি পাওয়া যাবে না, তখন এসব ব্যবহার করে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে।

দীর্ঘদিন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে করোনা ভাইরাসকে হয়ত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, কিন্তু এতে মানসিক কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনদের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা, দিন চালানোর মতো রসদ সংগ্রহের চ্যালেঞ্জ, আর তারচেয়েও সুস্থ ভাবে দিনগুলো কীভাবে কাটবে ভেবে প্রবল মানসিক উদ্বেগে ভুগতে শুরু করা মোটেই বিচিত্র নয়! গৃহবন্দি থাকতে থাকতে দেখা দিতে পারে ডিপ্রেশন। এই বিপুল মানসিক চাপ আর ডিপ্রেশন সহ্য করতে করতে ভেঙে পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কাজেই একদিকে যেমন করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, তেমনি লড়াই করতে হবে নিজের মনের সঙ্গেও। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা আর সেইসঙ্গে ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা, এ সময় কাটিয়ে উঠতে আমাদের সাহায্য করবে। মনোবল ভেঙে গেলে চলবে না।

সংবাদমাধ্যমে নানান খবর, হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া নানান ফরোয়ার্ডেড মেসেজ, বাড়িতে আলোচনা, সব মিলিয়ে তথ্যে ভারাক্রান্ত আমরা সবাই। কিন্তু সারাক্ষণ একটা বিষয়েই ডুবে না থেকে অন্যান্য বিষয়েও কথা বললে, ভালো গান শুনলে, ছবি দেখলে মন হালকা থাকবে। কঠিন এ সময়ের জন্য সুস্থ দেহের পাশাপাশি সুস্থ মন থাকাও অত্যন্ত প্রয়োজন।

এ পরিস্থিতিতে গুজব যাতে ছড়াতে না পারে, সে কারণে যে কোনো খবর বিশ্বাস এবং অন্যকে জানানোর আগে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার মেসেজ বা পোস্ট থেকে নয়, অথেনটিক সোর্স থেকে পাওয়া তথ্যই গ্রহণ করা উচিত। এতে করে সঠিক তথ্য পাওয়া এবং অন্যকে জানানোর মাধ্যমে একে অন্যের পাশে থাকা যাবে, গুজবও ছড়াতে পারবে না।

বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলে মন ভালো থাকবে। শুধু রোগ বা সমস্যার কথাই নয়, নানা বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে কথা বললে মন ঝরঝরে থাকবে। এতে করে অন্যেরা যেমন ভরসা পাবে, নিজেরও ভরসা লাগবে। কাজেই মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে এ সংকট কেটে যাবে। এ সময় ইতিবাচক ভাবনা অত্যন্ত জরুরি। করোনা ভাইরাসে ক্ষতির সঙ্গে ভালো দিকও আছে। লকডাউনে থাকাকালে পরিবারের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন একটা সময় কাটানো যাচ্ছে, এও কম কিসে! পজিটিভ ভাবনা উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে।

সরকার দেশের মানুষের পাশে থেকে যেমন তাদের ভালো রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আমরাও তেমনি নিজেদের ভালো রেখে, অন্যদেরও ভালো রাখতে চেষ্টা করতে পারি। এতে করে সরকারকে যেমন সহায়তা করা হবে, তেমনি নিজেকেও সহায়তা করা হবে। সহায়তা করা হবে দেশ এবং বিশ্বকেও।

লেখক: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও কলাম লেখক

রুয়েটে সাশ্রয়ী ভেন্টিলেটর তৈরি

দেশে করোনাকালীন দুর্যোগ মোকাবিলায় সাশ্রয়ী ভেন্টিলেটর তৈরি করেছে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) একদল শিক্ষার্থী। ১৪ই জুলাই সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করে রুয়েট প্রশাসন। রুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মাসুদ রানার তত্ত্বাবধানে একদল শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে গঠিত টিম 'দুর্বার কাণ্ডারি ইমার্জেন্সি ভেন্টিলেটর' তৈরি করেছেন। স্বল্প খরচে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এবং যার পরিচালনাও সহজ ও নিরাপদ বলে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়। ভেন্টিলেটরটি বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় এমআইটি কর্তৃক করোনাকালে প্রস্তুতকৃত ইমার্জেন্সি ভেন্টিলেটরের মডেল অনুসরণ করে নতুন আঙ্গিকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

রুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের হল রুমে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন রুয়েটের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম শেখ। তিনি বলেন, 'দুর্বার কাণ্ডারি ইমার্জেন্সি ভেন্টিলেটর' বাংলাদেশের ভেন্টিলেটর-সংকট সমস্যার সমাধান করবে। টিম দুর্বার কাণ্ডারির তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ড. মাসুদ রানা বলেন, 'এই ভেন্টিলেটরটি মাত্র ৩০-৩৫ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত করা সম্ভব'।

প্রতিবেদন: রিপন তাহেরী

রবীন্দ্র সাহিত্যে বর্ষা বন্দনা

মঈনুল হক চৌধুরী

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। বাংলা সাহিত্যে এই ছয়টি ঋতুর বর্ণনা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। তবে সবচেয়ে বেশি যে ঋতুটির কথা আবেগঘনভাবে কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মে উচ্চারিত হয়েছে তা

বর্ষায় জাতীয় ফুল শাপলার দৃশ্য

হলো বর্ষা ঋতু। বর্ষার আবেদন চতুর্মুখী। বর্ষার অপরূপ দৃশ্য যেমন আমাদের মনে কুহক জাগায়, এর ঠিক উলটোদিকে বিষাদও এনে দেয়। বর্ষা যেমন নতুন শিহরণে জাগরিত করে, আবার ডুবাতেও পারে তার উদারতায়। এ কারণে অন্যান্য ঋতুর চেয়ে এর গ্রহণযোগ্যতা আর গুরুত্ব বেশি। যার মায়াবী রূপ আমাদেরকে মোহিত করে, আন্দোলিত করে, শিহরিত করে। যার দর্শনে আমাদের হৃদয়-মন পুলকিত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলা হয় বর্ষার কবি। বর্ষা ঋতুকে তিনি তাঁর মনের মাধুরী মেশানো কাব্যভাষা দিয়ে ঋদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঋতু সৌন্দর্যের কবিও। আর কারো রচনায় ঋতুস্তুতি এমনভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে কি-না জানা যায় না। তাঁর ঋতু সংক্রান্ত রচনায় বিশ্ব প্রকৃতি থেকে মানবজীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। ঋতুচক্রের মধ্যে তিনি যে বিশ্ব ছন্দের স্পন্দন অনুভব করেছিলেন, তা অনুরণিত হয়েছিল তাঁর হৃদয়ের ছন্দে। তাই তিনি নিজের জীবনকেই স্পন্দিত করতে চেয়েছিলেন বিশ্বজগতের ছন্দে। ঋতু বন্দনায় প্রকৃতি ও মানুষের অন্তর রহস্য মিলেমিশে এক হয়ে দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে। বর্ষার আবেদন যে এত বেশি সুধাময় হয় তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' দিয়ে একদিন যে শিশু কবির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বর্ষা ঋতুর সঙ্গে অতি শৈশবে, সে সম্পর্ক জীবনের নানা তরঙ্গাভিঘাতের পরেও অবিক্ষত থেকে গিয়েছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে ছয়টি ঋতুর বর্ণ-রূপ-রস চিরকাল গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বসন্ত ঋতু ঋতুরাজ বলে কথিত হলেও রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষাই যেন ছিল ঋতুরাজ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল জমিদারি দেখাশোনার সুবাদে ১৮৯১ সাল থেকে ১৯০১ সালে যখন শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসর অঞ্চলে এলেন। সেই আসা-যাওয়ার অবকাশে, সাময়িক বসবাসের সুবাদে নদীমাতৃক, বর্ষা-বর্ষণ প্রধান গ্রামবাংলাকে স্বরূপে চিনে নিলেন। বাংলার ওই প্রকৃতি তাঁর চেতনায় স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছিল, যে জন্য আমৃত্যু ওই স্মৃতি বহন করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিভিন্ন ধরনের লেখায় সে প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা এদিক থেকে বিচিত্র। কালবৈশাখির সাময়িক ঝড়-জল শেষে আষাঢ়-শ্রাবণের মেঘবৃষ্টি নিয়ে দিনরাতের নানা প্রহরে তাঁর নানা অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও বর্ষার বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ হতে দেখা যায়। কেননা রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষা ছিল ষড়ঋতুর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ মূলত বর্ষাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন ।

তাই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষা কখনো নবযৌবনের প্রতীক, কখনো বিরহকাতর হৃদয়ের দহন-জ্বালার প্রকাশ হিসেবে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকে বিশেষ শিল্পদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন যা তাঁর 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় সেই কাব্য ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। কবি বর্ষার আগমনে পুলকিত হয়ে আনন্দের নির্যাসটুকু প্রকৃতির মধ্যে ঢেলে দিয়ে বর্ষাকে অভিবাদন করেছেন– এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,/গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা-/ দুলিছে পবন সনসন বনবীথিকা,/গীতময় তরুলতিকা। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যগ্রন্থে 'বর্ষার দিনে' শিরোনামের বর্ষা নিয়ে একটি কবিতা রয়েছে। 'বর্ষার চিঠি' প্রবন্ধের কথাই ধরা যাক। বর্ষার দিনের অনুপম বিবরণ রয়েছে এতে–

> মনে করুন পিছল ঘাটে ভিজে ঘোমটায় বধূ জল তুলছে, বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে, পাঠশালা ও গয়লাবাড়ির সামনে দিয়ে সংকীর্ণ পথে ভিজতে ভিজতে জলের কলস নিয়ে তারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে, খুঁটিতে বাঁধা গোরু গোয়ালে যাবার জন্যে হাম্বারবে চিৎকার করছে, আর মনে করুন, বিস্তীর্ণ মাঠে তরঙ্গায়িত শস্যের উপর পা ফেলে ফেলে বৃষ্টিধারা দূর থেকে কেমন ধীরে ধীরে চলে আসছে, প্রথমে মাঠের সীমান্তস্থিত মেঘের মতো আমবাগান, তার পরে এক-একটি করে বাঁশঝাড়, এক-একটি করে কুটির, এক-একটি করে গ্রাম বর্ষার শুভ্র আঁচলের আড়ালে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে আসছে, কুটিরের দুয়ারে বসে ছোটো ছোটো মেয়েরা হাততালি দিয়ে ডাকছে 'আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে'। অবশেষে বর্ষা আপনার জালের মধ্যে সমস্ত মাঠ, সমস্ত বন, সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলেছে, কেবল অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বাঁশঝাড়ে, আমবাগানে, কুঁড়ে ঘরে, নদীর জলে, নৌকার হালের নিকটে আসীন গুটিসুটি জড়োসড়ো কম্বলমোড়া মাঝির মাথায় অবিশ্রাম ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছে।

বর্ষার এই রূপ হয়ত এখন অনেকখানি বদলে গেছে। তবু রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় যে বর্ষা, তা বাংলারই চিরায়ত রূপ বটে! রবীন্দ্র বিবরণে বর্ষার এই রূপদর্শনে আমরা বিমোহিত না হয়ে পারি না। আর বর্ষাকালের বিরহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুভব প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে।

সব শেষে বর্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবনায় উপনীত হন, তা একান্তই দার্শনিক। বর্ষাকালকে তিনি 'সুখের জন্য' মনে করেন

না, মনে করেন 'মঙ্গলের জন্য।' তাঁর উক্তি– বর্ষাকালে উপভোগের বাসনা হয় না, 'স্বয়ং'-এর মধ্যে একটা অভাব অনুভব হয়, একটা অনির্দেশ্য বাঞ্ছা জন্মে।

বর্ষাকে কবি এমন তন্ত্রভাবেই হৃদয়ে ধারণ করেন। উল্লেখ্য, গীতবিতান খুললে আমরা প্রকৃতি পর্যায়ের ২৮৩টি গান পাই আর তার মধ্যে ১২০টি গান বর্ষাকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেমের প্রকাশ মাত্র বিশ্বপ্রকৃতির বাইরের লীলারূপে নয়, তার প্রকাশ অন্তরে, তার আসন আমাদের জীবনে।

নীল আকাশ, আলো, সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে হিমরেখা, দক্ষিণা বাতাসে ফুলের গন্ধ, রাতে জাগ্রত কোকিলের কুহুতান সবই তাঁর রচনায় বিভিন্ন স্তরে চিত্রিত হয়েছে অন্তরের গভীরতম ভালোবাসায়। বর্ষা ঋতু কবির অজান্তেই যেন তাঁর অন্তর সত্তায় স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছিল। তাই রবীন্দ্রসংগীতে ও সাহিত্যে সর্বত্রই তার প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলার নবনীত কোমল প্রকৃতির সঙ্গে সর্বতাপহরা শ্যামল সজল বর্ষার যে মধুর সম্পর্ক, ঠিক তেমনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সত্তার সঙ্গেও যেন বর্ষার সম্পর্ক। এর আগে কবির বাল্যের স্মৃতিচারণ, তাঁর রচিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতায় তাঁর ভাবনার স্বরূপ কিছুটা আমরা পেয়েছি। এছাড়া বাঙালির বর্ষাযাপনকে বহু বিচিত্র প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ অনিন্দ্য সৌন্দর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি চিরবিদায়ও নিয়েছেন তাঁর প্রিয় এ ঋতুতেই। সেই দিনটি ছিল ২২শে শ্রাবণ। এসব থেকে আমরা ধরেই নিতে পারি– মহাকবি কালিদাস ও বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির মতো 'বর্ষা' ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় ঋতু, তাই তাঁর সাহিত্যে বর্ষা বন্দনার উপস্থিতি বর্ণিল।

লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মেডেল পেলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১১০ সদস্য

লেবাননের বৈরুতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১১০ জন সদস্য শান্তিরক্ষা মেডেলে ভূষিত হয়েছেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)। এতে বলা হয়, ইউনাইটেড ন্যাশন ইন্টেরিম ফোর্স ইন লেবানন (UNIFIL)-এর মেরিটাইম টাস্কফোর্স-এর কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল সার্জিও রেনাতো বার্নাসালগুইরিনহো বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ বিজয়-এর কর্মকর্তা ও নাবিকদের শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ এই মেডেল তুলে দেন। ৩রা জুন ২০২০ লেবাননের বৈরুতে মেডেল প্রদান অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন লেবানিজ নৌবাহিনীর কমান্ডার, কমান্ডার-ইন-চিফ সিনিয়র ক্যাপ্টেন হাইসাম দাননায়োউই।

দেশের সমুদ্রসীমা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতিসংঘের অধীনে পরিচালিত বিশ্বের একমাত্র মেরিটাইম টাস্কফোর্স-এ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফ্রিগেট, করভেট ও প্যাট্রোল ক্রাফটসমূহ এক দশকের বেশি সময় ধরে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে।

রিয়ার অ্যাডমিরাল সার্জিও রেনাতো কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল পদক্ষেপ যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ বিজয়-এর সকল নৌসদস্যকে ধন্যবাদ জানান। জাতিসংঘের ম্যানডেট অনুযায়ী মেরিটাইম টাস্কফোর্স- এ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাফল্যের ধারাবাহিকতার জন্য তিনি নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।

প্রতিবেদন : জিৎ দেব

ভার্চুয়াল কোরবানির পশুর হাট

শুভ আহমেদ

আসন্ন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে এবার ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলে বেশ কয়েকটি কোরবানির পশুর হাট বসবে। তবে করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে হাট ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যবিধি মানার ওপর জোর দিয়েছে সংস্থা দুটি। হাটে পশু কিনতে গেলে মানতেও হবে নানা বিধিনিষেধ। এর পাশাপাশি তারা অনলাইন হাটেও নজর দিয়েছে।

এই ঈদে কোরবানির পশু ক্রয়ের নতুন চমক হচ্ছে ভার্চুয়াল কোরবানির হাট। হাটে না গিয়েও যেন অনলাইনে পশু ক্রয় করা যায় সেজন্য কিছু সাইটের উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ঈদুল আহজার সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে কিছু সংখ্যক তরুণ উদ্যোক্তার তৈরি করা ভার্চুয়াল কোরবানির হাট সাইট deshigorubd.com-এর আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। ১১ই জুলাই এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন তিনি। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী মনে করেন, এই সাইটটির মাধ্যমে কোরবানির গরু ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি হবে এবং ন্যায্য মূল্যে ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারবে।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতাধীন কোরবানির পশু অনলাইনে বিক্রির প্ল্যাটফর্ম 'ডিএসসিসি ডিজিটাল হাট'-এর উদ্‌বোধন করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। করোনা প্রতিরোধে বৃহৎ পরিসরে লোক সমাগম কমিয়ে অনলাইনে কোরবানির গবাদিপশু কেনা-বেচা করার জন্য ১১ই জুলাই এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটির উদ্‌বোধন করেন তিনি। এছাড়া করোনা ভাইরাসের গণসংক্রমণ রোধে ই-কমার্স অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব)-এর সহায়তায় অনলাইন কোরবানি পশু কিনে অনলাইনের মাধ্যমে কোরবানির মাংস প্রক্রিয়াকরণ এবং বাসায় পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন

জন্ম নিবন্ধন শিশুর অধিকার

জেসিকা হোসেন

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই প্রতিটি জন্মই মূল্যবান, প্রতিটি জন্মই নথিভুক্ত হওয়া উচিত। আর তারজন্যেই জন্মের পর পরই করা চাই জন্ম নিবন্ধন। যথা সময়ে জন্ম নিবন্ধন একটি শিশুর মৌলিক চাহিদা ও নাগরিক হিসেবে সকল অধিকারসমূহ নিশ্চিত করে। এটি শিশুর প্রথম নাগরিক সনদ।

সরকারি নিয়মে জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে নবজাতকের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হয়। কিন্তু শিশুর জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে অনেক পিতামাতাই জনেন না। এর সম্পর্কে অনেকেরই পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। আবার অনেকেরই রয়েছে অনীহা। জন্ম নিবন্ধন সরকারের জাতীয় নীতিমালা পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জন্ম নিবন্ধন হয়নি এমন শিশুরা সরকারি সকল আইনের বহির্ভূত থাকে। শিশুর আইনি সুরক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জন্ম নিবন্ধন সেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়ে থাকে।

জন্ম নিবন্ধন কী?

জন্ম নিবন্ধন হলো জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন,২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন)-এর আওতায় একজন মানুষের নাম, লিঙ্গ, জন্মের তারিখ ও স্থান, বাবা-মায়ের নাম, তাদের জাতীয়তা এবং স্থায়ী ঠিকানা নির্ধারিত নিবন্ধক কর্তৃক রেজিস্টারে লেখা বা কম্পিউটারে এন্ট্রি প্রদান এবং জন্ম সনদ প্রদান করা।

জন্ম নিবন্ধন কী কী কাজে লাগে?

১. পাসপোর্ট ইস্যু, ২. বিবাহ নিবন্ধন, ৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, ৪. সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় নিয়োগদান, ৫. ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, ৬. ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ৭. জমি রেজিস্টার, ৮. ব্যাংক হিসাব খোলা, ৯. আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স প্রাপ্তি, ১০. গ্যাস, পানি টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি, ১১. ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) প্রাপ্তি, ১২. ঠিকাদারি লাইসেন্স প্রাপ্তি, ১৩. বাড়ির নকশা অনুমোদন প্রাপ্তি, ১৪. গাড়ির রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি, ১৫. ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও ১৬. জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি।

জন্ম নিবন্ধন আবেদন প্রক্রিয়া

জন্ম নিবন্ধনের নির্ধারিত আবেদন ফরমে নিবন্ধকের নিকট নিম্নে বর্ণিত দলিল বা প্রত্যয়নসহ আবেদন করতে হবে। এছাড়াও ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের কার্যালয় বরাবর অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের প্রিন্ট কপি নিবন্ধন অফিসে দাখিল করে জন্ম নিবন্ধন করতে পারবেন।

জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে আবেদন করা হলে যা লাগবে:

- তথ্য সংগ্রহকারীর প্রত্যয়ন অথবা
- ইপি কার্ডে সত্যায়িত অনুলিপি অথবা
- সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র বা উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত জন্ম সংক্রান্ত সনদের সত্যায়িত অনুলিপি অথবা
- নিবন্ধক যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন জন্ম সংক্রান্ত সেরূপ অন্য কোনো দলিলে সত্যায়িত অনুলিপি অথবা
- তথ্য সংগ্রহকারী হিসাবে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো এনজিও কর্মীর প্রত্যয়ন।

জন্মের পাঁচ বছর পরে আবেদন করলে যা যা লাগে:

- বয়স প্রমাণের জন্য এমবিবিএস ডাক্তারের এবং জন্মস্থান বা স্থায়ীভাবে বসবাসের স্থান প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/সদস্যদের প্রত্যয়ন অথবা
- বয়সও জন্ম স্থান প্রমাণের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক বা তৎকর্তৃক মনোনীত শিক্ষক বা কর্মকর্তার প্রত্যয়ন অথবা
- বয়স ও জন্মস্থান প্রমাণের জন্য ইপিআই কার্ড বা পাসপোর্ট বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা কোনো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের জন্ম সংক্রান্ত ছাড়পত্র বা উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত জন্ম সংক্রান্ত সনদের সত্যায়িত অনুলিপি অথবা
- নিবন্ধক যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন জন্ম সংক্রান্ত সেরূপ অন্য কোনো দলিলের সত্যায়িত অনুলিপি অথবা
- তথ্য সংগ্রকারী হিসেবে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো এনজিও কর্মীর প্রত্যয়ন।

জন্ম নিবন্ধন কোথায় করবেন

ব্যক্তির জন্ম স্থান বা স্থায়ী ঠিকানা বা বর্তমানে বসবাস করছেন এমন যে-কোনো স্থানের নিবন্ধকের কাছে জন্ম নিবন্ধন করানো যাবে। জন্ম নিবন্ধনের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ নিবন্ধক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যথা:

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা সদস্য;
- পৌরসভার মেয়র বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কাউন্সিলর;
- সিটি করপোরেশনের মেয়র বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা;
- ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা; ও
- বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা।

জন্ম নিবন্ধনের বিষয়ে সরকার পত্রপত্রিকায়, গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রচার ও প্রসার করেই চলেছে। যাতে একটি শিশুও তার মৌলিক ও নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়। আমাদের একটি শিশুও যেন এই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়, সে বিষয়ে নিজেদেরকে সচেতন করে তোলা এবং অধিকার সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

হেপাটাইটিস বি সংক্রমণে প্রতিরোধই একমাত্র উপায়

সুরাইয়া শিল্পী

পুরো বিশ্বে এখন কোভিড-১৯ প্রকোপে কাঁপছে। আর তারই সঙ্গে অন্যান্য রোগ বালাই তার বংশবিস্তার করা থামিয়ে রাখছে না। এরকমই এক সংক্রামক ব্যাধির নাম হচ্ছে 'হেপাটাইটিস বি'। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস যকৃতে সংক্রমণ ঘটায়। রক্ত বা শরীরের অন্যান্য পদার্থের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। এটা নীরবে একজন থেকে আরেক জনের দেহে ছড়ায়। শরীরের সংস্পর্শে আসে, অন্যের ব্যবহৃত বস্তুর মাধ্যমে এই রোগের বিস্তার ঘটে। হেপাটাইটিস বি এর কারণে সামান্য জ্বর হতে পারে বা কয়েক সপ্তাহ থাকে অথবা এটি গুরুতর আকার ধারণ করে আজীবন অসুস্থতায় পরিণত করতে পারে। ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, হেপাটাইটিস বাংলাদেশে একটা নীরব ঘাতক। বিশ্বে যত মানুষের লিভার ক্যান্সার হয় তার ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে দায়ী হচ্ছে এই হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস। পৃথিবীতে গড়ে প্রতিদিন ৪ হাজার মানুষ লিভার রোগে মারা যায়। আর এর সংক্রমণ বিভিন্নভাবে ছড়ায় যেমন– সেলুনে শেভ করতে গিয়ে ক্ষুর থেকে, সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস গ্রহণ, ট্যাটু করার মাধ্যমে, নাক-কান ফুটানো, রক্ত পরিসঞ্চালন, যৌন মিলনের মাধ্যমে। হেপাটাইটিস বি অনেকটা এইডসের মতো।

হেপাটাইটিসে প্রতিনিয়ত মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে। এর জন্য এ রোগ সম্পর্কে আরো প্রচারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যার জন্য প্রতিবছর ২৮শে জুলাই 'বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস' পালন করে আসছে বাংলাদেশ। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে হেপাটাইটিস নির্মূলের প্রত্যয় গ্রহণ করেছে সরকার।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তাদের জীবদ্দশায় কোনো এক সময় এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ২৪ কোটি থেকে ৩৫ কোটি মানুষ দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণে আক্রান্ত। হেপাটাইটিস বি-এর সংক্রমণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: অ্যাকিউট বা তীব্র সংক্রমণ এবং ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ। কোনো ব্যক্তি যখন প্রথমবার আক্রান্ত হন তখন তাকে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বলে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রায় ৯০% ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা ছাড়াই সেরে যায়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে হেপাটাইটিস বি-এর অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যা তাকে ভবিষ্যতে পুনরায় সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু যদি এ ভাইরাস ৬ মাসেরও বেশি সময় রক্তে অবস্থান করে তখন তাকে ক্রনিক হেপাটাইটিস বলা হয়। আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে প্রায় ৯০% এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৫-১০% ক্রনিক হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের লক্ষণগুলো হলো– খাদ্যে অরুচি, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, শরীর ব্যথা, হালকা জ্বর, প্রস্রাব গাঢ় হওয়া ইত্যাদি। এ লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে জন্ডিসে রূপ নিতে থাকে। এ লক্ষণগুলো কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয় এবং এরপর ধীরে ধীরে এর অবস্থার অবনতি ঘটে। কারও কারও ক্ষেত্রে যকৃতের গুরুতর অসুস্থতা দেখা যায় এবং এক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটতে পারে। কিন্তু হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ক্রনিক সংক্রমণ হলে যকৃতে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ হতে পারে। সংক্রমণের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে লিভার ক্যান্সার ও লিভার সিরোসিসও হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সার হেপাটাইটিস বি হিসেবে চিহ্নিত।

এ রোগ থেকে বাঁচতে হলে দ্রুত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। তাকে চিকিৎসার আওতাভুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে ওষুধ সেবনের পাশাপাশি এর প্রতিষেধক গ্রহণ করতে হবে। হেপাটাইটিস বি-এর ভ্যাকসিন ডোজ ৪টি। প্রথম তিনটি একমাস পরপর এবং চতুর্থটি প্রথম ডোজ থেকে এক বছর পর গ্রহণ করতে হবে। আর পাঁচ বছর পর পর বুস্টার ডোজ নিতে হয়। এর মাধ্যমে শরীরে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

টিকা গ্রহণ করলেই কেবল এ রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এজন্য শিশুদের জন্মের পর পরই এ টিকা প্রদান করা উচিত। তাহলে শিশুর ৬ মাস বয়স অবস্থা থেকে এক বছরের মধ্যে এ টিকা গ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব। এতে তারা হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে মুক্ত থাকবে এবং সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবে। আর যাদের এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এই টিকা দেননি তাদেরও এই ভ্যাকসিনের আওতায় আনতে হবে। কারণ ভ্যাকসিনই এর একমাত্র প্রতিকার। এর কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই।

যদিও টিকা নেওয়ার মাধ্যমে এর প্রতিকার সম্ভব তারপরও কিছু ব্যক্তি এই টিকা নেওয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন। যাদের প্রাণঘাতী অ্যালার্জি আছে তারা এই ভ্যাকসিন চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত গ্রহণ করবেন না। এতে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত ব্যক্তির দুই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটি হলো ইনজেকশন এবং অন্যটি খাওয়ার বড়ি। এক্ষেত্রে খাওয়ার বড়ি সহজলভ্য হওয়ায় মানুষ এটাকেই বেছে নেন।

কিন্তু আশার বাণী হলো বাংলাদেশে এ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কমেছে। ২০১৮ সালের একটি গবেষণায় উঠে আসে, বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রায় ৫ শতাংশ।

বাংলাদেশের বড়ো সাফল্য হচ্ছে, ৯৫ শতাংশ শিশু ইপিআইয়ের আওতায় হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের টিকা পাচ্ছে। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের টিকা শিশুদের টিকাদান কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের মধ্যে প্রাদুর্ভাব ৯ দশমিক ৭ শতাংশ কমে প্রায় ৩ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু হেপাটাইটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৯০ শতাংশ জানে না যে তারা এ ভাইরাসে আক্রান্ত। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর এক সাথে কাজ করা প্রয়োজন। এজন্য চাই সকলের সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস আর সচেতনতা। সবাই সচেতন হলেই মিলবে আরো সফলতা।

লেখক : প্রাবন্ধিক

বিট পুলিশিং কার্যক্রম

উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় সমাজ থেকে অপরাধ দূর এবং পুলিশকে গণমুখী ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় কিশোরগঞ্জের সব থানা এলাকায় চালু করা হয়েছে 'বিট পুলিশিং কার্যক্রম'।

বিট পুলিশিং হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক বা বিশেষ পুলিশ সদস্যদের স্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালন করা। থানার এলাকাগুলোকে কয়েকটি বিটে ভাগ করে প্রত্যেক বিটের দায়িত্ব পুলিশ কর্মকর্তার কাছে ন্যস্ত করা এবং প্রতিটি ইউনিয়নকে একটি বিট হিসেবে ধরা।

প্রতিবেদন : নাহিদ রহমান

বঙ্গবন্ধু একটি নাম একটি ইতিহাস
মুহাম্মদ ইসমাঈল

বঙ্গবন্ধু একটি নাম একটি ইতিহাস
বঙ্গবন্ধু একটি মুক্তিযুদ্ধ একটি মানচিত্র
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ একটি বিপ্লবী দলিল
বঙ্গবন্ধুর জীবন একটি আপোশহীন জীবন।
বঙ্গবন্ধু একটি বিপ্লবের নাম
যার অবদান সমাজের প্রতিটি পরতে পরতে
বঙ্গবন্ধু একটি যুদ্ধের নাম
১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে যাঁর নেতৃত্বে।
বঙ্গবন্ধু একটাই নাম
একটাই নাম আছে বাংলার নির্ভরতায়
কোটি কোটি মানুষের নিশ্বাসে-বিশ্বাসে
সেই নাম বাংলার ভূগোল সীমানায়
বঙ্গবন্ধু তুমি সবার বন্ধু।

৩২ নম্বর ধানমন্ডি
রুস্তম আলী

ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না
এখনো ১৫ই আগস্টের
ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাম, হিটলার
এবং মীর জাফরদের কুৎসিত
বর্বর ঘটনার রক্তের দাগ মুছে যায়নি।
চোখের পানি চোখে ঠিকই আছে
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এবং
বুড়িগঙ্গার পানি রক্তে লাল হয়ে আছে।
বাংলার ভূখণ্ড ঠিকই আছে
কিন্তু বাংলার মানুষের হৃদয়
ফেঁটে চৌচির হয়ে গেছে।
আকাশের তারা আকাশে আছে
কিন্তু চাঁদ মলিন হয়ে গেছে।
আমরা স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র
ঠিকই পেয়েছি।
কিন্তু দেশের আত্মমর্যাদা ভ্রাতৃত্ববোধ
১৫ই আগস্টের শোকে ঢেকে আছে।
আমরা কোটি কণ্ঠে আওয়াজ তুলি
সে এক বিরল ঘটনা
১৫ই আগস্টের শোকের ইতিহাস
তা কবিতায় লিখে শেষ করা যাবে না।

ধোঁয়া ওঠা চা
ইফফাত রেজা

বর্ষার সেই ধারায় পরিচিত অবিকল
ঝরে শিশুকাল বালক সদ্য তারুণ্য
কখনো দিনে কখনো প্রেসক্লাবে
চায়ের পেয়ালা জুড়ে ধোঁয়া ওঠে
সেই তো ধোঁয়ায় আলাদীনের দৈত্যের মৃত্যু
কাঁধে নিয়ে আসে অতীত জীবন
একে একে হারিয়ে যাওয়া সব মুখ!

বর্ষা এলে
সোহরাব পাশা

ঝিরিঝিরি বৃষ্টির নিবিড় হাওয়ায় ওড়ে
'গীতবিতানে'র পাতা
কদম ও কেয়ার গন্ধে মন ভিজে যায়,
'এমন দিনে তারে বলা যায়...'
কী যে বলা যায় না বলা কথায়
এ কথা কী আফ্রোদিতি জানে!
একদিন হরপ্পার চাঁদ ভেজা রাতে
যে যুবক ছুটেছিল বৃষ্টি চোখে
তীক্ষ্ণ তীব্র বেদনায় ছিঁড়ে ফেলে
কাঁটাতার- মেঘের ভূগোল
কী গোপন পাঠ ছিল তার
খণ্ড খণ্ড মেঘের লেখা জ্যোৎস্নার আয়নায়
তেপান্তরের মাঠ কী সে কথা জানে!
বর্ষা এলে গাছেরা কোমর জলে দাঁড়িয়ে হাসে
গুচ্ছ গুচ্ছ নক্ষত্রের পাতা ছায়া ফেলে
নীল জলে-সাদা রোদে,
অনিন্দ্য, রূপসি রাঙা পা দুলিয়ে ঢেউ তোলে
নিচে জ্বলে জুঁইফুল ঝাড়বাতির আরেক আকাশ
পৃথিবীর সব সুন্দর উঠে আসে চোখের পাতায়
বর্ষা এলে মন এখানে নিবিড় ফুল তোলে আনমনে
স্বপ্ন বোনে ভালোবাসার– 'অন্য কোনোখানে'।

অনিবার্য
সৈয়দ শাহরিয়ার

এখন লোকের কাঁধে কাঁধে
আসল বাড়ি যাওয়া পিছিয়েছে
কেননা কত যে ওষুধ–
তবু অনিবার্য ঠেকছে একটু
পেছালো ঘাড়ল সমরবিদের মতোই
হামলে পড়ছে অতর্কিতে
হায়রে জীবন সাড়ে তিন হাত ঠিকানা
তবু তা ঠেকাতে কত আয়োজন
কবে কখনো এখনও বলার
সময় আসেনি বলেছে বিজ্ঞান
সেই কবে বিত্তশালীরা আসছে..?

বজ্রকণ্ঠে অমিয় বাণী

ওয়াসীম হক

ছায়া সুনিবিড় মেঠো পথজুড়ে সবুজের সাথে খেলা
কলাগাছ কেটে দামাল কিশোর পুকুরে ভাসায় ভেলা
পাখপাখালির কলকাকলিতে মুখরিত অবিরাম
বাইগার নদী বয়ে চলে পাশে সোনা মাখা এক গ্রাম।
মমতায় ভরা সাহসী হৃদয় এই গাঁয়ে একজন
এই বাংলার মাটি ও মানুষে মিশে আছে মন প্রাণ
আজও বাঙালির হৃদয়ের ভাঁজে যাঁর ছবি বহমান
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
বজ্রকণ্ঠে অমিয় বাণী যুদ্ধ জয়ের ডাক
তার আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিসেনার ঝাঁক
লাল সবুজের ব-দ্বীপখানি চিত্রপটে আঁকে
বঙ্গবন্ধু সব বাঙালির হৃদয়জুড়ে থাকে।

প্রিয় নক্ষত্র

কামাল বারি

এভাবেই জ্বলে থাকতে হয়–
প্রিয় নক্ষত্র!
এভাবেই নিজস্ব নিয়মে
জমাতে হয় পাড়ি–
প্রিয় নক্ষত্র!
আপন কক্ষপথে
এভাবেই যেতে হয় অবারিত সুরে–
প্রিয় নক্ষত্র!
অনন্য সৌরভে
এভাবেই সমগ্র পৃথিবী জাগাতে হয়–
প্রিয় নক্ষত্র!
এভাবেই একান্ত রঙে অপূর্ব আবীরে
দিতে হয় তাবৎ সত্ত্বা রাঙিয়ে–
প্রিয় নক্ষত্র!
এভাবেই শাশ্বত উদ্যানে–
আলোকমালায় জ্বলে থাকতে হয়–
প্রিয় নক্ষত্র!

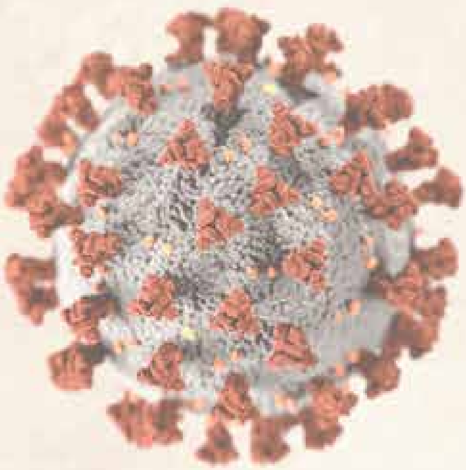

বর্ষাস্নাত সৌন্দর্য

সুষমা ফাল্গুনী

বর্ষার বৃষ্টিতে সুশীতল হলো জগৎ
প্লাবিত হলো আরো মাঠঘাট পথ।
সজীবতা পেল প্রকৃতি বৃক্ষ-লতা
পঙ্কিলতা দূর করে দিল শুভ্রতা।
রিমঝিম ঝরে অবিরাম বৃষ্টি।
মনের আনন্দে ছন্দ তালে
ময়ূর নাচে পেখম তুলে।
প্রকৃতির কী অপরূপ সৃষ্টি!

দিগন্ত

রাবেয়া নূর

দৃষ্টি হবে বেজার
নদীর যে পাড়ে দাঁড়াই না কেন
মনে হয় সময় দৃষ্টি হয়ে ভিজবে
গাঁথবে জীবনে।
যেভাবে আটকে দিতে চাও না কেন?
স্থির হয়ে চলা সবাইকে তুচ্ছ করে!

কলপ

শাহনাজ

বয়স হলেই বুড়ো হতে হবে
কেউ কালার করছে
হাসান ভাই বলতেন মাথায় করলে
যদি চলত তাহলে তাই হতো।
আজীবন গেল হাহাকারে
শরীর ও মনের কত কষ্ট!
অনিবার্য তুমি, শুধু তুমি।

করোনায় বসবাস

মো. সাঈদ হোসেন

করোনার সাথে দিনাতিপাত
করোনার সাথে রাত্রিযাপন
করোনার সাথে আদান-প্রদান
করোনার সাথে খাওয়াদাওয়া
করোনার সাথে হাসিকান্না
করোনার সাথে থাকাথাকি
করোনার সাথে বলাবলি
করোনার সাথে ঢলাঢলি
করোনার সাথে সখ্যতা
করোনার সাথে দূরে থাকা
করোনার সাথে ... ।

বর্ষা

মো. ফয়সাল আতিক

আষাঢ়-শ্রাবণে শুরু হয় বর্ষা,
চলার পথে ছাতাই ভরসা।
প্রকৃতির নতুন রূপ সবার পড়ে নজরে,
কদম ফুলের সুবাস নাকে লাগে আহারে।
বর্ষার আহ্বানে মাটি হয় উর্বর,
গাছের চারা লাগিয়ে বাড়ি করি সুন্দর।
বর্ষার পানিতে নদীনালা ভরে থই থই
ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে করে হই চই।

বেদনায় বিমূঢ়

নাসিমা সুলতানা

খোকনের মায়ের মনটা আজ খুব খারাপ। কারণ খোকনের বিয়েটা টিকল না। খোকন কেন যে হঠাৎ করে এই মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল তার মা শায়লা বেগম আর ভাবতে পারছে না। বড়োলোকের মেয়ে তিন্নি। কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলও বটে। তবে বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অনার্স ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া মেয়ে। ছেলে তার অনেক ভালো । এজন্য মা খোকনকে এ শুভ কাজে বাধা দিতে পারেনি।

ভাবতে ভাবতে চোখের পানিতে শায়লা হারিয়ে যায় অতীতের দিনগুলোতে।

এই তো সেদিনের কথা। কীভাবে যে দিনগুলো চোখের পলকের মতো চলে গেল। খোকন ও পিয়া দু'ভাইবোন। অনেক কষ্টে তাদের বড়ো করেছে। কারণ একটা চাকরিজীবী মা জানে অফিস ও সংসার এবং ছেলে-মেয়ে সামলানো যে কি কঠিন, ক্লাসের পড়া শুধু না, এর সাথে যুক্ত খোকনের সাঁতার শিখা, কোচিং করা আর পিয়ার আর্টের ক্লাস, কোচিং আরো কত কী? তিলতিল করে বড়ো করেছে দুটি সন্তানকে। তারপর খোকনের বাবার ইচ্ছাতে তারা দুজনেই দেশের বাইরে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে চলে গেল। ঠিক সে সময় শায়লা চাকরি থেকে অবসর নেয়।

অবসর নেওয়ার কয়েক বছর পর ঘটল এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। খোকনের বাবা হঠাৎ রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল। শায়লার মনে হলো আকাশটা যেন ভেঙে তার মাথায় পড়ল।

কী ভাগ্যে তখন খোকনের পড়া কেবল শেষ হয়েছে। সে ঐ দেশে কীভাবে থেকে যাওয়া যায়– সে চেষ্টা করছে। এমন সময় বাবার মৃত্যু সংবাদে ছেলে আমার কাছে চলে আসে। তার বাবাকে এভাবে দেখবে সে ভাবতেও পারেনি। কান্নায় ভেঙে পড়ল। মনে হলো অকূল সমুদ্রে যেন পড়ে গেলাম।

শায়লা ভাবছে আমি নিজেকে নিজেই সামলাতে পারছি না, খোকনকে কীভাবে সামলাবো।

এভাবে স্বপ্নের নীল সাগরে দুঃখের যাত্রা শুরু হলো।

কয়েকদিন পর খোকন বলল– মা, আমি আর বিদেশে যাব না। কারণ তুমি একা কীভাবে থাকবে। এখানেই একটা চাকরি করব। আর পিয়ার পড়া শেষ হতে তো আরো এক বছর লাগবে। ও এসে পড়লে ওর বিয়ে দিতে হবে না?

শায়লা ছেলের কথায় চুপ করে থাকল। সে কী করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না? আগে যা কিছু চিন্তা করত– সব কিছুতেই খোকনের বাবার পরামর্শ থাকত। এখন চিন্তা শুধু একা একা করার। তবে ছেলেটা মনে হয় মাকে সব ব্যাপারে সহযোগিতা করবে বলেই

মনে হচ্ছে। বিদেশে পড়তে গেলে অনেকের পরিবর্তন হয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তার খোকন সেই আগের মতোই আছে।

কিছুদিন পর নর্থ সাউথ ইউনির্ভাসিটি থেকে খোকনকে ইন্টারভিউয়ের জন্য কল করল। রেজাল্ট ভালো এবং ইন্টারভিউ ভালো হওয়ার কারণে তার ট্রিপল ই-তে লেকচারার পোস্টে চাকরি হলে গেল।

খোকনের মা আনন্দে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। অজস্র আনন্দ অশ্রু চোখে খোকনকে বুকে টেনে নিল এবং সেইসঙ্গে মাথায় হাত রেখে অনেক দোয়াও করল। খোকনের বাবার অফিস থেকে যে অর্থগুলো পেল– তা দিয়ে ধানমন্ডিতে একটা ফ্ল্যাট কিনল এবং সরকারি বাসা ছেড়ে দিয়ে তারা ফ্ল্যাটে উঠেও পড়ল। কীভাবে যে নদীর স্রোতের মতো দিনগুলো পার হতে লাগল তা বুঝতেই পারেনি শায়লা।

পিয়াও তার পড়া শেষ করে এসে পড়ল। মেয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা ফার্মে ইঞ্জিনিয়ারের পোস্টে চাকরি পেয়ে গেল। কয়েকদিন না যেতেই ঐ অফিসের আবীর নামে একটি ছেলে সেও ইঞ্জিনিয়ার, পিয়াকে দেখে খুব পছন্দ করল। কিছুদিন পর আবীর সরাসরি পিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিল।

পিয়া বিদেশে লেখাপড়া করলেও একটি বাঙালি সন্তানের যে শালীনতা থাকার প্রয়োজন– শায়লার দুটো ছেলেমেয়ের মধ্যেই তা ছিল।

পিয়া স্মিত হেসে বলল– এ ব্যাপারে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে। আবীর বলল, তোমার মত থাকলে অবশ্য আমার বাবা-মা তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলবে।

পিয়া উত্তরে হেসে দিল। আবীর বুঝে নিল মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। সে পরদিনই তার বাবা–মাকে নিয়ে পিয়াদের বাড়ি গেল।

তারা পিয়াকে দেখে কথাবার্তা সব ঠিক করে কয়েকদিনের মধ্যে তাদের বিয়েও হয়ে গেল। শুরু হলো মেয়ের সংসার যাত্রা।

এদিকে ছেলেও বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করা তিন্নিকে পছন্দ করে বিয়ে করে ফেলল। মেয়ে পিয়া থাকে শ্বশুরবাড়ি ঢাকার মিরপুরে। বছর ঘুরতেই তাদের সন্তান মেয়ে সামারা ঘর আলো করে এল।

কিন্তু ছেলে যে বিয়ে করল– তার বউ এত মর্ডান যে সে কোনো বাচ্চা-কাচ্চার ধার ধারে না। বাচ্চা হলে না-কি ফিগার নষ্ট হয়ে যায়। সারাদিন বাইরে বাইরে কাটায় তার আদরের ছেলের বউ। ঠিক যেন ছেলের উলটো। ছেলের ক্লাস শেষ হয়ে গেলে সে সোজা বাড়ি চলে আসে। মায়ের হাতের রান্না মা ও ছেলে একসঙ্গে খেত। এখন বউকে সাথে নিয়ে যে খাবে– তা ছেলের ভাগ্যে হয় না। বউ ঘুম থেকে উঠে বেলা এগারটায় একবারে নাস্তা না খেয়ে বের হয় আর বাসায় ফিরে রাত ৮টায়। এ কোন ফাঁপরে পড়ল শায়লা। একদিন কাচুমাচু করে বউকে জিজ্ঞেস করল– মা তিন্নি, তোমার বাসায় ফিরতে এত রাত হয় কেন? সারাদিন কোথায় যাও?

এ কথায় উত্তরে বউ মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, কোথায় যাই মানে, আমি কি লেখাপড়া করেছি বাসায় বসে বসে হাঁড়ি ঠেলার জন্য, না আপনার আঁচল ধরে বসে থাকব। আমি তো আর আপনার খোকন না? যে যা বলবেন– তাই আমাকে শুনতে হবে। পার্সোনাল লাইফে হাত দিবেন না বা কোনো জ্ঞান দিতে আসবেন না।

সেদিন ছুটির দিন ছিল বিধায় পাশের ঘরে খোকন কম্পিউটারে ইউনিভার্সিটির কাজ করছিল। চেঁচামিচির শব্দে সে এ ঘরে এসে তিন্নির সব কথাই শুনল। তিন্নির ব্যবহারে হতভম্ব হয়ে গলে। সে কাকে বিয়ে করেছে। এটা কি কোনো মেয়ে মানুষের কথা? মেয়েরা কত কোমল হয়। কত সহানুভূতিশীল হয়। কত আদর্শ নারী হয়। কই তার মা-বোন তারা তো এরকম নয়। খোকন বুঝতে পারছে, না জেনে শুনে হুট করে বিয়ে করাটা তার কত বড়ো ভুল হয়েছে।

যাক তারা মা-বেটা আর কোনো কথাই বাড়াল না। তিন্নি দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়ল।

সেদিন খোকনের অফ ডে ছিল। তিন্নি ঘরে এসে পাসপোর্টসহ একটি কাগজ দেখিয়ে বলল, খোকন দেখ আমি আমেরিকার বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ পেয়েছি ৩ বছরের জন্য। আমার এমএস শেষ হয়ে যাবে। তুমিও উচ্চতর ডিগ্রিটা নিতে পারবা। একসঙ্গেই যাতে যেতে পারি সে ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। কী, কথা বলছ না কেন? ভালো হয়েছে না?

কয়েকমাস হলো তাদের বিয়ে হয়েছে। যেখানে কোনো ভালোবাসা নেই, যেখানে কোনো মনের মিল নেই, যেখানে কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই, সেখানে সে তিন্নির সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যে গিয়ে কী করবে? খোকন কী বলবে? তিন্নির ঝাঁকুনিতে সে বলল, দেখ তিন্নি তুমি স্কলারশিপ পেয়েছ– তুমিই যাও। আমাকে যেতে বলো না। আমিতো বিদেশেই লেখাপড়া করেছি। এখন আমি আর কী ডিগ্রি নিব। এছাড়া আমিতো আমার প্রফেশনে ভালো জবই করছি। আর আমি এ অবস্থায় মাকে একা ফেলে কেমন করে যাব? আর যায় কোথায়? তিন্নি সামনে রাখা ফুলদানিটা টান মেরে ফেলে ভেঙে দিল। সে চেঁচিয়ে বলল, মা-মা-মা। তোমার কাছে মা বড়ো। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা- এই বলে সে আবার বেড়িয়ে গেল। ঘণ্টা দুই পড়ে সে তার বাবা-মাকে নিয়ে এল। একটা খাম খোকনের হাতে দিয়ে বলল। নাও তোমাকে সাজা দিলাম। খোকন পত্রটা পড়ে দেখল তার ডিভোর্স লেটার। তিন্নির মা-বাবা অসহায়ের মতো খোকনের দিকে তাকিয়ে আছে। আর তিন্নি কাপড়চোপড় সব গুছিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

এই অভাবনীয় কাণ্ডে শায়লা বেদনায় বিমূঢ় হয়ে গলে। আর তার সহজ-সরল খোকন ভাবল– যাক, তার জীবন থেকে এত সহজে এই মেয়ে দূর হয়েছে এটা ভেবে সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

সচিত্র বাংলাদেশ
এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১১ই জুন ২০২০ জাতীয় সংসদ ভবনে প্রেসিডেন্ট বক্সে বসে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতা শোনেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

উৎপাদন, বাজারজাতসহ খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, উৎপাদন থেকে শুরু করে সরবরাহ, বাজারজাতকরণ ও ভোক্তা পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরে খাদ্যের গুণগতমান, নিরাপত্তা ও মানসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগী হতে হবে। জনগণের নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করতে বিএবি খাদ্য খাতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

৯ই জুন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের (বিএবি) উদ্যোগে আয়োজিত 'বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০২০' উদ্‌যাপনের সাফল্য কামনা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড জাতীয় মান অবকাঠামো ও সাযুজ্য নিরূপণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি দেশীয় পণ্য ও সেবার মনোন্নয়ন, ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে আন্তর্জাতিক মান ও গাইডলাইন অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে এ বছর বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'অ্যাক্রেডিটেশন ইমপ্রুভিং ফুড সেফটি'। বিশ্বব্যাপী চলমান মহামারি কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য যথার্থ হয়েছে।

সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নাসিম ছিলেন নির্ভীক যোদ্ধা

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ১৩ই জুন দেওয়া এক শোক বার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মোহাম্মদ নাসিম ছিলেন নির্ভীক যোদ্ধা। তাঁর মৃত্যু বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে এক অপূরণীয় ক্ষতি। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মোহাম্মদ নাসিমের নাম চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর জাতীয় চার নেতার অন্যতম ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলীর পুত্র মোহাম্মদ নাসিম গণতন্ত্র, দেশ, দল, জনগণসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে যে অবদান রেখেছেন, জাতি তা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। রাষ্ট্রপতি শোকবার্তায় মোহাম্মদ নাসিমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, ১৩ই জুন মোহাম্মদ নাসিম রাজধানীর শ্যামলী বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় ক্ষতি

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ২০শে জুন দেওয়া এক শোক বার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, সাংবাদিকতার পাশাপাশি আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে কামাল লোহানী অবদান রেখেছেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনসহ বাঙালি সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে তিনি ছিলেন একজন পুরোধা ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন বরেণ্য সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে হারাল। তাঁর মৃত্যু দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

রাষ্ট্রপতি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা ও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। রাজধানীর মহাখালীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০শে জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই জুন ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স-এর ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দরবারে ভাষণ দেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

জনগণকে আস্থা ও বিশ্বাসে অবিচল থাকার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই জুন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)–এর ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এসএসএফ সদস্যদের অভিনন্দন জানান এবং বলেন, 'এই বাহিনী আমাদের সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশবাহিনী এবং আনসার ও সবার মিলিত একটি সংগঠন। এখানে একে অপরকে জানার এবং বোঝার সুযোগ রয়েছে, কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তিনি এই বাহিনীর সদস্যদের সন্তানতুল্য আখ্যায়িত করে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন এবং তাদের নিজেদের সুরক্ষিত করতে এবং ভিআইপিদের সুরক্ষিত রাখতে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে উন্নত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনের তাগিদ দেন এবং জনগণকে তাঁর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসে অবিচল থাকার আহ্বান জানান।

একনেকে ১০ প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে জুন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগরের পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি মিলনায়তনের একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় ৯৪৬০ কোটি ৯ লাখ টাকার ১০ প্রকল্পের অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী। সবগুলো প্রকল্প সরকারি অর্থে বাস্তবায়ন করা হবে।

একনেকে ৯ প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই জুলাই শেরেবাংলা নগরের পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন। সভায় সরকারের ৯টি প্রকল্পের অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণ থাকায় মহামারিকালে সেখান থেকে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ঋণ দেওয়া যায় কি-না তা খতিয়ে দেখতে বলেন।

জোড়ালো বৈশ্বিক পদক্ষেপের আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিবাসীদের ওপর করোনা ভাইরাস মহামারির বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সব দেশের অংশগ্রহণে 'জোরালো বৈশ্বিক পদক্ষেপ'-এর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এ লক্ষ্যে ৩ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ৮ই জুলাই সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ভার্চুয়াল গ্লোবাল শীর্ষক সম্মেলনে এ প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবগুলো হলো– ১. এই সংকটের সময়ে বিদেশের বাজারে অভিবাসী কর্মীদের চাকরি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জুলাই ২০২০ জেনেভায় আইএলও আয়োজিত Global Leader's Day উপলক্ষে এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

বজায় রাখতে হবে ২. প্রতিষ্ঠান বন্ধের ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য সুবিধা পুরোপুরি প্রদান করার পাশাপাশি তাদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে এবং ৩. মহামারির পরে অর্থনীতি পুনরায় সক্রিয় করার জন্য এই শ্রমিকদের নিয়োগ দিতে হবে।

বাজেট অধিবেশনের সমাপনী ভাষণ প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই জুলাই জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনের সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণ প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, অনিয়মে জড়িত, আমরা যাকেই পাচ্ছি, যেখানেই পাচ্ছি, তাকে ধরছি। আর এ ব্যবস্থা

অব্যাহত থাকবে’। বস্ত্র পাটকলগুলোর শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করার এবং পাটকলগুলোর আধুনিকায়ন করা হবে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া বন্যা মোকাবিলায় সরকার প্রস্তুত রয়েছে বলেও আশ্বস্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাক্টের খসড়া নীতিগত অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই জুলাই সংসদ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বয়স ২ বছর বাড়িয়ে ৬৭ বছর করার প্রস্তাব সংক্রান্ত ‘দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০২০’-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

গুজব বা অপপ্রচার ছড়ানো শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ

করোনা ভাইরাসসহ যে-কোনো বিষয়ে গুজব বা অপপ্রচার ছড়ানো শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ এবং জনস্বার্থ রক্ষায় সরকার এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ৯ই জুন রাজধানীতে সচিবালয়ে নিজ দপ্তর থেকে ভিডিও কনফারেন্সে চট্টগ্রামের ইউএসটিসি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ১০০ শয্যার কোভিড ইউনিট উদ্‌বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি। তথ্যমন্ত্রী বলেন, করোনার প্রাদুর্ভাবের শুরুতে সারা পৃথিবীতে ভেন্টিলেশন ইউনিটের সংকট ছিল। এ কারণে ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে ৬৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সের মানুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত তরুণদের ভেন্টিলেশন ইউনিটের মাধ্যমে চিকিৎসার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোয়াইট হাউসের সামনে ও অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে পিপিই’র জন্য বিক্ষোভ হয়েছে। কানাডায় ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মাস্কের সংকট ছিল। আমাদের দেশে এ ধরনের সংকট হয়নি। বরং দু’দিন আগে নাইজেরিয়া বিমান পাঠিয়ে বাংলাদেশ থেকে ঔষধ, পিপিই ও অন্যান্য চিকিৎসাসামগ্রী নিয়ে গেছে। আমরা এ সকল সুরক্ষাসামগ্রী মালদ্বীপেও পাঠিয়েছি। এসত্ত্বেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেটে অনেক সময় নানা গুজব ও অপপ্রচার দেখা যায় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাসসহ যে-কোনো বিষয়ে গুজব, আতঙ্ক বা অপপ্রচার ছড়ানো ফৌজদারি অপরাধ, যা শাস্তিযোগ্য। ইতোমধ্যে এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ঘটলেও সরকার ব্যবস্থা নেবে।

চট্টগ্রামের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০০, জেনারেল হাসপাতালে ১০০, ইউএসটিসি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ১০০, মা ও শিশু হাসপাতালে ৫০ ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে ৫০টি বেড ইতোমধ্যেই প্রস্তুত রয়েছে। চট্টগ্রামে করোনা সংক্রমণ সংখ্যানুপাতে বৈশ্বিক নিয়মানুসারে ১০% রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির জন্য যা পর্যাপ্ত। এর বাইরে ফিল্ড হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম সিটি কমিউনিটি সেন্টারও প্রস্তুত হচ্ছে।

মন্ত্রী এ সময় করোনা ইউনিট চালুর জন্য ইউএসটিসি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানান ও ইউএসটিসি’র প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলামকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সদ্য স্থাপিত ১০০ শয্যার কোভিড

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ৯ই জুন ২০২০ ঢাকায় সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চট্টগ্রামের ইউএসটিসি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালে করোনা বিভাগ উদ্‌বোধন শেষে মোনাজাত করেন–পিআইডি

ইউনিটটি পুলিশ ও সাংবাদিকদের অগ্রাধিকারসহ সর্বসাধারণের চিকিৎসার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

সাংবাদিকদের করোনাকালীন সহায়তা চেক বিতরণ

প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত সাংবাদিকদের করোনাকালীন সহায়তা চেক বিতরণ করছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ৩০শে জুন রাজধানীর কাকরাইলে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-পিআইবি সেমিনার কক্ষে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তথ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উপস্থিত সীমিত সংখ্যক সাংবাদিক ও তাদের

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ৩০শে জুন ২০২০ ঢাকার পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুত সাংবাদিকদের করোনাকালীন সহায়তার চেক প্রদান করেন–পিআইডি

পরিবারের মাঝে করোনাকালীন সহায়তার প্রথম পর্যায় ও ট্রাস্টের নিয়মিত সহায়তা চেক বিতরণ করেন।

সরকারপ্রধান শেখ হাসিনাকে সাংবাদিকবান্ধব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বর্ণনা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারির শুরু থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের আপামর মানুষের জন্য দেশের ইতিহাসে বৃহত্তম ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, এখন পর্যন্ত সাত কোটির বেশি মানুষ সরকারি সহায়তার আওতায় এসেছে। পাশাপাশি করোনার সম্মুখ যোদ্ধাদের জন্য বিশেষ সহায়তার আওতায় সাংবাদিকদের বিষয়েও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনানুসারে দীর্ঘদিন ধরে কর্মহীন, করোনাকালে চাকরি হারানো ও বেতন না পাওয়া–এই তিন অসুবিধায় নিপতিত সাংবাদিকদের এককালীন ১০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে জানান তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে দেড় হাজার সাংবাদিক এ সহায়তা পাবেন এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস

৩রা জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় ‘বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস’।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

৩রা জুন: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম আয়োজিত সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Virtual Ocean Dialogue-এ অংশ নেন।

গ্লোবাল ভ্যাকসিন ভার্চুয়াল সামিট ২০২০ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

৪ঠা জুন: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত Global Vaccine Virtual Summit 2020-এ ভাষণ দেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

৫ই জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করে ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস।’ এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল –‘প্রকৃতির জন্য সময়’।

৬ দফা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

৭ই জুন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গণভবনে। উক্ত আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানটি গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়।

আন্তর্জাতিক আর্কাইভ দিবস

৯ই জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় ‘আন্তর্জাতিক আর্কাইভ দিবস’।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা জুন ২০২০ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম আয়োজিত সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Virtual Ocean Dialogue-এ ভাষণ দেন–পিআইডি

জাতীয় সংসদে (২০২০-২০২১) ৪৯তম বাজেট পেশ

১২ই জুন: অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা শিরোনামে জাতীয় সংসদে (২০২০-২০২১) ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার ৪৯তম বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে ‘বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস’। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– ‘কোভিড-১৯ : শ্রম থেকে শিশুদের রক্ষা করা এখন যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি দরকার’।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে জুন ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগর প্রান্তে এনইসি ভবনে একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস

১১ই জুন: নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘কারামুক্তি দিবস’ পালিত হয়।

বিশ্ব শরণার্থী দিবস

২০শে জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব শরণার্থী দিবস'।

বিশ্ব সংগীত দিবস

২১শে জুন: নানা আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় 'বিশ্ব সংগীত দিবস'। বিশ্বজুড়ে সংগীতপ্রেমীরা এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। কিন্তু করোনার জন্য এবার কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন হয়নি দিনটি ঘিরে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯০টি দেশ নানা আয়োজনে পালন করে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– 'বাড়িতেই যোগচর্চা'।

আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস

২৩শে জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল–'আজকের কর্ম, আগামীকাল প্রভাব: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন সরকারি পরিষেবা এবং প্রতিষ্ঠানকে উদ্ভাবন ও রূপান্তর'।

প্রতিবেদন: শরিফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

অনলাইন ও দূর-শিক্ষণে শিশুদের সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতের আহ্বান

ইউনিসেফ নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি ও জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেছেন,

ইউনিসেফ নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি ও জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা ২৯শে জুন ২০২০ বোর্ডের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের ভার্চুয়াল উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ইন্টারনেট সংযোগের ঘাটতি থাকায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশ শিশুদের দূর-শিক্ষণ গ্রহণ একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে দেশে মাত্র ৩০ শতাংশ শিশুর এ সুযোগ রয়েছে। এই মুহূর্তে অনলাইন ও দূর-শিক্ষণে প্রবেশাধিকারের বিষয়টি হওয়া উচিত বৈশ্বিকভাবে সর্বোচ্চ প্রাধিকারভুক্ত বিষয়।

ইউনিসেফ নির্বাহী বোর্ডের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্‌বোধন করেন। নিবেদিত ও সাহসী প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোভিড-১৯-এর সংকট মোকাবিলা করে শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সারা বিশ্বে দায়িত্বরত ইউনিসেফের কর্মীবাহিনীকেও ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

বৈশ্বিক এই মহামারি মোকাবিলা ও উত্তরণে ইউনিসেফ গৃহীত কর্মসূচি যাতে সদস্য দেশগুলোর সরকারের পদক্ষেপসমূহের পরিপূরক হয় সে আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। সদস্য দেশসমূহে ইউনিসেফের নিয়মিত ও অবশ্য পালনীয় যে সকল কর্মসূচি রয়েছে তা যেন কোনোভাবেই কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ইউনিসেফের কর্মসূচিসমূহের পরিপূরক না হয়।

রাবাব ফাতিমা বলেন, বৈশ্বিক এই মহামারিতে বিশ্বে নিম্ন আয়ের, স্বল্পোন্নত ও আফ্রিকার দেশসমূহ যে ভয়াবহ বাস্তবতা মোকাবিলা করছে, সাধারণ হাত ধোয়ার মতো বিষয়টিও অনেক শিশুর জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য অবকাঠামোতে প্রবেশের সুযোগ থেকে এই শিশুরা বঞ্চিত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইউনিসেফের টিকাদান কর্মসূচি স্থগিত বা হ্রাস হওয়ার ফলে কলেরা, পোলিও এবং হামের মতো প্রতিরোধযোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটার ব্যাপক ঝুঁকি রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন তিনি।

রাষ্টদূত আরও বলেন কোভিড-১৯ মোকাবিলা ও উত্তরণে ইউনিসেফ গৃহীত কর্মসূচিসমূহ যাতে জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাগুলোর গৃহীত কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এক্ষেত্রে ইউনিসেফকে কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান এবং বৈশ্বিকভাবে সমর্থন রাখতে ইউনিসেফের প্রতি উদার ও অব্যাহত সহযোগিতার হাত নিয়ে এগিয়ে আসতে সকলকে উৎসাহিত করেন তিনি।

উদ্‌বোধন অধিবেশনে অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক হেনরিয়েটা এইচ ফোর। এরপর জাতিসংঘে নিযুক্ত সদস্য দেশসমূহের স্থায়ী প্রতিনিধিসহ অন্যান্য প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব দেশের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডে জয়ী বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক 'ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২০' প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথমবারের মতো ছয়টি পুরস্কারের মধ্যে দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা।

৬ই জুলাই আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ৫ই জুলাই ২০২০ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ওটিটি (ওভার দ্য টপ) প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বাংলাদেশে বিদেশি বিভিন্ন কনটেন্ট প্রদর্শন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন কনটেন্ট প্রদর্শন ও বিজ্ঞাপন প্রচারসহ সামগ্রিক বিষয় নিয়ম-নীতির মধ্যে আনা ও করের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতিত্ব করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান এ সভায় অনলাইনে অংশ নেন–পিআইডি

আইবিসিওএল ২০২০ বেস্ট প্রটোটাইপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাংলাদেশের 'ডিইউ নিমবাস' ও সিলভার মেডেল অর্জন করেছে 'ডিজিটাল ইনোভেশন' দল। এই প্রতিযোগিতার মোট ছয়টি পুরস্কারের মধ্যে দুটি জিতে নেয় বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা।

পুরস্কার অর্জনকারী দল দুটিকে অভিনন্দন জানিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, সরকার যখন দেশের মেধাবী শিক্ষার্থী, তরুণ-তরুণীদের ব্লকচেইন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডাটা অ্যানালাইটিকস, মেশিন লার্নিংয়ের মতো ফ্রন্টিয়ার (অত্যাধুনিক) প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়ে উৎসাহিত করছে তখন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশের দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন আমাদের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক একটি খবর।

তিনি বলেন, ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তির আবির্ভাবে পরিবর্তন ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত। বাংলাদেশ যে এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে তার প্রমাণ রেখেছে আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ১২টি দল।

হংকং সিটি ইউনিভার্সিটি ও হংকং ব্লকচেইন সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২০ প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৬০টি দল অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে বাংলাদেশের ১২টি দল অংশ নেয়।

দেশে ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার আয়োজন ও দল বাছাইয়ে ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের উদ্যোগে অন্যান্যের সঙ্গে আইসিটি বিভাগ ও এলআইসিটি প্রকল্প, এফবিসিসিআই, বেসিস, আইবিএ গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

অ্যাপেই সঞ্চয়পত্রের সব তথ্য

সঞ্চয়পত্রের সব তথ্য গ্রাহকদের সহজে জানাতে 'সঞ্চয় অ্যাপ' চালু করেছে জাতীয় সঞ্চয় অধিদফতর। এই অ্যাপের মাধ্যমে সঞ্চয় স্কিমসমূহের তথ্য, মুনাফার হার, বিনিয়োগ পরিস্থিতি জানতে পারছেন গ্রাহকরা। অ্যাপটির আরও আধুনিকায়নের কাজ চলছে।

অ্যাপটি আধুনিকায়ন হলে এর মাধ্যমে গ্রাহক তার নিজ অবস্থান থেকে নিকটবর্তী সেবা প্রদানকরী অফিসসমূহের বিষয়েও জানতে পারবে।

সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে অ্যাপটিকে আরো আপডেট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে জানানো হয়, মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সঞ্চয় অ্যাপটি চালু করা হয়েছে। সঞ্চয় অ্যাপ মূলত একটি বর্ণনাধর্মী অ্যাপ। এই অ্যাপে সঞ্চয় স্কিমসমূহের বর্ণনা, মুনাফা হারের ক্রমবিকাশ, বিনিয়োগ পরিস্থিতি, সেবা প্রদানকারী অফিসসমূহের নাম ও অবস্থান, আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংযোজন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

জুনে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি

সদ্য শেষ হওয়া এই অর্থবছরে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে ৩ হাজার ৩৬৭ কোটি ৪০ লাখ (৩৩.৬৭ বিলিয়ন) ডলার আয় করেছে বাংলাদেশ। মে মাসের তুলনায় সদ্য শেষ হওয়া জুন মাসে রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় ১২৫ কোটি ডলার। অর্থাৎ ঘুরে দাঁড়ানোর পথে এগিয়ে যাচ্ছে রপ্তানি আয়।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) রপ্তানি আয়ের হালনাগাদ যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, ৩০শে জুন শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩ হাজার ৩৬৭ কোটি ৪০ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ধরা ছিল ৪ হাজার ৫৫০ কোটি

ডলার। এদিকে একক মাস হিসেবে গত জুন মাসে বিভিন্ন ধরনের পণ্য রপ্তানি করে ২৭১ কোটি ৪৯ লাখ ডলার আয় করেছে বাংলাদেশ। মে মাসে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৪৬ কোটি ৫৩ লাখ ডলার। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় ১২৫ কোটি ডলার। বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতি ছিল খুব খারাপ। এখন বিশ্বের অনেক দেশেই লকডাউন শিথিল করায় রপ্তানি আয় বাড়ছে। সামনের দিনগুলোতে আরো বাড়বে বলে আশা করছেন সবাই।

বিনা ভাড়ায় আম

দেশব্যাপী ডাকঘরের বিশাল পরিবহণ নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে বিনা ভাড়ায় প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত আম-লিচু ঢাকার পাইকারি বাজারে পৌঁছে দিচ্ছে ডাক অধিদফতর। ২রা জুন থেকে এ কর্মসূচির আওতায় রাজশাহী অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত আম পরিবহণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ঢাকার বেইলি রোডস্থ তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে এ কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন।

মন্ত্রী জানান, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এসব মৌসুমি ফল রাজধানীর বিভিন্ন মেগা শপ ও পাইকারি বাজারে বিপণন করা হবে। বিক্রয়লব্ধ টাকা কোনো মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই সংশ্লিষ্ট কৃষকের হাতে পৌঁছে যাবে। দেশব্যাপী ডাক পরিবহণে নিয়োজিত ঢাকা ফেরত গাড়িগুলো বিনা মাশুলে প্রান্তিক কৃষকের পণ্য পরিবহণে সরকারের বাড়তি কোনো খরচেরও প্রয়োজন হবে না।

রাজশাহী জেলা প্রশাসন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাজশাহীর জেলা প্রশাসক মো. হামিদুল হকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব নূর-উর-রহমান এবং ডাক অধিদফতরের মহাপরিচালক এসএস ভদ্র রাজশাহীতে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, পর্যায়ক্রমে মধুপুর থেকে আনারস পরিবহণসহ চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই কার্যক্রম চালু করা হবে। করোনা সংকটকালে জনগণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা সহজ করতে সরকার ৯ই মে থেকে কৃষক বন্ধু ডাক সেবা চালু করেছে। এছাড়া বিনা মাশুলে করোনা চিকিৎসা উপকরণ পিপিই ও কিট দেশব্যাপী সিভিল সার্জন কার্যালয়ে পৌঁছানোসহ জনগণের দোরগোড়ায় নিরবচ্ছিন্ন ডাক সেবা নিশ্চিত করতে ভ্রাম্যমাণ ডাক সেবা চালু করা হয়।

কৃষকের স্বার্থরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এই উদ্যোগ সফল করতে ডাক বিভাগ বদ্ধপরিকর। বিনা মাশুলে প্রান্তিক কৃষকের আম পরিবহণে সরকারের এই উদ্যোগ এই অঞ্চলের প্রান্তিক আম চাষিদের জন্য খুবই সহায়ক একটি কর্মসূচি।

উল্লেখ্য, এই কর্মসূচির আওতায় ৩১শে মে থেকে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি থেকে বিনা ভাড়ায় লিচু পরিবহণ চালু করা হয়। করোনার বৈশ্বিক ক্রান্তিকালে প্রান্তিক কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর নির্দেশে ৯ই মে মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের ঝিটকা থেকে কৃষক বন্ধু নামে এই কর্মসূচি চালু করা হয়।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

চীন শুল্কমুক্ত সুবিধা দিল ৫১৬১ বাংলাদেশি পণ্যেকে

চীনের বাজারে নতুন করে বাংলাদেশের ৫ হাজার ১৬১টি পণ্যকে শুল্কমুক্ত প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে চীন। ১লা জুলাই থেকে বাংলাদেশ এ সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে। ১৬ই জুন দেশটির ট্যারিফ কমিশন নোটিশ দিয়ে এ তথ্য জানায়। নোটিশে বলা হয়, স্বল্পোন্নত দেশের জন্য শুল্কমুক্ত পণ্যের প্রবেশাধিকার দিতে চীনের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নোটিশে আরও বলা হয়, বাংলাদেশি পণ্য চীনে ৯৭ শতাংশ শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পাবে, আর কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে কোনো শুল্ক দিতে হবে না।

নানিয়ারচরের আম বিদেশে রপ্তানি

রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলায় এবার আমের বাম্পার ফলন হয়েছে। করোনার এই সংকটের মধ্যেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে ইতোমধ্যে এ উপজেলার বগাছড়ি থেকে ২ হাজার ৬০০ কেজি ল্যাংড়া, হিমসাগর ও আম্রপালি জাতের আম ইতালিতে এবং ৪০০ কেজি আম যুক্তরাজ্যে রপ্তানি করা হয়েছে।

আরও ৮ হাজার ৫০০ কেজি আম রপ্তানির আদেশ পাওয়া গেছে। আশা করা হচ্ছে, এ মৌসুমে প্রায় ৭০-৮০ টন রপ্তানিযোগ্য আম এ উপজেলা থেকে সরবরাহ করা যাবে বলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

এফবিসিসিআই সভাপতি ফজলে ফাহিম 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট : স্টেকহোল্ডারস ইন্টের‍্যাকশন' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তব্য দেন

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে আলিবাবা

আন্তর্জাতিক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলিবাবা বাংলাদেশে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এলক্ষ্যে বাংলাদেশে লজিস্টিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও ৬৪ জেলায় ১৫০টিরও বেশি হাব স্থাপন করবে আলিবাবার সহযোগী প্রতিষ্ঠান দারাজ। দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোস্তাহিদুল হক ৯ই জুন সংবাদ মাধ্যমকে জানান, ২০২১ সালের মধ্যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রযুক্তির কল্যাণে দুনিয়াব্যাপী ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে অনলাইন কেনাকাটা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বাড়ছে এর কদর। প্রতিনিয়ত বাড়ছে অনলাইন ক্রেতা। এমনই প্রেক্ষাপটে বাজার ধরতে এবার বাংলাদেশে ব্যাপক পরিসরে আসছে আন্তর্জাতিক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলিবাবা। এরই মধ্যে নিজেদের ব্যাবসায়িক অংশীদার দারাজের মাধ্যমে বাংলাদেশে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে তারা।

দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোস্তাহিদুল হক বলেন, আমরা ২০২১ সালের মধ্যে দেশে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করব। সারা দেশে ৬৪ জেলায় হাব করা হবে। ২ বছরের মধ্যে ১৮ থেকে ২০ হাজার উদ্যোক্তা তৈরি করব।

প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে নন্দিনী, দারাজ স্টোর, দারাজ ভিলেজ প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণ ই-কমার্স উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করছে। গ্রাহককে আরো দ্রুত ও সহজে পণ্য পৌঁছে দিতে কনভেয়ার বেল্ট, ফর্ক লিফট, এনার্জি এফিশিয়েন্ট, পার্কিং বেস, ফায়ার সেফটি ইকুইপমেন্ট ইত্যাদিসহ নানা ধরনের সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করার কথাও জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ২০১৪ সাল থেকে বাংলাদেশে অনলাইনে ব্যাবসা পরিচালনা করছে দারাজ। প্রতিষ্ঠানটির মার্কেটপ্লেসে রয়েছে ১৮ হাজারেরও বেশি বিক্রেতা। দারাজের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রাহকদের পণ্য পৌঁছে দিতে নিজস্ব লজিস্টিক পরিসেবায় কর্মরত রয়েছেন ৩ হাজার কর্মী।

বাংলাদেশ-ভারত বিনিয়োগ লাভজনক হবে

কোভিড-১৯ সংকটে অর্থনীতিকে চাঙা করতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি দুই দেশের কল্যাণ নিশ্চিতে সর্বোত্তম উপায় বলে মন্তব্য করেছেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম। ২২শে জুন ২০২০ এফআইসিসিআই আয়োজিত 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট : স্টেকহোল্ডারস ইন্টের‍্যাকশন' শীর্ষক ওয়েবিনারে তিনি এ কথা বলেন। ওয়েবিনারে অংশ নেন ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীমতী রীভা গাঙ্গুলি দাশ।

এফবিসিসিআই সভাপতি ফজলে ফাহিম বলেন, কোভিড-১৯ বাস্তবতায় অর্থনীতি চাঙা করতে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য যৌথ বিনিয়োগ, যেসব পণ্য ও সেবার কাঁচামাল ভারত থেকে এসে বাংলাদেশে পণ্য প্রস্তুত হয়ে পুনরায় ভারতসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে, সেসব পণ্য ও সেবার ভ্যালু চেইনেরই একটি অংশ। এতে যৌথ বিনিয়োগের কৌশলটি দুই দেশের জন্যই লাভজনক হবে বলে আমি মনে করি।

পিছিয়ে যাওয়া পেমেন্ট সম্পর্কিত সংশোধিত বিধানটি কার্যকর হলে তা বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি এবং বাংলাদেশ থেকে ভারত ও ভারতের বাইরে পণ্য রপ্তানিতে যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, দ্বিপক্ষীয় ভ্যালু চেইন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে তা কাটাতে এবং বিশ্ববাজারের দিকেও নজর দিতে সাহায্য করবে বলেও জানান ফজলে ফাহিম। বাংলাদেশি ব্যাবসায়ীদের কেনাকাটা সহজ করতে ভারতীয় ব্যাংকগুলো থেকে বিলম্বিত এলসি প্রদানের সুবিধা বিলের দিন থেকে আরো ২৪০ দিন বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য ভারতীয় ব্যাবসায়ীদের অনুরোধ জানান এফবিসিসিআই সভাপতি। তিনি বলেন, এমন উদ্যোগ অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যাবসায়িকভাবে সম্পৃক্ত বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের ভারতের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে সহায়ক হবে।

মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার প্রেসিডেন্ট (গ্রুপ পাবলিক অ্যাফেয়ার্স) মনোজ চোগ বলেন, উচ্চ আমদানি শুল্ক থাকার কারণে বিশেষ করে যাত্রী এবং বাণিজ্যিক যানবাহনগুলোর ক্ষেত্রে দুই দেশের বাণিজ্য বাড়ানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বাংলাদেশের বাজারে এই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে যথাযথ রিটেইল ফাইন্যান্স কার্যকর করা দরকার।

ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীমতী রীভা গাঙ্গুলি দাশ বলেন, দুই দেশেই পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তা যাচাইয়ের জন্যই ভারতীয় রেলওয়ে ও বাংলাদেশ রেলওয়ে একসঙ্গে কাজ করছে। তিনি আরো বলেন, ভারত আঞ্চলিক সহযোগিতাটাকে আরো এগিয়ে নিতে যাত্রী ও বাণিজ্যিক যানবাহনের ওপর শুল্ক কমানোর বিষয়ে চিন্তা করেছে। এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ভারত সরকারকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন।

প্রতিবেদন: উষা রানী রায়

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

ভার্চুয়াল ক্লাসরুম অ্যাপ উদ্‌বোধন

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মণি ২২শে জুন 'ভার্চুয়াল ক্লাসরুম অ্যাপ'-এর উদ্‌বোধন করেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে অনলাইনের আওতায় আনার পদক্ষেপ হিসেবে 'ভার্চুয়াল ক্লাসরুম অ্যাপ' উদ্‌বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী। সমন্বিত এ ক্লাসরুমে যুক্ত হতে হবে

দেশের সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং পরীক্ষা মূল্যায়নের সুবিধাও থাকবে। এমনকি বিজ্ঞান শিক্ষাও সম্ভব হবে ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, করোনা পরবর্তী সময়েও দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্চুয়াল ক্লাস চলমান থাকবে।

অনুমোদন পেল আরেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকার উত্তরায় 'মাইক্রোল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন দিয়ে আদেশ জারি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ালো ১০৬টি। ২৩টি শর্ত দিয়ে নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

উইমেন ডেলিভারের তালিকায় ছয় বাংলাদেশি

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা উইমেন ডেলিভারের 'উইমেন ডেলিভার ইয়াং লিডারস' নামের কর্মসূচিতে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের ছয়জন তরুণ-তরুণী। ১০ই জুন ৩০০ তরুণ নেতাদের একটি তালিকা প্রকাশ করে সংস্থাটি। তালিকায় স্থান পাওয়া ছয় বাংলাদেশি হলেন– তানজিলা মজুমদার, সোহানুর রহমান, নওশীন চৌধুরী, মোহসীনা আক্তার, নাফিসা তাসনিম ও সাদমান ফয়সাল।

এই তরুণ ছয় নেতার মধ্যে কেউ যুক্ত আছেন শিক্ষা ও মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবায়, কেউবা সোচ্চার নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে, কেউ যুক্ত আছেন জলবায়ু ও পরিবেশ রক্ষায়, কেউবা লড়ছেন দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন নিয়ে।

লিঙ্গ সমতা, নারী স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে কাজ করে বৈশ্বিক সংস্থা

সোহানুর রহমান, মোহসীনা আক্তার, নাফিসা তাসনিম, নওশীন চৌধুরী, সাদমান ফয়সাল, তানজিলা মজুমদার

উইমেন ডেলিভার। তাদের কাজকে সুসংহত করতেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তরুণ নেতা নির্বাচন করা হয়। এবারের তালিকায় বিশ্বে ৯৬টি দেশের ৫ হাজার ৬০০ আবেদনকারীর মধ্য থেকে ৩০০ জনকে নির্বাচন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে অডিটর জেনারেল নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের নিনা

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে অডিটর জেনারেল পদে প্রায় ৬০ হাজার ভোটে এগিয়ে থেকে বাংলাদেশের বংশোদ্ভূত নিনা আহমেদ নির্বাচিত হয়েছেন। ২রা জুন এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম কোনো বাংলাদেশি রাষ্ট্র পর্যায়ে এমন একটি সম্মানজনক পদে নির্বাচিত হলেন। এছাড়া পেনসিলভানিয়া রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো অশ্বেতাঙ্গ এবং নারী অডিটর জেনারেল পদে নির্বাচিত হলেন।

বিজ্ঞানী নিনা আহমেদ একজন নারীবাদী ও প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকান। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময়ে তিনি একজন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ২১ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। নিনা পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। পরে আণবিক জীববিজ্ঞানী ও উদ্যোক্তা হিসেবে সাফল্য অর্জন করেন।

আসছে নারীদের জন্য গবেষণা অনুদান

বাংলাদেশের নারী বিজ্ঞানীদের জন্য 'মুজিব শতবর্ষ স্বাস্থ্য গবেষণা অনুদান' ঘোষণা করেছে আইসিডিডিআরবি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং আইসিডিডিআরবি বিজ্ঞানভিত্তিক উৎকর্ষের ৬০ বছর পূর্তিতে ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা মূল্যমানের 'মুজিব শতবর্ষ স্বাস্থ্য গবেষণা অনুদান' প্রদান করা হবে। বাংলাদেশে নারী বিজ্ঞানীদের জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ এটাই প্রথম। সম্প্রতি আইসিডিডিআরবির ওয়েবপেইজে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এ স্বাস্থ্য গবেষণা অনুদানের জন্য ৫০ বছরের কম বয়সি বাংলাদেশি নারী বিজ্ঞানী/গবেষক/শিক্ষাবিদ/শিক্ষার্থীরা আটটি বিষয়ে আবেদন করতে পারবেন। বিষয়গুলো হলো– মা, নবজাতক ও শিশুমৃত্যু হ্রাস এবং নারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের কল্যাণ; মা ও শিশুর অপুষ্টি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা; আন্ত্রিক ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা; ইমার্জিং ও রিইমার্জিং সংক্রমণ শনাক্তকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ; সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা; লিঙ্গ সমতা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার অর্জন; জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব; অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা।

মনুষ্যবাহী মহাকাশযানের নেতৃত্বে নারী

প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার

মনুষ্যবাহী মহাকাশযান পরিচালনার নেতৃত্ব দেবেন একজন নারী। নাম ক্যাথি লুয়েডার্স। ১২ই জুন নাসার প্রধান জিম ব্রাইডেনস্টাইন টুইটারে নাসার হিউম্যান এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড অপারেশনস মিশনের (এইচইও) প্রধান হিসেবে ক্যাথি লুয়েডার্স নিয়োগের ঘোষণা দেন।

গত মাসে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মহাকাশযানে করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে নভোচারী পাঠানোর মিশনে নেতৃত্ব দেন লুয়েডার্স। সেই সফলতার সূত্র ধরেই তাঁকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৯২ সালে নাসায় যোগদান করেন লুয়েডার্স।

এমসিসির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট

ক্রিকেটের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এমসিসির (মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব) ২৩৩ বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন ক্লেয়ার কনর। বর্তমান প্রেসিডেন্ট কুমার সাঙ্গাকারার স্থলাভিষিক্ত হবেন ইংল্যান্ড নারী দলের সাবেক এ অধিনায়ক। ২৪শে জুন এমসিসির ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নারী ক্রিকেটের অন্যতম সেরা তারকা কনর ২০০০ সালে ইংল্যান্ড নারী দলের নেতৃত্ব পান। ইংল্যান্ডের হয়ে তিনি ১৬টি টেস্ট, ৯৩টি ওয়ানডে ও দুটি টি-২০ খেলেন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকার বাতাসে মানের উন্নতি

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকার বাতাসের মান উন্নতি হয়েছে। ২রা জুন মান সূচক ৮৬ স্কোর নিয়ে দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় ১২তম অবস্থানে ঢাকা। এর অর্থ হলো– ঢাকার বায়ু দূষণ বর্তমানে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে।

প্রতিদিনের বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা একিউআই এমন এক সূচক যা নির্দিষ্ট একটি শহরের বায়ু কতটুকু পরিষ্কার বা দূষিত তা এবং এ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলো জনগণকে জানিয়ে থাকে। বাংলাদেশে একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের পাঁচটি ধরনকে ভিত্তি করেন। এগুলো হলো– বস্তুকণা (পিএম ১০ ও পিএম ২.৫), এনও২, সিও, এসও২ এবং ওজোন। তবে বর্ষা মৌসুমে এখানে বাতাসের মানের উন্নতি হয়।

দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই, দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ এবং ভারতের দিল্লি যথাক্রমে ১৮৭, ১৮৬ এবং ১২৪ স্কোর নিয়ে তালিকার প্রথম তিনটি স্থানে রয়েছে। একিউআই স্কোর যখন ৫১ থেকে ১০০ থাকে তখন বাতাসের মান গ্রহণযোগ্যে বলে ধরে নেওয়া হয়।

গভর্ন্যান্স কাউন্সিল গঠন সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শত বছরের মহাপরিকল্পনা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান, ২১০০ বাস্তবায়নের প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপারসন করে ১২ সদস্যের ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল গঠন নিঃসন্দেহে সরকারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিণামে গলছে মেরু অঞ্চলের বরফ। বাড়ছে সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা; যা বাংলাদেশের মতো উপকূলবর্তী দেশগুলোর জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ। দেশের সিংহভাগ এলাকা শত

শত বছরের প্রক্রিয়ায় সাগরপৃষ্ঠ থেকে জেগে উঠেছে। স্বভাবতই সাগরপৃষ্ঠ থেকে বাংলাদেশ বেশির ভাগ এলাকার উচ্চতা এমনিতেই কম। সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের এক বড়ো অংশ পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। হাজার হাজার একর জমি বছরের বেশির ভাগ সময় ডুবে থাকছে সাগরের নোনা পানির নিচে। লাখ লাখ মানুষের জীবিকায় কালো ছায়া ফেলেছে জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন। উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করছে হাজার হাজার পরিবার। জলবায়ু পরিবর্তনের অশুভ আগ্রাসন মোকাবিলায় যেসব দেশ সময়োচিত পদক্ষেপ নিয়েছে, বাংলাদেশের নাম তার সামনের কাতারে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডেল্টা গর্ভন্যান্স কাউন্সিল গঠন এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে– এমনটিই আশা করা যায়। ফলে বন্যা, নদীভাঙন, নদী ব্যবস্থাপনা, শহর ও গ্রামাঞ্চলে সুপেয় পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সব কার্যক্রমের ওপর সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নজরদারি নিশ্চিত হবে। ডেল্টা প্ল্যান হালনাগাদেও কাউন্সিল সময়োচিত পদক্ষেপ নেবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাকে অভিশাপের বদলে আশীর্বাদ পরিণত করতে ডেল্টা প্ল্যান জাতিকে পথ দেখাবে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষিপণ্য কেনাবেচার অনলাইন সাইট ‘হর্টেক্সবাজারবিডি.কম’ উদ্‌বোধন

কৃষিপণ্যের রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি, মানসম্পন্ন সবজি ও ফলমূলের বাজার উন্নয়ন, করোনা পরিস্থিতিতে সতেজ পণ্য ক্রয়ে ভোক্তা শ্রেণি সৃষ্টি, কৃষিপণ্যের সঠিক বাজারজাত ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে অনলাইন মার্কেট সাইট ‘হর্টেক্সবাজারবিডি.কম’ (hortexbazarbd.com) উদ্‌বোধন করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। কৃষিমন্ত্রী ২৪শে জুন তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এ সাইট উদ্‌বোধন করেন। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংস্থাপ্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি বা রপ্তানি বাড়াতে হলে অভ্যন্তরীণ বাজারে সেসব পণ্যের জনপ্রিয়তা বাড়াতে হবে, বিক্রি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে, দেশে উন্নত অভ্যন্তরীণ বাজার স্থাপন করতে হবে, কাঁচাবাজার ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ঘটাতে হবে। তা না হলে বিদেশিরা এদেশ থেকে কৃষিপণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হবে না। তিনি বলেন, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে কাজ করছে। এই অনলাইন মার্কেট কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন 'সফটওয়্যার শপ লিমিটেড'(এসএসএল)-এর মাধ্যমে এই ই-কমার্স সাইটটি তৈরি করেছে। এটি পুরোপুরি ব্যবহারকারীবান্ধব। একজন ভোক্তা সহজেই তার পছন্দমতো পণ্যের ক্রয়াদেশ দিতে পারবেন। পণ্যের মূল্য ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড/বিকাশ/নগদ/রকেট ইত্যাদির মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবেন। এছাড়া নগদ টাকা পরিশোধ করেও পণ্য গ্রহণ করতে পারবেন। পণ্য সরাসরি হর্টেক্স ফাউন্ডেশন অফিস থেকে ভোক্তা গ্রহণ করতে পারবেন। এমনকি হোম ডেলিভারির মাধ্যমেও পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সবজিসহ আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, আনারস, সুগন্ধি চাল, ইত্যাদি ভোক্তা সাধারণের জন্য জোগান দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, করোনা পরিস্থিতিতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার ভোক্তা সাধারণের জন্য হর্টেক্স ফাউন্ডেশন-এর ভ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন সবজি ও ফল সরবরাহ করা হচ্ছে।

আউশ আবাদের সর্বোচ্চ রেকর্ড

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যানুসারে, রংপুর অঞ্চলে বিগত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জমিতে আউশ আবাদ হয়েছে চলতি ২০২০-২০২১ মৌসুমে । এবার আবাদ হয়েছে রেকর্ড পরিমাণ ৬৩ হাজার ৬৯০ হেক্টর জমিতে, যা লক্ষ্যমাত্রা ৫৯ হাজার ৬৭৫ হেক্টরের চেয়ে ৪ হাজার ১৫ হেক্টর বেশি অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ৭ শতাংশ বেশি।

২০০০-২০০১ মৌসুমে এ অঞ্চলে আউশ আবাদ হয়েছিল ২৫ হাজার ৭৩৪ হেক্টর জমিতে, এর পরবর্তী বছরগুলোতে ক্রমাগত আউশ আবাদের এলাকা কমতে থাকে এবং ২০০৯-২০১০ সালে সর্বনিম্ন ১২ হাজার ৯৩৮ হেক্টর জমিতে আউশ আবাদ হয়। ২০০৯-২০১০ সালের আউশ আবাদের তুলনায় এবার আবাদ হয়েছে প্রায় ৫ গুণ বেশি।

আউশ আবাদের এলাকা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে হেক্টর প্রতি গড় ফলন। ২০১৭-২০১৮ মৌসুমে হেক্টর প্রতি চাল উৎপাদন হয়েছিল ২ দশমিক ৯৮ মে. টন, গত ২০১৮-২০১৯ মৌসুমে তা বেড়ে হয়েছে হেক্টর প্রতি ৩ দশমিক ০৪ মে. টন। এ বছর হেক্টর প্রতি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩ দশমিক ০৭ মে. টন চাল উৎপাদন হলে রংপুর অঞ্চলের ৫ জেলা থেকে ১ লাখ ৯৫ হাজার ৫২৮ মে. টন চাল চলতি আউশ মৌসুমে উৎপাদিত হবে, যা মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১২ হাজার ৫৯ মে. টন বেশি।

ভূগর্ভস্থ পানির অপচয় রোধ করে বৃষ্টির পানিকে কাজে লাগিয়ে আউশ আবাদকে জনপ্রিয়করণের জন্য বর্তমান সরকারের নানা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে আউশ আবাদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রংপুর অঞ্চলে রবি ফসল আবাদের পরে পরবর্তী রোপা আমন আবাদের আগে মে মাস থেকে মধ্য আগস্ট পর্যন্ত সময়ে পানি সাশ্রয়ী বৃষ্টিনির্ভর আউশ আবাদ করা যায়। বিগত কয়েক বছরে সরকারি প্রণোদনায় বিনামূল্যে আউশ ধানের বীজ ও সার কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা, উচ্চ ফলনশীল জাতের আউশ ধানের বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়া এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবিড় মনিটরিং-এর ফলে সেচ সাশ্রয়ী আউশের আবাদে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। যথাসময়ে কৃষি উপকরণ বিতরণ করায় আবাদের ওপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে এবং এতে কাঙ্ক্ষিত ফলন ও উৎপাদন পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

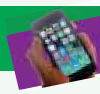

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

সৈয়দপুরে ভাতা পাবেন আরো ১৮৩১ জন

নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নতুন করে আরো ১ হাজার ৮৩১ জন ভাতাভোগীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে উপজেলার বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারী এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ১৩ হাজার ১১১ জন।

সৈয়দপুর পৌর এলাকা ও পাঁচটি ইউনিয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আগে ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ২৮০ জন। এর মধ্যে বয়স্ক ভাতাভোগী ৭ হাজার ১০ জন, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাভোগী ২ হাজার ৩১৩ জন এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী ১ হাজার ৯৫৭ জন ছিল। নতুন করে আরো ১ হাজার ৮৩১ জন সুবিধাভোগী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ১১১ জন। নতুনভাবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বয়স্ক ভাতাভোগী ৬২৩ জন, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাভোগী ৪৩৮ জন এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী ৭৭০ জন। বয়স্ক ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাভোগীরা নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে মাসিক ৫০০ টাকা করে এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীরা প্রতি মাসে ৭৫০ টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

এন মাইনাস ওয়ান প্রকল্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ সঞ্চালনে একটি লাইনের সরবরাহ বন্ধ হলেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে অন্য একটি লাইন। এতে সরবরাহ থাকবে স্বাভাবিক। বহুদিন ধরে এন মাইনাস ওয়ান নামের এই প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা চললেও এবারই প্রথম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ পাচ্ছে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ (পিজিসিবি)। আগামী অর্থবছরের বাজেটে বিদ্যুৎ সঞ্চালনে সব থেকে বড়ো বড়ো প্রকল্পে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। রামপাল, পায়রা, মাতারবাড়ি এবং রূপপুর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের সঞ্চালন অবকাঠামো গড়ে তোলার বাজেটে বরাদ্দ পেয়েছে পিজিসিবি। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে।

পিজিসিবি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম কিবরিয়া বলেন, অনেকদিন থেকেই এন মাইনাস ওয়ান নামের প্রকল্পটি নিয়ে আলোচনা চলছিল। এখন একটি লাইন বন্ধ হলে তা চালু করে আবার সঞ্চালন স্বাভাবিক করতে হয়। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য একটি লাইন চালু হয়ে যাবে, যাতে সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে। এটি উন্নত বিশ্বে রয়েছে, আমাদের সঞ্চালন ব্যবস্থায় নতুন যোগ হচ্ছে বলে তিনি বলেন, গত অর্থবছর থেকে বেশ কিছু বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। যাতে বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের সুফল মানুষ আরো নিবিড়ভাবে ভোগ করবে।

বিদ্যুতের আধুনিক সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবার বাজেটে নতুন পুরাতন মিলিয়ে ১৮ প্রকল্পে বরাদ্দ থাকছে। বিদ্যুৎ বিভাগ জানায়, গত বছরের বাজেটে চার হাজার ৫৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বর্তমান অর্থবছর বরাদ্দ রাখা হয়েছে সাত হাজার ৫৪৩ কোটি টাকা।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

বর্ণিল রঙে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কটি বর্ষার বহুমাত্রিক উজ্জ্বল্য ছড়িয়ে লাল-নীল, গোলাপি-হলুদ, বেগুনি-সাদাসহ বিভিন্ন রঙের ফুলে ফুলে নিজেকে রাঙিয়ে বর্ণিল সাজে সেজেছে। কামিনী, বেলি গন্ধরাজের মাতাল করা গন্ধ ও নান্দনিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ করছে সড়কটি দিয়ে চলাচলকারী মানুষদের। সরকারের মেগাপ্রকল্প হিসেবে প্রথম দফার মেয়াদে ময়মনসিংহ-জয়দেবপুর ৮৭.১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেন মহাসড়কের প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছিল এক হাজার ৮১৫ কোটি ১২ লাখ টাকা। চারটি প্যাকেজে এ প্রকল্পটি সর্বশেষ তত্ত্বাবধান করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৭ ইসিবি। নির্মাণকাজ শেষে ২০১৬ সালের ২রা জুলাই রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে সুইচ টিপে আনুষ্ঠানিকভাবে যান চলাচলের জন্য উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উত্তরবঙ্গের একাংশের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করা। মহাসড়কটি দৃষ্টিনন্দন ও তাতে দুর্ঘটনা রুখতে সড়ক বিভাজকের ওপর রোপণ করা হয়েছিল ৩০ প্রজাতির লক্ষাধিক গাছ। এদের মধ্যে রয়েছে– কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কামিনী, বেলি, গন্ধরাজ, কনকচাঁপা, রক্তকরবী, স্বদেশী নিম, চেরি, নীল কাঞ্চন, লাল কাঞ্চন, অগ্নিস্বর, পলাশ, গৌরিচূড়া, ছাতিম ও জামরুলসহ প্রায় ৩০ প্রজাতি গাছ।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আইল্যান্ড ফুলে ফুলে সুরভিত

কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে চট্টগ্রাম সিটি গেট পর্যন্ত ১৯২ কিলোমিটার মহাসড়কের ১৪৩ কিলোমিটার এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির কয়েক হাজার ফুল গাছ লাগানো হয়েছিল। এসব গাছে নানা রঙের ফুলে ফুলে রঙিন সাজে সেজেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফোর লেনের আইল্যান্ড। দেশের লাইফ লাইন হিসেবে খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এখন সৌন্দর্যের অপরূপ দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। জানা গেছে, এক লেনের গাড়ির হেডলাইটের আলো যাতে বিপরীত লেনের গাড়ির ওপর না পরে সেজন্য ডিভাইডারের ওপর রোপণ করা হয় বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের গাছ। প্রথম ধাপে ৬৪ হাজার ফুল গাছ লাগানো হয়েছিল কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে সুয়াগাজী বাজার পর্যন্ত। আবার দ্বিতীয় ধাপে চৌদ্দগ্রাম থেকে চট্টগ্রামের সিটি গেট পর্যন্ত লাগানো হয়েছিল বাহারি ৪২ হাজার গাছগাছালি। এগুলোর উচ্চতা ২ মিটার থেকে ৫ মিটার পর্যন্ত।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

৩৮তম বিসিএসে ২২০৪ জন নিয়োগের সুপারিশ

৩৮তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল ৩০শে জুন ২০২০ প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এই বিসিএসে ২ হাজার ২০৪ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করেছে পিএসসি। ফলাফল পিএসসির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

সাধারণ ক্যাডারের ৬১৩ জন (পররাষ্ট্রে ২৫ জন, প্রশাসনে ৩০৬ জন, পুলিশে ১০০ জন, ট্যাক্সে ৩৫ জন, নিরীক্ষা ও হিসাবে ৪৫ জন, সমবায়ে ২ জন, পরিবার পরিকল্পনায় ১১ জন, খাদ্যে ৫ জন, আনসারে ৩৮ জন, তথ্যে ২৪ জন, ডাকে ১৫ জন, রেলওয়ে পরিবহণ ও বাণিজ্যিকে ৭ জন)। এছাড়াও সহকারী সার্জনে ২২০

জন, ডেন্টাল সার্জনে ৭১ জন, বিভিন্ন কারিগরি ক্যাডারে ৫৩২ জন এবং শিক্ষায় ৭৬৮ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৩৮তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় পাস করেন ৯ হাজার ৮৬২ জন। লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেন ১৪ হাজার ৫৪৬ জন। লিখিত পরীক্ষায় পাস করা প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন। গত ফেব্রুয়ারিতে মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়। ৩৮তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শেষ হয় ২০১৮ সালের ১৩ই আগস্ট। ২০১৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ৩৮তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়। ৩৮তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশ নিতে ৩ লাখ ৮৯ হাজার ৪৬৮ জন প্রার্থী আবেদন করেছিলেন।

নন-ক্যাডারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এই বিজ্ঞপ্তির অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি দপ্তরে ১ হাজার ৭২৬ জনকে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুকদের আগামী ২৬শে জুলাই পর্যন্ত আবেদন করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ উপসহকারী উদ্যান কর্মকর্তা/ উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা/উপসহকারী প্রশিক্ষক/ উপসহকারী সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা পদে ১ হাজার ৩৯৪ জন জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার পদে ৫৯ জন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) পদে ৬০ জন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (ভূ-তত্ত্ব) পদে ১৫ জন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ) পদে আট জন নিয়োগ দেওয়া হবে। উক্ত পদগুলো ছাড়াও জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীন দপ্তরসমূহে ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর পদে ২৫ জন, সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদে ৩১ জন, ইন্সট্রাক্টর পদে ৫৫ জন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) পদে ৪০ জন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ড্রাফটসম্যান পদে ২১ জন নিয়োগ দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনায় আক্রান্ত মায়েরা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন

মা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও সন্তানকে বুকের দুধ দিয়ে যেতে হবে। কিছুতেই মা ও সন্তানকে আলাদা করা উচিত হবে না। করোনার ঝুঁকির চেয়ে সন্তানকে বুকের দুধ দেওয়ার মধ্যে লাভ অনেক বেশি। ১২ই জুন অনলাইন ব্রিফিংয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, বুকের দুধ দিলে কোভিড-১৯ আক্রান্ত মায়ের থেকে সন্তান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় কি-না তা জানাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান চালিয়েছে। আমরা জানি যে, শিশুরা অপেক্ষাকৃত করোনার ঝুঁকিতে কম রয়েছে।

তবে তাদের অন্য আরো অনেক রোগ ও জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি–যা বুকের দুধ ঠেকিয়ে দিতে পারে।

তেদরোস আধানোম বলেন, প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, সংক্রমিত মায়েদের থেকে সন্তানদের আলাদা করা উচিত নয় মোটেই যদি না মা খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

মাস্ক ব্যবহারে সংক্রমণ কমে ব্যাপকভাবে

বিজ্ঞানীরা যে বলেছিলেন মাস্ক ঠিকঠাক ব্যবহার করলে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি প্রায় এক অঙ্কের কোটায় নামিয়ে আনা সম্ভব–-এর সত্যতা মিলেছে সাম্প্রতিক সময়ের এক গবেষণায়। প্রকাশিত নতুন এ গবেষণায় বলা হয়েছে, মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করার পরেই সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পান অনেকে। ইতালিতে ৬ই এপ্রিল থেকে ৯ই মে'র মধ্যে প্রায় ৭৮ হাজার এবং নিউইয়র্কে ১৭ই এপ্রিল থেকে ৯ই মে'র মধ্যে প্রায় ৬৬ হাজার মানুষ সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন মাস্ক ব্যবহারের কারণে। গৃহবন্দি হওয়ার থেকে মাস্ক পরার ওপর জোর দিচ্ছেন গবেষক ও চিকিৎসকেরা। গবেষকরা বলছেন, বায়ুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার মাধ্যমে দেহের শ্বাসনালি হয়ে শরীরে সংক্রমণ ঘটায় করোনা ভাইরাস। মাস্ক পরার ফলে সেই রাস্তা বন্ধ হয়।

জেনেক্সপার্ট মেশিনে করোনা পরীক্ষা শুরু

দেশে জেনেক্সপার্ট মেশিনে করোনা পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ২৪শে জুন থেকে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অধীনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউটে এ প্রক্রিয়ার করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়। যেখানে পিসিআর মেশিনে একটি পরীক্ষা করতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে, সেখানে এ পদ্ধতিতে মাত্র ৪৫ মিনিটেই ফলাফল পাওয়া যায়। পজিটিভ রোগীর ফলাফল ৩০ মিনিটেই পাওয়া সম্ভব।

এ পদ্ধতিটি মার্কিন এফডিএ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত। এটাকে পয়েন্ট অব কেয়ার (পিওসি) টেস্ট বলে যা বায়োসেফটি ক্যারিনেট ছাড়া করা যেতে পারে। এ টেস্ট ক্লিনিক্যাল মূল্যায়নে করোনা পজিটিভ ও নেগেটিভ রোগীর ক্ষেত্রে প্রায় শতভাগ সাফল্য পেয়েছে।

বিএসএমএমইউ'র করোনা সেন্টারে রোগী ভর্তি শুরু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ৩৭০ শয্যার করোনা সেন্টারে ৪ঠা জুলাই থেকে রোগী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২৪ ঘণ্টাই চালু থাকবে এর ভর্তি কার্যক্রম।

বিএসএমএমইউ'র এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৩৭০ শয্যার মধ্যে কেবিন ব্লকে ২৫০টি এবং বেতার ভবনে ১২০টি। কেবিন ব্লকে ইমার্জেন্সি রোগীর জন্য রয়েছে ২৪টি শয্যা এবং আইসিইউ রয়েছে ১৫টি। ৬০ জন চিকিৎসক, ১০০ নার্স এবং সংশ্লিষ্ট প্যারামেডিক্স, ওয়ার্ডবয়, এমএলএসএস ও ১০০ জন স্বাস্থ্যকর্মীসহ ২৬০০ জন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী টিম রোগীদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

পদ্মা সেতুর সাড়ে চার কিমি. দৃশ্যমান

পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে ২৬ ও ২৭ পিলারের ওপর বসানো হয়েছে ৩০তম স্প্যান। এই স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে পদ্মা সেতুর ৪ হাজার ৫০০ মিটার দৃশ্যমান হলো। ৩০শে মে সকাল ১০টায় স্প্যানটি পুরোপুরিভাবে খুঁটিতে বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়।

পদ্মা সেতুতে মোট পিলারের সংখ্যা ৪২টি। প্রতি পিলারে রাখা হয়েছে ছয়টি পাইল। একটি পিলার থেকে আরেকটি পিলারের দূরত্ব ১৫০ মিটার। এই দূরত্বের লম্বা ইস্পাতের কাঠামো বা স্প্যান জোড়া দিয়েই পদ্মা সেতুর কাঠামো তৈরি বা নির্মিত হচ্ছে। ৪২টি পিলারের ওপর বসবে ৪১টি স্প্যান। স্প্যানগুলো চীন থেকে তৈরি করে বাংলাদেশে আনা হয়। সেতুটির মোট দৈর্ঘ্য হবে সোয়া ছয় কিলোমিটার। এরই মধ্যে সেতুটির সাড়ে চার কিলোমিটার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। আরো স্প্যান বসবে ১১টি। এরপর শেষ হবে পদ্মা সেতুতে স্প্যান বসানোর কাজ। এর আগে ৪ঠা মে ২৯ নম্বর স্প্যান বসানো হয়েছিল। আর সেতুতে বসানো হয় ২৮তম স্প্যান ১১ই এপ্রিল। পদ্মা সেতু প্রকল্পের উপসহকারী প্রকৌশলী হুমায়ন কবির জানান, ৩০তম স্প্যানটি বসানোর পর ৩১তম স্প্যান বর্ষা মৌসুমের আগেই খুঁটির ওপর বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আর ৩১তম স্প্যানটি বসে সেলে জাজিরা প্রান্তের সবকটি স্প্যান বসানো হবে। শুধু মাওয়া প্রান্তে বাকি থাকবে ১০টি স্প্যান বসানোর কাজ। খুব শিগগিরই তাও সম্পন্ন করা হবে।

বিমানের আবুধাবি ও দুবাই ফ্লাইট শুরু হচ্ছে

প্রথমবার তারিখ পেছানোর পর শুরু হচ্ছে বিমানের আমিরাত ফ্লাইট। ৯ই জুলাই থেকে দুবাই ও আবুধাবি রুটে নিয়মিত বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনা করবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। উল্লেখ্য, এ রুটে ৭ই জুলাই থেকে বিমানের ফ্লাইট চালানোর সিদ্ধান্ত ছিল। সেভাবে প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিমান সিদ্ধান্ত নেয়, এই দুই রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করবে না। এ অবস্থায় ৭ই জুলাই বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় স্থগিত হওয়া এ রুট চালু করতে হবে। এরপরই দুবাই ও আবুধাবি রুটে ফ্লাইট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয় রাষ্ট্রায়ত্ত এই উড়োজাহাজ সংস্থা। এ সম্পর্কে বেসামরিক বিমান চালাচল ও পর্যটক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মহিবুল হক বলেন, আমরা ৯ই জুলাই থেকে দুবাই ও আবুধাবি রুটে নিয়মিত বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও কথা বলেছি। ৯ই জুলাই থেকে এই দুই রুটে নিয়মিত বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনা করবে বিমান।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

অনলাইন বিনোদনে সিলেট শিল্পকলা একাডেমি

করোনাকালে ঘরবন্দি মানুষের একঘেঁয়েমি দূর করতে অনলাইনে বিনোদনের উদ্যোগ নেয় সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমি। দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের অংশগ্রহণে ফেসবুক পেইজে 'শিল্প আড্ডা' নামে অনুষ্ঠানটি প্রতিদিনই প্রচারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। অনুষ্ঠানটি জেলা শিল্পকলা একাডেমির ফেসবুক পেইজে প্রতিদিন রাত সাড়ে ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সম্প্রচারিত হয়। এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক শিল্পী-সংগঠক অংশ নিয়েছেন অনুষ্ঠানটিতে।

বর্ষাবরণ উৎসব

'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ তেমনি করে গাও গো, আজ যেমন করে চাইছে আকাশ তেমনি করে চাও গো'– হ্যাঁ, এসে গেছে প্রকৃতির প্রাণ স্পন্দনের কারিগর বর্ষা ঋতু। ১৫ই জুন ২০২০ (১লা আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ) শুরু হয় বর্ষাকাল। আষাঢ়–শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল। প্রতিবছর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং গানের দল আয়োজন করে বর্ষাবরণের। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন টেলিভিশনে থাকে নানা আয়োজন। কিন্তু মহামারি কারোনা ভাইরাসের কারণে এ বছর সেসব হয়নি। গানে, কবিতায় বাংলার কবিরা করেছেন বর্ষা-বন্দনা। 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' দিয়ে প্রণয় নিবেদন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নজরুলের কাছে বর্ষাকে মনে হয়েছে 'বাদলের পরী'। কক্সবাজারে রাখাইন সম্প্রদায় বর্ষাকে বরণ করে ভিন্ন মাত্রায়। প্রতিবছর তারা সমুদ্র সৈকতে মাসব্যাপী বর্ষাবরণ উৎসবের আয়োজন করে।

ফেসবুকে বাউল উৎসব

করোনা ভাইরাসের কারণে তিন মাস স্টেজ শো, ঘরোয়া গানের আয়োজন এবং টেলিভিশনে নতুন অনুষ্ঠান প্রায় হয় না বললেই

চলে। এসব বিবেচনা করে বাউলদের জন্য চ্যারিটি উৎসবের আয়োজন করা হয়। ফেসবুকে আয়োজিত অনলাইন ‘চ্যারিটি ফেস্টিভ্যাল’ নামক এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন বাউলরা। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন পরিবেশনায় অংশ নেন রংপুর বেতারের বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া শিল্পী তনু রায়। এছাড়া এই অনলাইন চ্যারিটি ফোক ফেস্টিভ্যালে সংগীত পরিবেশন করেন দেশের প্রথিতযশা ও গুণী শিল্পীরা। এ ফেস্টিভ্যাল ১১ই জুন থেকে শুরু হয়ে চলে ১৯শে জুন পর্যন্ত। উৎসবটি ‘দ্য মিউজিশিয়ান’-এর ফেসবুক পেইজ থেকে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি অনুদান পেল ১৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য ১৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ২৫শে জুন তথ্য মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। করোনা ভাইরাস সংকটে চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে অন্যান্য

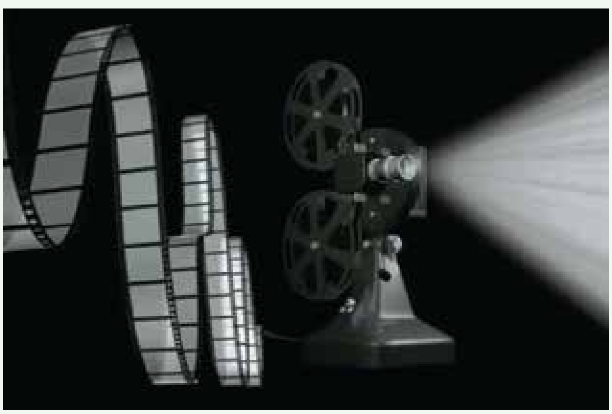

বছরের তুলনায় এ বছর অধিক সংখ্যক চলচ্চিত্রে অনুদান দেওয়ার কথা জানায় তথ্য মন্ত্রণালয়।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ‘পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি’র সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অনুদানপ্রাপ্তদের নামের তালিকা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তিনটি, শিশুতোষ দুইটি ও সাধারণ শাখায় ১১টিসহ মোট ১৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে ৮ কোটি ৫৯ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে *টুঙ্গিপাড়ার দুঃসাহসী খোকা* শিরোনামে চলচ্চিত্রের জন্য সর্বোচ্চ ৭০ লাখ টাকা অনুদান পাচ্ছেন চলচ্চিত্রটি নির্মাতা মুশফিকুর রহমান গুলজার। নির্মাণের সঙ্গে চলচ্চিত্র প্রযোজনাও করবেন তিনি।

অন্যদিকে *কাজল রেখা* শিরোনামে চলচ্চিত্রের পরিচালনা ও প্রযোজনার জন্য অনুদান পাচ্ছেন গিয়াস উদ্দিন সেলিম এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *যোদ্ধা*’র পরিচালনা ও প্রযোজনার জন্য অনুদান পাচ্ছেন এসএ হক অলিক। বদরুল আনাম সৌদ *শ্যামা কাব্য* চলচ্চিত্রের পরিচালনা ও প্রযোজনার জন্য অনুদান পাচ্ছেন। এছাড়া অনুদান তালিকায় রয়েছে– প্রদীপ ঘোষের প্রযোজনা ও পরিচালনায় *ভালোবাসা প্রীতিলতা*, এমএন ইস্পাহানির প্রযোজনা ও ইস্পাহানি আরিফ জাহানের পরিচালনায় *হৃদিতা*, ফজলুল কবীর তুহিনের প্রযোজনা ও পরিচালনায় *গাঙকুমারী*, অনুপম কুমার বড়ুয়ার প্রযোজনা ও সন্তোষ কুমার বিশ্বাসের পরিচালনায় *ছায়াবৃক্ষ*, রওশন আরা রোজিনার প্রযোজনা ও পরিচালনায় *ফিরে দেখা*, তাহেরা ফেরদৌস জেনিফারের প্রযোজনা ও মোস্তাফিজুর রহমান মানিকের পরিচালনায় *আশীর্বাদ*, ইফতেখার আলমের প্রযোজনা ও পরিচালনায় *লেখক*, আবদুল মমিন খানের প্রযোজনা ও মনজুরুল ইসলামের *বিলজাকিনী*, পংকজ পালিতের প্রযোজনা ও পরিচালনায় *একটি না বলা গল্প*, অনম বিশ্বাসের প্রযোজনা ও পরিচালনায় *ফুটবলরু*। আমিনুল হাসান লিটুর প্রযোজনা ও আউয়াল রেজার পরিচলনায় *মেঘ রোদ্দুর খেলা* ও নুরে আলমের প্রযোজনা ও পরিচালনায় *রাসেলের জন্য অপেক্ষা*।

অনুদানপ্রাপ্ত ৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে–প্রবীর কুমার সরকারের প্রযোজনা ও পরিচালনায় *আগন্তুক*, শরীফ রেজা মাহমুদের প্রযোজনা ও পরিচলানায় *প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান*, এবিএম নাজমুল হুদার প্রযোজনা ও পরিচালানয় *প্রথম রূপকথার বই*, সাজেদুল ইসলামের প্রযোজনা ও পরিচালনায় প্রামাণ্যচিত্র *পটুয়া*, দেবাশীষ দাসের প্রযোজনা ও পরিচালনায় *মুকুলের জাদুর ঘোড়া* (শিশুতোষ), ফাকরুল আরেফীন খানের প্রামাণ্যচিত্র *অবিনশ্বর*, সোহেল আহমেদ সিদ্দিকীর *ধূসর দিগন্ত*, মিতালি রায়ের *দূরে* ও চৈতালী সমাদ্দারের *মরিয়ম*।

প্রতিবেদন: মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

টাপেন্টাডল জাতীয় ওষুধকে মাদকদ্রব্য হিসেবে ঘোষণা

ব্যথানাশক হিসেবে ব্যবহৃত টাপেন্টাডল জাতীয় ওষুধকে ‘মাদকদ্রব্য’ হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। মাদকসেবীরা এ জাতীয় ওষুধকে মাদকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করায় একে ‘খ’ শ্রেণির মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের তফশিলে যুক্ত করা হয়েছে। ৮ই জুলাই এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। ব্যথানাশক টাপেন্টাডল জাতীয় ওষুধ দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রায় সব ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ও বিপণন করে আসছিল। সব ফার্মেসিতেও পাওয়া যেত। তবে এটা মাদকের তালিকাভুক্ত হওয়ায় কোম্পানিগুলোকে তা উৎপাদন বন্ধ করতে হবে।

মাদক অধিদপ্তরের সূত্রে জানা যায়, টাপেন্টাডল জাতীয় ওষুধ সাধারণ ট্যাবলেট হিসেবে বাজারে পাওয়া যেত। কোম্পানিভেদে একেকটি ট্যাবলেটের দাম ১২ থেকে ১৭ টাকা। দাম কম হওয়ায় এবং সহজে পাওয়া যায় বলে এ ধরনের ব্যথানাশক ট্যাবলেট নেশার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহারের খবর পাওয়া যায়। এজন্য এটা মাদকদ্রব্য হিসেবে তালিকাভুক্তির বিষয়ে কাজ চলছিল, যা সরকারের গেজেট প্রকাশের মধ্য দিয়ে শেষ হলো।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বতীপুরে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সেনাবাহিনী

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পরিবারের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ৮ই জুলাই শহরের আলোর পথে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের ৮০ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী পরিবারের মাঝে ত্রাণের চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, সাবান ও মৌসুমি ফল বিতরণ করে ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের ১৬ পদাতিক ব্রিগেড অধীনস্থ খোলাহাটি ৩৬ বীর। এ কর্মসূচির সার্বিক পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন খোলাহাটি ৩৬ বীরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর মো. আরিফুল ইসলাম হিমেল। তিনি বলেন, দুস্থ প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিবারকে এ ধরনের ত্রাণ সহযোগিতার পাশাপাশি মৌসুমি ফল প্রদানের এ সুযোগ ১৬ পদাতিক ব্রিগেড ও ৩৬ বীর এর সকল সেনাসদস্যকে ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মসূচিতে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করবে। ত্রাণের দ্রব্য সমাগ্রী পেয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের মুখে যে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠেছে তা সত্যি এক অসাধারণ অর্জন। ভবিষ্যতেও ৩৬ বীর পার্বতীপুরের সকল মানুষের প্রতি করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায়

সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করবে বলে তিনি উপস্থিত অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেন।

প্রতিবন্ধী, বিধবা ও হিজড়া পেল নগদ প্রণোদনা

বর্তমান করোনা ভাইরাস মহামারিতে সারা বিশ্বে অচলাবস্থা। এ মহামারিকালীন সবচেয়ে দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে নিম্ন আয়ের লোকজন। বিশেষ করে প্রতিবন্ধীরা আরো সমস্যায় রয়েছে এ সময়ে। এ পরিস্থিতিতে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জে ১২৫ জন গরিব ও অসহায় প্রতিবন্ধীসহ বয়স্ক, বিধবা, হিজাড়াদেরও আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হয়। ৮ই জুলাই করিমগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তাদের হাতে এসব প্রণোদনা তুলে দেওয়া হয়।

উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম জানান, বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও হিজড়া–যারা সরকারি ভাতার আওতায় আসেননি এমন ৫০ জনকে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে পাঠানো ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। তাছাড়া কিশোরগঞ্জ জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের দেওয়া ৪৬ হাজার টাকা ৪৬ জনকে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য পাঠানো ২১ হাজার টাকা ২১ জন প্রতিবন্ধীকে প্রদান করা হয়। করিমগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তসলিমা নূর হোসেন জানান, উপজেলা প্রশাসন থেকে চলাফেরা করতে পারে না এমন আটজন প্রতিবন্ধীকে আটটি হুইল চেয়ার দেওয়া হয়েছে এবং উপজেলা প্রশাসনের এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের শিশু আদালত প্রশংসিত

উন্নয়ন কেন্দ্রে বন্দি শিশুদের মাঝে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে বাংলাদেশের শিশু আদালতের ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। প্রচলিত আদালত বন্ধ থাকার পরও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শিশুদের জামিন আবেদনের শুনানি গ্রহণ এবং তাদের জামিন দেওয়ার খবর গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, অ্যাসোসিয়েটে প্রেস (এপি), ফক্স-৫*সহ আন্তর্জাতিক বিখ্যাত গণমাধ্যমগুলোতে। এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে শিশুদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সুপ্রিম কোর্ট সূত্র জানিয়েছে, দেশে ভার্চুয়াল আদালত শুরু হওয়ার পর থেকে গত ৩৫ কার্যদিবসে ৬০৮ শিশুকে জামিন দেওয়া হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে থাকা ৫৮৯ শিশুর মধ্যে ৫৮৩ জনকে পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাকি ছয় শিশুকেও পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। সুপ্রিম কোর্ট সূত্র জানায়, করোনা ভাইরাস উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশের তিনটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে বন্দি শিশুদের সুরক্ষায় উদ্যোগ নেয় সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল কমিটি ফর চাইল্ড রাইটস। কমিটির প্রধান সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. ইমান আলীর নেতৃত্বাধীন কমিটি ভার্চুয়াল কোর্ট পরিচালনায় শিশু আদালতের বিচারকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। শিশুদের পুরো সুরক্ষার বিষয়টি দেখভাল করছে এ কমিটি। পাশাপাশি ভার্চুয়াল কোর্টের বিচারকদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা দিয়ে আসছে জাতিসংঘে শিশু উন্নয়ন সংস্থা-ইউনিসেফ। বর্তমানে দেশের আদালতগুলোয় ২৩ হাজার

শিশুসংক্রান্ত মামলা বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে বলেও জানা গেছে। এ বিষয়ে চিলড্রেন চ্যারিটি বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আবদুল হালিম বলেন, করোনা ভাইরাসের মতো এমন মহামারির মধ্যে শিশুদের আটকে রাখার সুযোগ

নেই। তাই ভার্চুয়াল শিশু আদালতের মাধ্যমে শিশুদের জামিনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, আমরা তাকে স্বাগত জানাই।

সুপ্রিম কোর্টের মুখমাত্র ও স্পেশাল অফিসার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শিশু আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করায় আন্তর্জাতিক মহল থেকেও আমরা অনেক প্রশংসা পেয়েছি। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো আমাদের ভার্চুয়াল শিশু আদালতের খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রতিষ্ঠান-২) এম এম মাহমুদুল্লাহ বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে ২৬শে মার্চ থেকে সারা দেশে নিয়মিত আদালত বন্ধ হয়ে যায়। ভার্চুয়াল আদালত চালু হয় ১১ই মে। এর পরদিন শিশুদের জামিন দেওয়া শুরু হয়। এ পর্যন্ত আমাদের শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে থাকা ৫৮৯ শিশু জামিন পেয়েছে। এর মধ্যে ৫৮৩ শিশু পরিবারের কাছে ফিরে গেছে। বাকি ছয় শিশুকেও পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বর্তমানে গাজীপুরের টঙ্গী শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে ৫৩০, কোনাবড়ী (বালিকা) শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে ৮১ ও যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে ২৩৩ শিশু অবস্থান করছে বলে জানান তিনি। ইউনিসেফ বাংলাদেশের শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ শাহনাজ জাহেরীন বলেন, বাংলাদেশের ভার্চুয়াল শিশু আদালত অনেক ভালো একটি উদ্যোগ। এমন একটি আদালতের বিষয়ে আমরা অনেক দিন ধরেই সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে আলোচনায় ছিলাম। করোনা পরিস্থিতি আমাদের এ কাজটা সহজ করে দিয়েছে। আমরা বিচারক ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ইকুই-পমেন্টও দিয়েছি।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

জুরাছড়ির ৭০০টি পরিবার পেল প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা

জুরাছড়ির দুমদুম্যা ইউনিয়নের (৪,৫,৬ ওয়ার্ডে) ৭০০টি পরিবার পেল প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় দফায় সহায়তা। এ সময় এসব পরিবারের মাঝে ২০ কেজি হারে ১৪ মেট্রিক টন চাল ও শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়।

তিন জেলায় করোনা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে সবজি ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রাঙ্গামাটিস্থ প্রধান কার্যালয়ে ২২শে জুন তিন পার্বত্য জেলায় করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৬০০০ পরিবারকে সবজি, বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করা হয়। পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয়ের বোর্ডের চেয়ারম্যান নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন।

তিন পার্বত্য জেলায় ৪৫টি অক্সিজেন সিলিন্ডার দিল পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

রাঙামাটিসহ তিন পার্বত্য জেলায় করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা সেবার মান বাড়াতে তিন পার্বত্য

জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের হাতে ১৫টি করে মোট ৪৫টি অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। ২১শে জুন পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয়-এর বোর্ডের চেয়ারম্যান নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা তিন পার্বত্য জেলা স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে এগুলো তুলে দেন।

খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী নিবাস নির্মাণ

৭ কোটি টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজের জন্য পাঁচ তলাবিশিষ্ট ছাত্রী নিবাসের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। ২৯শে জুন কলেজ ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্‌বোধন করেন শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি।

করোনা পরিস্থিতিতে ৩৫০টি পরিবারের পাশে সেনাবাহিনী

মানবিক সেবার অংশ হিসেবে খাগড়াছড়ি জেলার প্রদীপ পাড়াসহ নীলকারবারী পাড়া, হরিমঙ্গল পাড়া,তালতলা এবং ফাতেমানগর এলাকায় ২৯শে জুন করোনা থেকে পরিত্রাণের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা নিম্নবিত্ত, গরিব, অসহায় এবং দুস্থ জনগোষ্ঠীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন খাগড়াছড়ি সদর জোনের জোন কমান্ডার লে. কর্নেল মো. জাহিদুল ইসলাম,পিএসসি। এ সময় তিনি করোনা রোধকল্পে অঘোষিত লকডাউনে থাকা প্রায় ৩৫০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন এবং অসহায়দের খোঁজখবর নেন।

প্রতিবেদন : আসাব আহমেদ

ফাইল ছবি

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

ক্রিকেটারদের জন্য মনোবিদ নিয়োগ

করোনা ভাইরাসের কারণে মার্চ মাস থেকে ক্রিকেট বন্ধ। তাই খেলোয়াড়রাও ঘরবন্দি। দীর্ঘ সাড়ে তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে বাসায় থাকার ফলে ক্রিকেটারদের মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়াটা স্বাভাবিক বিষয়। তাই দেশের খেলোয়াড়দের জন্য মনোবিদ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল বিসিবি। ১১ই জুলাই বিসিবি'র প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেন। কানাডা প্রাবসী মনোবিদ আলী আজহার খান হতে পারেন সেই মনোবিদ।

বিসিবি'র করোনা অ্যাপে যুক্ত হচ্ছেন নারী ক্রিকেটাররা

করোনাকালে ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্য এবং মানসিক সুস্থতার বিষয়ে খোঁজখবর রাখতে একটি অ্যাপ চালু করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেই অ্যাপে এবার বাংলাদেশ নারী ক্রিকেটারদের যুক্ত করা হচ্ছে। বিসিবি'র এমআইএস (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) ম্যানেজার নাসির আহমেদ জানান, অ্যাপটিতে ১৮টি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। বেশির ভাগই কোভিড-১৯-এর উপসর্গ বিষয়ে। অ্যাপের মাধ্যমে কে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, জ্বর বা ব্যথা আছে কি-না, কোনো রোগীর সংস্পর্শে গিয়েছিল কি-না, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি তথ্য ক্রিকেটাররা জানাবে। ৩০শে জুন বিসিবি সূত্র জানায়, অ্যাপে প্রাথমিকভাবে ৪০ জন ক্রিকেটারকে যুক্ত করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় ধাপে নারী ক্রিকেটারদের নেওয়া হচ্ছে। মোট ২৫ জন নারী ক্রিকেটার করোনা অ্যাপে যুক্ত হতে পারেন। বিসিবি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট নারী ক্রিকেটারদের কাছ থেকে ই-মেইল অ্যাড্রেস সংগ্রহ করেছে। যত দ্রুত সম্ভব অ্যাপে তাদের যুক্ত করা হবে।

অসচ্ছল ক্রিকেটারদের ফিটনেস সরঞ্জাম দেবে বিসিবি

আর্থিকভাবে অসচ্ছল ক্রিকেটাররা ঘরে বসে ফিটনেস নিয়ে বেশি কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। তাই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সেই সব অসচ্ছল ক্রিকেটারদের ফিটনেস সরঞ্জাম কিনে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। ৫ই জুলাই সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছেন বিসিবি'র প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরী। তিনি মনে করেন, ক্রিকেটারদের ফিটনেস ধরে রাখতে বাসায় ভালো সরঞ্জাম প্রয়োজন। ভালো সরঞ্জাম দিয়ে ফিটনেস নিয়ে কাজ করলে পুরোপুরি না হলেও ৮০ ভাগ ফিট থাকা যায়। এরপর মাঠে অনুশীলন করলে পুরোপুরি ফিট হতে দুই থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগবে।

এক বছর ততগেল এশিয়া কাপ

করোনা মহামারির কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এক বছর পিছিয়ে গেল এশিয়া কাপ। ৯ই জুলাই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। এসিসি'র নির্বাহী বোর্ডের মিটিং শেষে এমন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এশিয়া কাপের এবারের আসর। কিন্তু ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, দেশভিত্তিক কোয়ারেন্টাইন বাধ্যবাধকতা, স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং বাধ্যতামূলক সামাজিক দূরত্বের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হয়েছে এসিসি। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপ। আগামী বছরের জুন মাসেই আসর আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানিয়েছে সংগঠনটি।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

না ফেয়ার দেশে মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষাসৈনিক কামাল লোহানী

আফরোজা রুমা

একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষাসৈনিক কামাল লোহানী না ফেরার দেশে চলে গেলেন। রাজাধানীর মহাখালীতে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০শে জুন সকাল ১০ টায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

১৯৩৪ সালের ২৬শে জুন সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া সনতলা গ্রামে তাঁর জন্ম। বাবা আবু ইউসুফ মোহাম্মদ মুসা খান লোহানী আর মা রোকেয়া খান লোহানী। তাঁর আসল নাম আবু নঈম মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল খান লোহানী। পাবনা জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করেন ১৯৫২ সালে। উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে। এরপর তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি ঘটে। পাবনা জিলা স্কুলে ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৩ সালে নুরুল আমিনসহ মুসলিম লীগ নেতাদের পাবনা আগমন প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁকে কারাগারে যেতে হয়। মুক্ত হতে না হতেই আবার ১৯৫৪ সালে গ্রেফতার হন কামাল লোহানী। সে সময় তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত হন। পরের বছর আবার গ্রেফতার হয়ে কারগারে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে একই কারাকক্ষে তাঁর বন্দিজীবন কাটে। ১৯৫৮ সালে কামাল লোহানী যুক্ত হন নৃত্যশিল্পে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষ পালনে পাকিস্তানি নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ছায়ানটের নেতৃত্বে কামাল লোহানী হাজারো রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মী সাধারণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৯৬২ সালে কামাল লোহানী ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদককের দায়িত্ব নেন। পরে ১৯৬৭ সালে গড়ে তোলেন রাজনৈতিক আদর্শের সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্রান্তি। ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠীর হয়ে গান গাইতেন আলতাফ মাহমুদ, শেখ লুৎফর রহমান, সুখেন্দু দাস, আবদুল লতিফসহ প্রথিতযশা শিল্পী। ষাটের দশকের শেষ ভাগে ন্যাপের (ভাসানী) রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং কামাল লোহানী যোগ দেন আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে পূর্ব বাংলার শিল্পীরা যে ভূমিকা রেখেছেন, তার সঙ্গেও কামাল লোহানী সম্পৃক্ত ছিলেন পুরোপুরি। ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে কামাল লোহানী তাতে যোগ দেন। সে সময় তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সংবাদ বিভাগের প্রধান। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন কামাল লোহানী। ১৯৮১ সালে *দৈনিক বার্তা*র সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়ে নতুন উদ্যমে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে মনোনিবেশ করেন। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট গঠনেও ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কামাল লোহানীর সাংবাদিকতার সূচনা *দৈনিক মিল্লাতে*। সাংবাদিকতা জীবনে তিনি *আজাদ*, *সংবাদ*, *পূর্বদেশ*, *বঙ্গবাতা*, *বাংলার বাণী* ও *দৈনিক প্রভাতে* গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। স্বাধীনতার আগে তিনি সাংবাদিক ইউনিয়নে দুই দফা যুগ্ম সম্পাদক হন। স্বাধীনতার পর নির্বাচিত হন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য ২০১৫ সালে সরকার তাঁকে 'একুশে পদকে' ভূষিত করে।

২০১৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখায় *বাংলাদেশ প্রতিদিন* আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে আজীবন সম্মাননায় সম্মানিত করে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির দুবার মহাপরিচালক ও ছায়ানটের সম্পাদক হিসেবে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করেন কামাল লোহানী। মৃত্যুর সময় তিনি উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা পদে ছিলেন।

একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষাসৈনিক কামাল লোহানীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া শোক জানিয়েছেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কামাল লোহানীর লাশ অ্যাম্বুলেন্স যোগে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার সনতলা গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 41, No. 01, July 2020, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd